জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

আমার বাংলা বই

চতুর্থ শ্রেণি

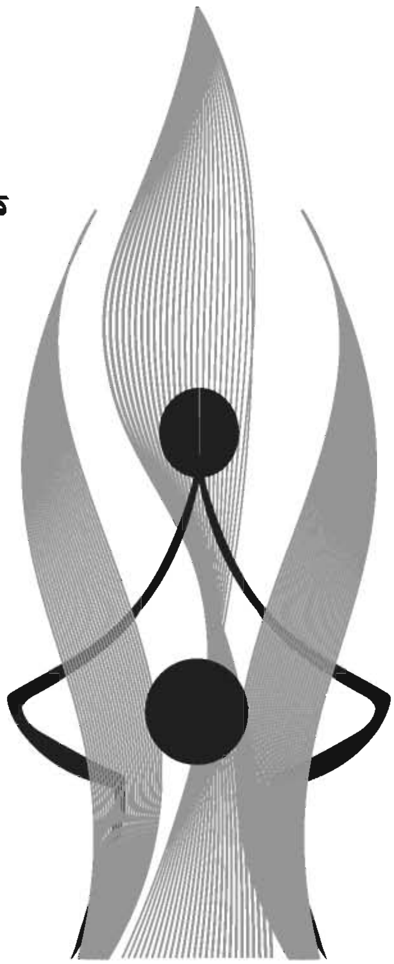

লেখক ও সম্পাদক

ড.মাসুদুজ্জামান
মাহবুব আহসান খান
আহমুদা আকতার
বদরুল আলম

পরিমার্জন

গৌরাঙ্গ লাল সরকার
মোঃ তৈয়বুর রহমান
ড. নাছিমা বেগম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। তাই বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা আনন্দময় পরিবেশে অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখেই ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত **বাংলা** বিষয়ের শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, পাঠের আলোচ্য বিষয়, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশনা, পাঠের সারসংক্ষেপ, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার ৪টি দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়। ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা ক্রিটিক্যাল রিভিউ এর ভিত্তিতে 'শিক্ষক সংস্করণ'সমূহ পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র কার্যক্রমটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নির্দেশনা

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর ভাষাদক্ষতা ও সাক্ষরতা তথা পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শোনা ও বলার দক্ষতা অর্জন পূর্বশর্ত ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর শোনা ও বলার মাধ্যম হিসাবে ধ্বনিচর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধ্বনিচর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত ধ্বনির প্রতীক সংশ্লিষ্ট বর্ণ চিনতে পারা প্রয়োজন। তাই পড়া ও লেখার পর্যায়ক্রমে শিশুকে শব্দ পর্যায়ে ধ্বনি ও বর্ণ শনাক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

শিশুরা বাংলা ভাষার জন্য নির্ধারিত স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ শনাক্ত করে তা সঠিক ধ্বনিতে উচ্চারণ করতে ও সঠিক আকৃতিতে এবং সঠিক নির্দেশনায় লিখতে সমর্থ হবে।

পর্যায়ক্রমে শিশুরা ছোট ছোট বাক্য পড়তে ও লিখতে সক্ষম হবে। শিশুরা কিছু যুক্তবর্ণও অনুশীলন করবে। ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ, স্বাধীনভাবে বর্ণের পাঠ ও সঠিক আকৃতিতে লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষক পর্যাপ্ত চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করবেন। এই চর্চা কার্যকর ও সঠিকভাবে করানোর জন্য শিক্ষকের সহায়ক হিসাবে প্রণীত হলো এই শিক্ষক সংস্করণ।

এবারের চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সময় শিশুর ভাষা শিখন প্রক্রিয়াকে তাদের জীবন-ঘনিষ্ঠ করার জন্য ভাষাসমগ্র পদ্ধতিকে (Whole language approach) ভাষা শিখনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যসমূহ শিখনের ক্ষেত্রে একটি অর্থপূর্ণ ভাষিক বিবেচনা করা হয়েছে। এই যে পদ্ধতিগত বিবেচনা তাকে মিটানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেমন নতুন উপস্থাপন রীতি অনুসরণ করা হয়েছে তেমনি শিক্ষক সংস্করণেও শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে যথোপযুক্ত কৌশল ও কার্যাবলি সংযোজনের ক্ষেত্রে নতুনত্ব এসেছে।

শিক্ষক সংস্করণে প্রতিটি পাঠের সাথে পাঠের জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও নির্ধারিত শিখন-শেখানো কার্যাবলিসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, পাঠের আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। তবে সবার আগে শিক্ষক পিরিয়ডের শিখনফল দেখবেন। সেই সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকাটিও দেখবেন। পাঠের মূল ফোকাসেও চোখ বুলাবেন। তাহলে শিক্ষক সংস্করণ শিক্ষকের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

শিক্ষক সংস্করণে সংযোজিত উল্লেখযোগ্য শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো:

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

প্রতিদিন শিখন-শেখানো কার্যাবলির শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় ও পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়। নির্দিষ্ট পাঠের প্রতি শিশুরা আগ্রহী হয়ে ওঠে ও মনোযোগী হয়।
প্রতিদিনের পাঠ শুরুর আগে শিক্ষক পাঠের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষক পাঠ/বিষয়ের সঙ্গে শিশুদের জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট বাস্তব উপকরণ, ছবি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে করতে পারেন। তিনি প্রাসঙ্গিক আলোচনা মৌখিকভাবেও করতে পারেন। তবে এতে শিশুদের সক্রিয় ও অধিক অংশগ্রহণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

ছবি বিশ্লেষণ: কোনো পাঠ বা বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে ছবি বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী বিষয়ে পড়তে যাচ্ছে তা অনুমান করতে পারে। পাঠের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। শিশুরা ছবির মাধ্যমে সহজেই যেকোনো বিষয় বুঝতে পারে। এতে করে পাঠটি পড়ার সময় সহজ মনে হয়। তাছাড়া ছবি বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক আলোচনার একটি অন্যতম অংশ। পাঠের ছবি বিশ্লেষণের সময় যা মনে রাখতে হবে:

- শিক্ষক বড় করে আঁকা পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি দেখাবেন বা আমার বাংলা বইয়ের নির্ধারিত পৃষ্ঠা খুলবেন এবং শিক্ষার্থীদের খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কিনা তা দেখবেন।
- শিক্ষক প্রথমে ছবিগুলো দেখতে বলবেন।
- এরপর একটি একটি ছবি দেখিয়ে জানতে চাইবেন, ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে? কে কী করছেন? ছবিতে আর কী দেখা যায়? এভাবে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করার মাধ্যমে ছবির পুঙ্খানুপঙ্খ দেখা ও বিশ্লেষণ নিশ্চিত করবেন।
- শিশুরা প্রত্যেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে কিনা এবং আনন্দ লাভ করছে কিনা তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

পূর্ববর্তী পিরিয়ডের পর্যালোচনা:

শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠের পর্যালোচনা ও যাচাই করবেন। যেমন: শিক্ষক পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠে করানো কিছু শিখন-শেখানো কাজ শিশুদের করতে দেবেন। তবে এই কাজগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হওয়া উচিত। যাতে পূর্ববর্তী পিরিয়ডে/পাঠের সাথে চলমান পাঠের সংযোগ ঘটে। এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের কাজ শিখন-শেখানো কার্যাবলির প্রথম দিকে করাবেন। পূর্ববর্তী পিরিয়ড/পাঠ পর্যালোচনা ও যাচাইয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগমূলক কাজের মাধ্যমে যেন ধারাবাহিক পিরিয়ড/পাঠ পরিচালনা করা হয় সেদিকে শিক্ষককে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

গদ্য/গল্পের পাঠ পরিচালনা:

সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক আলোচনা, ছবি বিশ্লেষণ, বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক গদ্যের পাঠের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবেন। শিক্ষক নিজে শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। পড়াশেষে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট অনুশীলন করাবেন।

শিশুর পড়ার দক্ষতা বিকাশের জন্য নির্ধারিত কোনো পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক সাধারণভাবে নিচে উল্লিখিত তিনটি ধাপ অনুসরণ করবেন:

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন।
- শিক্ষক গল্পের সঙ্গে মিল রেখে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবেন।
- সংশ্লিষ্ট পাঠের ছবি বিশ্লেষণ করবেন।

- এরপর পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

পড়ার সময়

- শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে সম্পূর্ণ গল্প বা পাঠের অংশটুকু সরবে পড়বেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে শব্দে আঙুল নির্দেশ করে নীরবে পড়বে।
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য আবার পাঠ্যাংশটুকু পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন। শিশুদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের পাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে পড়া চালিয়ে যেতে হবে। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন - এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও শিশুকে পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চমানের চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- তারপর শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে সমস্বরে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (৪/৫ বার) পড়বেন। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিশুরা শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা।
- শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে আবার পড়বেন, অন্যরা শুনবে ও বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এরপর শিক্ষক পারগ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ২/৩ জনকে দিয়ে পড়াবেন, অন্যরা তা শুনবে এবং বইয়ে আঙুল নির্দেশপূর্বক পড়া মেলাবে।
- এবার শিক্ষক সবাইকে নিয়ে গল্পটি আবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষক দল গঠন করে পারগ শিশুর সহযোগিতায় দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীরা বই খুলে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে কয়েকবার সরবে পড়বে।
- শ্রবণযোগ্য স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে এককভাবে পাঠের অংশবিশেষ পর্যায়ক্রমে সবাইকে পড়তে বলবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

পড়ার পরে

- শিক্ষক সহায়ক শিখন-অনুশীলনী চর্চা করা ও সবশেষে আজকের পাঠের সার-সংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন।

ছড়া/কবিতা:

ছড়া/কবিতা শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রমিত উচ্চারণে ছন্দ তাল ঠিক রেখে শিশুদের ছড়া/কবিতা শোনাবেন। শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও বলবে। শিক্ষার্থীরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আনন্দের সাথে ছড়া/কবিতা বলবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষক কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাবেন। শিক্ষক কবিতা পড়ে শোনাবেন ও শিক্ষার্থীদের দিয়ে পড়াবেন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে কবিতা পঠন সুনির্দিষ্টভাবে পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে পাঁচটি ধাপ দেওয়া হলো:

ধাপ ১: শিক্ষক যতি ও ছন্দ বজায় রেখে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি একবার (প্রয়োজনে একাধিকবার) প্রতিটি শব্দ নির্দেশ করে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।

ধাপ ২: শিক্ষক প্রতিটি শব্দ আঙুল নির্দেশ করে পড়বেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও সরবে পড়বে। এই ধাপে শিক্ষক প্রয়োজনে ২/৩ বার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এভাবে পড়বেন। এ সময় তিনি লক্ষ রাখবেন, সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা। কোনো শব্দ বা বাক্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে শিক্ষক ঐ শব্দ বা বাক্যটি আবার পড়বেন।
ধাপ ৩: শিক্ষক নির্দিষ্ট একজন শিক্ষার্থীকে তার সঙ্গে নিয়ে পড়বেন। শিক্ষক এই ধাপে বেশি করে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়বেন। এভাবে এক এক করে ২/৩ জন শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে পড়বেন।
ধাপ ৪: উৎসাহী শিক্ষার্থীকে দিয়ে একা পড়াবেন। কিন্তু কেউ একা পড়তে উৎসাহী না হলে জোর করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো কবিতাটি পড়াবেন। এভাবে কয়েকজনকে দিয়ে এককভাবে পড়াবেন।
ধাপ ৫: একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। তার সঙ্গে সব শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন।

সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজ:

পাঠ্যপুস্তকে পাঠশেষে সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজ দেওয়া হয়েছে। এগুলো পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট ও পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য এ অনুশীলন করানো জরুরি।

পাঠ্যপুস্তকের পাঠশেষে দেওয়া সহায়ক শিখন-অনুশীলনী বা কাজের ওপর শিক্ষক সংস্করণে শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনার সাথে সাথে শিখনফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বাড়তি কিছু প্রাসঙ্গিক সহায়ক শিখন-অনুশীলন সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত মজার খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজ করানোর জন্য শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে উপকরণ প্রস্তুত করা ও খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজের নিয়ম ও ধাপসমূহ পড়ে বুঝে আত্মস্থ করে নেওয়া প্রয়োজন হবে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মজার খেলা বা ক্রীড়ামূলক কাজ বা এক্টিভিটি সংযোজনের সময় প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতা ও শিক্ষকের পক্ষে সম্ভাব্যতা, সেই সাথে শিশুর বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

শিখন মূল্যায়ন নীতিমালা:

শিখন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিশুর অবস্থা ও শিখন-শেখানো কৌশলের কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো, চলমান বা ধারাবাহিক মূল্যায়নকে আলাদাভাবে বিবেচনা না করে শিখন-শেখানো কৌশলের অন্তর্ভুক্ত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পরিকল্পিতভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠের শেষে সমাপনী মূল্যায়নের ব্যবস্থা না করে একই ধরনের কয়েকটি পাঠ শেষে সামগ্রিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করে এমন শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি এই শিক্ষক সংস্করণে পরিকল্পিতভাবে সংযোজনের চেষ্টা করা হয়েছে। এর শিখন-শেখানো কৌশল ও কার্যাবলি প্রণয়নে পাঠের শিখনফল অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও অনেক সম্পূরক ও নতুন শিখন-শেখানো কৌশল কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং কার্যকর পাঠ-পরিচালনার জন্য শুধু পাঠ্যপুস্তক ও এতে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ শিক্ষকের জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষক নিয়মিত শিক্ষক সংস্করণ অনুসরণে ও নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে পরবর্তী পিরিয়ডের/ পাঠের প্রস্তুতি নেবেন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. বাংলাদেশের প্রকৃতি	১-১৬
২. পালকির গান	১৭-২৭
৩. বড় রাজা ছোট রাজা	২৮-৪১
৪. বাংলার খোকা	৪২-৫৫
৫. মুক্তির ছড়া	৫৬-৬৫
৬. আজকে আমার ছুটি চাই	৬৬-৭৮
৭. বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা	৭৯-৯৬
৮. মহীয়সী রোকেয়া	৯৭-১১৪
৯. নেমন্তন্ন	১১৫-১২৩
১০. মোবাইল ফোন	১২৪-১৩৮
১১. আবোল-তাবোল	১৩৯-১৪৭
১২. হাত ধুয়ে নাও	১৪৮-১৬৫
১৩. মোদের বাংলা ভাষা	১৬৬-১৭৫
১৪. বাওয়ালিদের গল্প	১৭৬-১৯১
১৫. পাখির জগৎ	১৯২-২০৭
১৬. কাজলা দিদি	২০৮-২১৭
১৭. পাঠান মুলুকে	২১৮-২২৯
১৮. মা	২৩০-২৩৮
১৯. ঘুরে আসি সোনারগাঁও	২৩৯-২৫৬
২০. বীরপুরুষ	২৫৭-২৬৭
২১. পাহাড়পুর	২৬৮-২৮২
২২. লিপির গল্প	২৮৩-২৯৬

বাংলাদেশের প্রকৃতি

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। প্রতি দুইমাসে হয় একটি ঋতু। যেমন বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস দুইটি হলো গ্রীষ্মকাল। এরপর আষাঢ়-শ্রাবণ মিলে বর্ষাকাল। এভাবে ভাদ্র-আশ্বিন হচ্ছে শরৎকাল। তার পরে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস দুইটি হেমন্তকালের। পৌষ আর মাঘ মাস হলো শীতকাল। ফাল্গুন ও চৈত্র এ দুইমাস বসন্তকাল।

এরকমভাবে ছয়টি ঋতুই প্রত্যেক বছর আসা-যাওয়া করে। পৃথিবীর সব দেশে কিন্তু দুই মাসে একটি ঋতু হয় না। অনেক দেশে দুইটি, কি তিনটি ঋতু দেখা যায়। খুব বেশি হলে চারটি ঋতু। আমাদের প্রতিটি ঋতুতে প্রকৃতির রয়েছে নতুন নতুন সাজ। একেক সাজে তাকে নতুন মনে হয়, তার চেনা চেহারা বদলে যায়।

প্রথমে গ্রীষ্মের কথাই ধরা যাক। গ্রীষ্মে কী প্রচণ্ড গরম! রৌদ্রের অসহ্য তাপ। দুপুরে যদি পথে বের হতেই হয়, তখন মাথার ওপরে ছাতা ধরে লোকে হাঁটে। গরম যতই হোক, গ্রীষ্মকে কিন্তু মধুমাস বলা হয় । এ সময় মধুর মতো মিষ্টি নানা ফল পাওয়া যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস ও লিচু গ্রীষ্মকালের ফল।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। বর্ষায় আবার একেবারে অন্য চেহারা। আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনো বড় বড় ফোঁটায়, তবে ধীরে ধীরে। কখনো হুড়মুড় করে। কখনো পড়ছে ঝিরঝির করে, খুব হালকা। এ ধরনের বৃষ্টির একটা নাম আছে। একে বলা হয় ইলশেগুঁড়ি। আর বড় বড় ফোঁটায় প্রচুর বৃষ্টির নাম মুষলধারে বৃষ্টি। কখনো আবার পড়ে ঝমঝম বৃষ্টি। নদীতে তখন ঢল নামে। বর্ষায় ফোটে কদম, কেয়া ও আরো নানা ফুল।

বর্ষার পর আসে শরৎ। শরৎ এলেই আবার সব পাল্টে যায়। শরৎকালে আকাশে সাদা মেঘ পেঁজা তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল। এ সময় ফোটে শিউলি ফুল। নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।

গ্রীষ্মকাল

বর্ষাকাল

শরতের পর পাকা ধানের শিষ নিয়ে আসে হেমন্ত। শুরু হয় ধান কাটা। এ সময় কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে। নবান্নের উৎসব ঘরে ঘরে আনন্দ নিয়ে আসে।

হেমন্তের শেষ দিকে শীতের আগমন টের পাওয়া যায়। তখন ভোরবেলায় একটু একটু শীত লাগে। এ সময় উত্তুরে হাওয়া বয়। উত্তর দিক থেকে আসা এ হাওয়া খুব ঠান্ডা। শীতের রাতে লেপ-কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমোতে হয়। দিনের বেলায়ও গরম কাপড় পরতে হয়। শীতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি। গ্রামে পিঠা-পায়েস তৈরির ধুম পড়ে যায়।

শরৎকাল

হেমন্তকাল

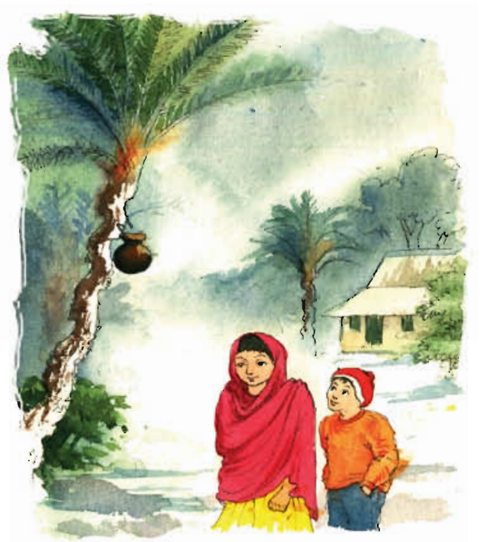

শীতকাল

বসন্তকাল

যেই শেষ হলো এ ঋতু, অমনি শুরু হয় বসন্তকাল। ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়। বসন্তের দখিনা হাওয়ায় মন ভরে যায়। বসন্তে কোকিল ডাকে। কোকিলের ডাক বড়ই মিষ্টি। গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা। নানা রঙের ফুলে ভরে যায় গাছ।

বাংলাদেশে এই ছয়টি ঋতু এভাবে আসে-যায়। ষড়ঋতুর এত বিচিত্র, সুন্দর রূপ পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ইলশেগুঁড়ি, মুষলধারে, পেঁজা তুলো, ষড়ঋতু, বর্ষাকাল, অসহ্য, গ্রীষ্ম, তাপ, পাড়, বিচিত্র

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঋতু আসে-যায়?

খ. বছরের বারো মাসের নাম বলি এবং লিখি।

গ. কোন কোন মাস নিয়ে কোন কোন ঋতু হয়? বলি এবং লিখি।

ঘ. আমার দেখা বর্ষা ও শীত ঋতুর তুলনা করি।

ঙ. কোন ঋতু আমার বেশি পছন্দ? পছন্দের কারণ কী? লিখে জানাই।

৩. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি জায়গায় লিখি।

ক. আমাদের দেশ .... দেশ ।

খ. গ্রীষ্মকে বলা হয় ....।

গ. বর্ষায় ফোটে .... নানা ফুল।

ঘ. হেমন্ত .... ঋতু।

ঙ. শীতকালে .... হাওয়া বয়।

সোনালি ধানের
উত্তুরে
ষড়ঋতুর
কদম, কেয়া ও আরো
মধুমাস

৪. ডান দিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাঁ দিকের শব্দের সঙ্গে মেলাই।

যাওয়া	ফুরফুরে বাতাস
খেজুরের	আসা
বসন্তকাল	প্রচণ্ড গরম
পিঠা	রস
গ্রীষ্ম	পুলি

৫. নিচের ছকের খালি ঘরে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঋতুর নাম লিখি।

বৈশিষ্ট্য	ঋতুর নাম
আকাশ তখন কালো ঘন মেঘে ছেয়ে যায়।	
নদীর পাড় সাদা কাশফুলে ভরে যায়।	
রৌদ্রের অসহ্য তাপ।	
এই ঋতুতে খেজুরের রস দিয়ে তৈরি হয় নানা পিঠাপুলি।	
এ সময়ে কৃষকের ঘর সোনালি ফসলে ভরে ওঠে।	
গাছে গাছে জেগে ওঠে নতুন সবুজ পাতা।	

৬. নিচের বাক্যটি পড়ি এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে জেনে নিই।

কোকিলের ডাক মিষ্টি।

ব্যক্তি, বস্তু, সময় বা স্থানের নাম হলেই তা বিশেষ্য। উপরের বাক্যটিতে কোকিল হলো বিশেষ্য পদ। কিন্তু কোকিলের ডাক কেমন? মিষ্টি। এটি বিশেষণ পদ। যে শব্দ বিশেষ্য পদের কোনো গুণ বা চরিত্র প্রকাশ করে, সেটিই বিশেষণ। এখানে বিশেষণ পদ হচ্ছে মিষ্টি।

বিশেষ্য	বিশেষণ
কোকিল	মিষ্টি

এবার নিচের বাক্যগুলো পড়ি। বিশেষ্য পদগুলোকে গোল (○) চিহ্ন দিয়ে ও বিশেষণ পদগুলোর নিচে দাগ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করি।

ক. তখন হাড় কাঁপানো শীত।

খ. আকাশ হয়ে ওঠে ঘন নীল।

গ. ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয়।

ঘ. কোকিলের ডাক বড়ই মিষ্টি।

৭. কর্ম-অনুশীলন।

আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

বাংলাদেশের প্রকৃতি
(পৃষ্ঠা ১– ৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ, ঘোষণা, আদেশ শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে পালন করবে। ১.৩.২ আদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মুল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন শুনে বুঝতে পারবে।
৩.৪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৪.১ বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শুনে বুঝতে পারবে। ৩.৪.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সর্ম্পকে শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.১ শুদ্ধ উচ্চারণে অনুরোধ করতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.১ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪.১ দেখা ঘটনার বিষয়ে অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ দেখা ঘটনার বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৪.১.২ দেখা ঘটনার বিষয় অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।

১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে। ১.৪.৩ সমমানের বইয়ের শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.৪ সমমানের বইয়ের বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে মুলভাব বঝতে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
৩.৩ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ অন্যান্য বই পড়তে পারবে।	৩.৩.১ পাঠ্যপুস্তকের সমমানসম্পন্ন শিক্ষার্থীতোষ বই পড়তে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠ বহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠ বহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে পারবে।
৩.১ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।	৩.১.২ পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি পাঠ্যবইয়ের প্রথম লেখা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে বাংলাদেশ (স্বদেশ) সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, দেশের পরিচয় জানতে পারে, সেই লক্ষ্যে এই পাঠটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে এই পাঠে বাংলাদেশের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা আছে। উল্লেখ করা হয়েছে ষড়ঋতুর কথা। বিভিন্ন ঋতুতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ কী রকম দাঁড়ায় আর কীভাবে ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়, তারও বর্ণনা আছে। শিক্ষার্থীরা যাতে বাংলাদেশের এই প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়, জানতে পারে, শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এই দিকগুলোর উপর নানাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ৯ টি পাঠ

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ১ ষড়ঋতুর দেশ... গ্রীষ্মকালের ফল।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি, প্রকৃতি বিষয়ক সংগৃহীত ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, পঠিত অংশের মূল বক্তব্য এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা:** ১.১.১, ৩.৪.২, ২.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **পড়া:** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২ **বলা:** ২.৫.১, ২.৫.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
  - বাংলা বিষয়ের প্রথম ক্লাস কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করবেন। তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।
  - সরাসরি পাঠ শুরু না করে কোনো প্রশ্ন কিংবা গল্প করার মধ্য দিয়ে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন– আজকে আমরা মজার একটি বিষয় পড়ব। শিক্ষক আগে থেকেই সহজে বর্ণনা করা যায় নদ-নদী সংবলিত একটি দৃশ্যের ছবি সংগ্রহ করে রাখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন, কাগজে আঁকা ছবি দেখতে তোমাদের কেমন লাগে?
- উপরোক্ত প্রক্রিয়া ছাড়াও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ স্থাপনের জন্য পাঠ-সংশ্লিষ্ট যে কোনো কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রথম ছবিটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন:
  - প্রথম ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - তারা দাঁড়িয়ে কী করছে?
  - দূরে কী দেখা যাছে?
  - আকাশের অবস্থা কেমন?
  - এ ধরনের ছবি আমরা আগে কোথায় দেখেছি?
  - ঐ গল্পটির নাম কী ছিল? ইত্যাদি।
- প্রয়োজনে উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে নির্ধারিত পাঠটি পড়ে শোনাবেন।
- তারপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, এখন তোমরা পাঠ্যপুস্তকের 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পটির (ষড়ঋতুর দেশ.... গ্রীষ্মকালের ফল।) অংশটুকু পড়বে।
- শিক্ষক অজানা /নতুন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: মুষলধারে। 'শব্দের অর্থ জেনে নিই অংশ' থেকে প্রয়োজনে দেখে নিতে বলবেন এবং কীভাবে দেখবে তা সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন, প্রয়োজনে বোর্ডে লিখে দেবেন।
- শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: গ্রীষ্ম - ষ্ম = ষ+ম, প্রচন্ড প্র = প+্র। ইত্যাদি।

- শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো বোর্ড দেখে পড়তে বলবেন। যুক্তবর্ণ ভেঙে বলবে। এরপর শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ড দেখে লিখতে দেবেন।
- 'শব্দের অর্থ জেনে নিই' অংশ (৯৭- ১০২) থেকে প্রয়োজনে দেখে নিতে বলবেন এবং কীভাবে দেখবে তা সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আলোচনা করবেন।
- এরপর পাঠ্যাংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে তাদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো (বৃষ্টি, প্রচুর) ভেঙে লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আজকের পাঠের যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ বাড়িতে চর্চা করতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ১ ষড়ঋতুর দেশ... গ্রীষ্মকালের ফল।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, শব্দ ও অর্থ লেখা পোস্টার **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বাংলাদেশ কয় ঋতুর দেশ?
  - কয় মাস মিলে এক ঋতু হয়?
  - কোন কোন মাস মিলে গ্রীষ্মকাল হয়?
  - অনেক দেশে কয়টি করে ঋতু দেখা যায়? ইত্যাদি। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে উত্তর জানবেন।
- এছাড়া গতকালে বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া যুক্তবর্ণ শব্দগুলো লিখতে দেবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পের (ষড়ঋতুর দেশ............. গ্রীষ্মকালের ফল।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পরের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথা নিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে

খাতায় লিখতে বলবেন।

- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- ইলশেগুঁড়ি, মুষলধারে বৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, ষড়ঋতু, বর্ষাকাল ইত্যাদি।
- শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: জ্যৈষ্ঠ - ষ্ঠ = ষ+ঠ, গ্রীষ্মকাল - ষ্ম= ষ+ম ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, যেমন–
  - আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী?
  - গল্পটি কী বিষয় নিয়ে লেখা?
  - এছাড়া মুখে মুখে ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
  - গ্রীষ্মকালে কী পড়ে?
  - গ্রীষ্মকালে কেমন ফল পাওয়া যায়? ইত্যাদি।
  - বাংলাদেশে বৎসরে কয়টি ঋতু আসে যায়?
  - বছরের বারো মাসের নাম কী কী?
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো (জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মকাল) ভেঙে লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ২ গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা... আনন্দ নিয়ে আসে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ষড়ঋতুর ছবি অথবা গ্রীষ্ম ঋতুর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়তে পারা, নতুন শব্দের অর্থ, বাক্য এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের পাঠটি পড়তে দেবেন। এছাড়া নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গ্রীষ্মকালে কী থাকে?
  - বাংলাদেশে বছরে কয়টি ঋতু আসে-যায়?
  - বছরের বারো মাসের নাম কী কী?
  - মধুমাস কাকে বলে? ইত্যাদি। যারা উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।

  আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কিনা খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পটির (গ্রীষ্মের পরে .... নবান্নের উৎসব।) পর্যন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে

পরের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কিনা তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লেখা অজানা এবং নতুন শব্দগুলো বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- গ্রীষ্ম, অসহ্য, তাপ ইত্যাদি। গ্রীষ্ম–গরম কাল, অসহ্য – যা সহ্য করা বা সওয়া যায় না, তাপ–গরম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। যেমন: অন্য - ন্য= ন + য, পাল্টে - ল্ট = ল+ট। ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পুনরায় পড়াবেন ও লিখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া মুখে মুখে ছোট বা সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন জানতে চাইবেন। যেমন-
  - বর্ষার পরে কী আসে?
  - শরৎকালে আকাশের কী অবস্থা থাকে?
  - হেমন্ত কেমন ঋতু? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো (জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্মকাল) ভেঙে লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়ে আসতে বলবেন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ: ৪ **পৃষ্ঠা: ২** গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা... আনন্দ নিয়ে আসে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ষড়ঋতুর ছবি অথবা গ্রীষ্মঋতুর ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়তে পারা, নতুন শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের পাঠটি কয়েকজনকে পড়তে দেবেন এবং লেখা দেখবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২ খুলতে বলবেন।
- আজকের পাঠের ছবি নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পের (গ্রীষ্মের পরে আসে বর্ষা .... নবান্নের উৎসব।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পুরো পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন এবং লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- বর্ষায় আকাশের অবস্থা কেমন হয়?
- বৃষ্টির ফোঁটাগুলো কেমন থাকে?
- বর্ষায় কোন কোন ফুল ফোটে?
- ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি কাকে বলে?
- বর্ষায় নদীতে কী নামে? ইত্যাদি।
- গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
- এছাড়া গতকালের পাঠ থেকে দু / তিন লাইন শ্রুতলিপি লেখাতে পারেন।

- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তার পর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ এবং বাক্য লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়ে আসতে বলবেন এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ২-৩** হেমন্তের শেষ... কোথাও নেই।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়তে পারা, নতুন শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের পাঠটি কয়েকজনকে পড়তে দেবেন। এছাড়া নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি কাকে বলে?
  - হেমন্ত কেমন ঋতু?
  - শরৎকালে আকাশের মেঘগুলো কীসের মতো ভেসে বেড়ায়? ইত্যাদি। যারা উত্তর বলবে
- তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পটির (হেমন্তের শেষ .... কোথাও নেই।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শুরুতে ছবিতে কী কী আছে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন:
  - নদীতে কী দেখা যাচ্ছে?
  - মা ছেলেটির পাশে বসে কী করছে এবং কেন?
- এভাবে ৩নং পৃষ্ঠার বাকি ছবিগুলো নিয়ে শিক্ষক আলাপ করবেন। এরপর শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। আগের পাঠের মতো জোড়ায় কাজগুলো করাবেন। জোড়ায় কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- উত্তুরে, লেপ। ইত্যাদি। শিক্ষক নতুন শব্দগুলো পড়াবেন ও লিখাবেন।

- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ এবং বাক্য লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পৃষ্ঠা ৭ নং কর্ম–অনুশীলনীর আলোকে 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পটির অনুকরণে বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ২-৩** হেমন্তের শেষ... কোথাও নেই।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, ছবির বর্ণনা লেখা এবং ছোট উত্তরের প্রশ্ন।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - শীতে রাতে ঘুমোতে হলে কী কী লাগে?
  - খেজুরের রস দিয়ে কী তৈরি করা হয়?
  - কোকিলের ডাক কেমন? ইত্যাদি।
  - এছাড়া গতকালের পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'বাংলাদেশের প্রকৃতি' গল্পটির (হেমন্তের শেষ .... কোথাও নেই।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। এরপর শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়াশেষে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য ছবি দেখিয়ে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন- ১. পৌষ ও মাঘ মাসে কেমন হাওয়া বয়? ২. দক্ষিণ দিক থেকে ফুরফুরে সুন্দর বাতাস বয় কখন? ৩. এত রূপবৈচিত্র্য কেন বাংলাদেশে দেখা যায়? ইত্যাদি।
- শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য আগের দিনের মতো জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন: পিঠাপুলি, ফুরফুরে, ষড়ঋতু ইত্যাদি। এরপর শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো দিয়ে অর্থ ও বাক্য লিখতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ৩-এর ছবির বর্ণনা লিখতে দেবেন এবং ৩/4 লাইনে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর প্রতি বেঞ্চে একটি দল হিসেবে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে গল্পটি পড়তে বলবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শব্দার্থ মুখে মুখে যাচাই করবেন।
  - শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
  - গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্পটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি এবং গল্পটি থেকে শব্দগুলোর অর্থ এবং বাক্য লিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো গল্পটি পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৪ অনুশীলনী – ১, ২, ৩ ও ৪	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** শব্দের অর্থ, বাক্য তৈরি, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং শূন্যস্থান	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৪.১, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৭.১, ২.৭.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৫.১, ৩.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দের অর্থ লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- এরপর শিক্ষক অনুশীলনীর প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। যারা উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর ৩নং অনুশীলনী করাবেন। ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪নং প্রশ্ন করাবেন। ডান দিক থেকে শব্দ নিয়ে বাঁ দিকে শব্দটির সাথে মিলাতে দিবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দেবেন।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনীর শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য তৈরি করা, প্রশ্নোত্তর, শূন্যস্থান এবং ডান দিক থেকে বাঁ দিকের শব্দ মিলানো শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পৃষ্ঠা ৪-এর অনুশীলনীর ১-৪ নং উত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৫ অনুশীলনী - ৫, ৬ ও ৭	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** যুক্তবর্ণ, শূন্যস্থান।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২, ৩.৪.১, ৩.৪.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৭.১, ২.৭.২, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬, ২.৫.১, ৩.১.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শুরুতেই গত দিনের বাড়ি থেকে লিখে আনা অনুশীলনীর কাজ দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। শিক্ষক বোর্ডে বাক্যের ফাঁকা জায়গায় বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে ঋতুর নাম লিখবেন। যেমন- আকাশ তখন কালো মেঘে ছেয়ে যায় – বর্ষাকাল। প্রথমটি করানোর পর বাকিগুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষক জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন। শিরোনাম বোর্ডে লিখবে এবং অনুচ্ছেদটি পড়ে শিক্ষার্থীদর বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের ধারণা দিন। যেমন - হেমন্ত ঋতু ভারি লাজুক। এখানে হেমন্ত বিশেষ্য এবং লাজুক বিশেষণ। শিক্ষার্থীদের পদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেবে।
- ৬ নং অনুশীলনীর (ক - ঘ) পর্যন্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রথমে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে উত্তর জানবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন – 'আমার দেখা চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি'। অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। ২/১ জন শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এরপর অনুচ্ছেদটি লিখতে বলবেন। লেখা শেষে এক একজন করে দাঁড় করিয়ে অনুচ্ছেদটি পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে তাদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা অনুশীলনীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঋতুর নাম লেখা, কর্ম অনুশীলন এবং বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ সম্পর্কে জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–০১

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ছবিগুলো দেখে তিনটি বাক্য লেখ।

২. তোমার দেখা পছন্দের দুটি ঋতু সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

৩. বাক্য রচনা কর।

ক. বৃষ্টি ....

খ. পিঠা ....

গ. মধুমাস ....

ঘ. কোকিল ....

৪. প্রকৃতি থেকে আমরা কী পাই—এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

ক. ....

খ. ....

গ. ....

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পালকি চলে!
পালকি চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!

স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা!

ময়রা মুদি
চক্ষু মুদি,
পাটায় বসে
ঢুলছে কষে।
দুধের চাঁছি
শুষছে মাছি,–
উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে।
আসছে কারা
হনহনিয়ে?

হাটের শেষে
রুক্ষ বেশে
ঠিক দুপুরে
ধায় হাটুরে!

কুকুরগুলো
শুঁকছে ধুলো,–
ধুঁকছে কেহ
ক্লান্ত দেহ।

গঙ্গা ফড়িং
লাফিয়ে চলে;
বাঁধের দিকে
সূর্য ঢলে।

পালকি চলে রে,
অঙ্গ টলে রে!
আর দেরি কত?
আরও কত দূর?

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

পালকির বেহারারা পালকি কাঁধে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যান। চলার পথে পা মেলাতে তারা তালে তালে গান গাইছেন। এই গানের কথায় গ্রামবাংলার চলমান জীবনের ছবি ফুটে ওঠে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

গগন, আদুল, পাটা, ভনভনিয়ে, কষে, হাটুরে, ধুঁকছে, অজ্ঞা, স্তব্ধ, ধায়, শুষছে,

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পাটার	ময়রা	আদুল	হাটুরেরা	গগনে	দুধের চাঁছি	পালকি

ক. সকালে পূর্ব .... সূর্য ওঠে।

খ. শিক্ষার্থীরা বাড়ির উঠানে .... গায়ে খেলা করছেন।

গ. .... উপর বসে দোকানদার জিনিস বিক্রি করছেন।

ঘ. .... মনের আনন্দে মিষ্টি বানাচ্ছেন।

ঙ. হাটের শেষে .... বাড়ি ফিরছেন।

চ. খোকা .... খেতে ভালোবাসে।

ছ. .... চড়ে বউ নাইওরে যান।

৪. যুক্তবর্ণগুলো দেখি। যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

স্তব্ধ	স্ত	স	ত		ব্যস্ত, সস্তা
	ব্ধ	ব	ধ		লব্ধ, ক্ষুব্ধ
রৌদ্র	দ্র	দ	্র	(র-ফলা)	নিদ্রা, ভদ্র
ক্লান্ত	ক্ল	ক	ল		ক্লাস, ক্লেশ
	ন্ত	ন	ত		শান্ত, পান্তা

৫. নিচের শব্দগুলো দেখি। এ ধরনের আরও কয়েকটি শব্দ লিখি।

ক. শনশন

খ. হনহন

গ. পিলপিল

ঘ. ....

ঙ. ....

চ. ....

৬. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. দুপুরের রোদে পালকির বেহারাদের কী অবস্থা হয়েছে?

খ. পাটায় বসে ময়রা কী করছেন?

গ. হাটুরে কোথায় যাচ্ছেন?

ঘ. কুকুরগুলো ধুঁকছে কেন?

ঙ. বেহারারা পালকিতে কী নিয়ে যাচ্ছেন?

৭. বই দেখে ছন্দের তালে তালে কবিতাটি বারবার পড়ি।

৮. কবিতাটি না দেখে আবৃত্তি করি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

‘‘পালকির গান’’ কবিতার অনুকরণে আমি একটি ছড়া বা কবিতা লেখার চেষ্টা করি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি-পরিচিতি

কলকাতার কাছে নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কবিতায় ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার খুব ভালো লাগে। তাঁকে ‘ছন্দের জাদুকর’ বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ‘কুহু ও কেকা’, ‘অভ্র-আবীর’, ‘হসন্তিকা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। “পালকির গান” কবিতাটি ‘কুহু ও কেকা’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কবি মৃত্যুবরণ করেন।

পালকির গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পৃষ্ঠা (৬ – ৮)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠ বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠ বহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে। ২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই কবিতায় পালকির চলার পথে চারপাশের পরিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে। নীরব গ্রামের পথে খালি গায়ে রোদে ঘেমে বেহারারা পালকি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ময়রা মুদি চোখ বন্ধ করে পাটায় বসে জোরে ঢুলছে। দুধের চাঁছিতে কিছু মাছি শুষছে, কিছু মাছি ভন ভন শব্দ করে উড়ছে। ঐদিকে আবার কারা যেন হনহন করে আসছে। হাটের শেষে ঠিক দুপুরে এলোমেলো বেশে হাটুরেরা হাটে ধেয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলো ধুলো শুঁকছে, কেউবা ক্লান্ত শরীরে হাঁপাচ্ছে। ঐদিকে আবার গঙ্গা ফড়িং লাফিয়ে যাচ্ছে এবং বাঁধের দিকে সূর্য ঢলে পড়ছে। বেহারারা ক্লান্ত শরীরে পালকি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে তাদের গন্তব্য আর কত দূরে এবং আর কত সময়ের মধ্যে তারা গন্তব্যে পৌঁছুবে।

পাঠ বিভাজন : ৭

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৬ পালকি চলে ... হনহনিয়ে	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি, পালকির ছবি (সংগৃহীত)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পালকির ছবিটি (সংগৃহীত) দেখিয়ে জানতে চাইবেন,
  - এটি কীসের ছবি? শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক বলবেন, এটি পালকির ছবি। এটি এক ধরনের বাহন। এতে চড়ে মানুষ চলাচল করে। বেহারারা এটি কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা পালকি নিয়ে একটি মজার ছড়া পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬ খুলতে বলবেন।
- এরপর পাঠের ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? - কে কী করছে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন,আজ আমরা যে কবিতাটি পড়ব তার নাম হলো 'পালকির গান'। কবিতাটি লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

- শিক্ষক কবিতাটির কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে আবৃত্তি করে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা কবিতার ('পালকি চলে..........হনহনিয়ে'।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- গগন, স্তব্ধ, আদুল, পাটা, কষে, ভনভনিয়ে ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাদের নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। যেমন: আজ আমরা 'পালকির গান' কবিতার অংশবিশেষ পড়তে ও আবৃত্তি করতে শিখেছি, কবিতা থেকে শব্দের অর্থ (গগন, স্তব্ধ, আদুল, পাটা, কষে, ভনভনিয়ে), বাক্য শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৬** পালকি চলে ... হনহনিয়ে	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটি কয়েকজনকে আবৃত্তি করতে বলবেন।
  - কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা কবিতার ('পালকি চলে..........হনহনিয়ে'।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়াবেন।
- পড়াশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়তে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক আগের দিনের শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শব্দগুলো লেখাবেন ও পড়াবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন এবং লেখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে লিখতে দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম,সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাদের নিয়ে লেখা? এছাড়া ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- পাটায় বসে কে ঢুলছে? – মাছি কী শুষছে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। । যেমন: আজ আমরা ‘পালকির গান’ কবিতার অংশবিশেষ পড়তে ও আবৃত্তি করতে শিখেছি, এবং যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো (স্তব্ধ, চক্ষু) ভেঙে শিখেছি। এছাড়া পাঠ থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নউত্তর বলতে শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৬** হাটের শেষে .... আরও কত দূর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - কবিতা ও কবির নাম বলতে বলবেন।
  - কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি করতে বলবেন।
  - শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদেরকে বইয়ের পৃষ্ঠা ৬ খুলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন, আজ আমরা ‘পালকির গান’ কবিতার (‘হাটের শেষে ....আরও কত দূর’।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন এবং শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। জোড়ায় কবিতাটির চরণ কীভাবে পড়তে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন- প্রথমে একজন শিক্ষার্থী কবিতার ১ম লাইনটি পড়বে, পরের জন ২য় লাইন পড়বে। জোড়ার অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে কয়েকবার তাদেরকে কবিতার অংশটি পড়তে বলবেন। পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় পড়াবেন।
- পড়া শেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- বুক্ষ, হাটুরে, ধুঁকছে, ক্লান্ত, অঙ্গ ইত্যাদি।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। যেমন: বুক্ষ। ক্ষ – ক + ষ। তিনি যুক্তাক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন। যেমন– রক্ষা, অক্ষ ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো পড়াবেন। অর্থ ও বাক্য মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া মুখে মুখে ছোট ছোট প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- কুকুরগুলো কী করছে? – কী লাফিয়ে চলে? সূর্য কোন দিকে ঢলে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। যেমন: আজ আমরা 'পালকির গান' কবিতার অংশবিশেষ পড়তে ও আবৃত্তি করতে শিখেছি, কবিতা থেকে শব্দের অর্থ (বুক্ষ, হাটুরে, ধুঁকছে, ক্লান্ত, অঙ্গ), বাক্য শিখেছি।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ৬** হাটের শেষে .... আরও কত দূর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২ লেখা : ১.৫.১, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাংশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করবেন।
  - কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা কবিতার ('হাটের শেষে ....আরও কত দূর'।) অংশটুকু পড়ব এবং

আবৃত্তি করা শিখব।

- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়াবেন।
- পড়া শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাংশটুকু পড়তে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়তে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক আগের দিনের শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো লিখাবেন ও পড়াবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- ছোট প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া ছোট প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- কুকুরগুলো কী করছে? – কী লাফিয়ে চলে? সূর্য কোন দিকে ঢলে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুক আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৬-৭ পালকি চলে... আরও কত দূর, অনুশীলনী।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণ, মূলভাব এবং অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং শিক্ষার্থীরা এ কবিতার যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কে কী লিখে এনেছে তা দেখবেন (স্তব্ধ, চক্ষু, ক্লান্ত, গঙ্গা)।
- এরপর শিক্ষক কবিতা ও কবির নামসহ কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাটি ছোট দলে (প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থী একদল হিসেবে) পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর কবিতাটির মূলভাব আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং

সহায়তা করবেন। প্রয়োজনে বোর্ডে একটি করে দেখাবেন।

- একইভাবে ৩ ও ৪-এর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পৃষ্ঠা ৮ এর ৯ নং কর্ম অনুশীলনীর আলোকে 'পালকির গান' কবিতার অনুকরণে বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা: ৮ অনুশীলনী	**উপকরণ:** শিক্ষক কর্তৃক 'পালকির গান' কবিতার অনুকরণে লিখিত একটি ছড়া বা কবিতার পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ২.১.২, ২.২.২ লেখা : ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং কবিতার মূলভাব কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ বলতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কিনা তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে ক না বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে আলোচনা করবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা শব্দ তৈরি করতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী পৃষ্ঠা ৮-এর ৬ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন। (প্রথমে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর বলবে পরে খাতায় লিখবে।)
- এরপর ৭ ও ৮ এর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক 'পালকির গান' কবিতার অনুকরণে স্ব রচিত কবিতার পোস্টার থেকে শিক্ষার্থীদের কবিতাটি পড়ে শোনাবেন ও আবৃত্তি করবেন।
- এরপর প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে স্ব রচিত কবিতা/ছড়াটি পড়তে ও আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে স্ব রচিত কবিতা/ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠের জন্য উৎসাহিত এবং প্রশংসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।
- বড়দের কাছ থেকে পালকি সম্পর্কে ধারণা নিতে বলবেন।

পাঠ–০৭

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. ব্ধ ....

খ. ন্ত ....

২. নিচের ঘর থেকে ঠিক অর্থটি নিয়ে ঠিক শব্দের পাশে লিখি।

তরল পদার্থ টেনে নেওয়া, নীরব, জোরে, খালি গায়ে বা জামাকাপড় ছাড়া

ক. আদুল ....

খ. কষে ....

গ. শুষছে ....

ঘ. স্তব্ধ ....

৩. নিচে পালকি সম্পর্কে নিজে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

৪. কে কী কাজ করে তা লিখি।

ক. ময়রা ....

খ. বেহারা ....

গ. হাটুরে ....

বড় রাজা ছোট রাজা

দুই রাজা, বড় রাজা আর ছোট রাজা। দুইজনে একদিন দিগ্‌বিজয় করতে চললেন। বড় রাজা চললেন বড় বড় হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক সাজিয়ে। মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বড় বড়-সেনাপতির সঙ্গে, বড় বড় রাজ্য জয় করতে করতে।

এদিকে ছোট রাজা চললেন সাধারণ মানুষজনের সাজে। ছোট ছোট কামান, বন্দুক, হাতি, ঘোড়া নিয়ে ছোট একটি পুঁটলি বেঁধে। ছোট রাজ্য জয় করতে।

মস্ত বড় এই পৃথিবী – বড় রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেললেন। এমন সময় চর এলো, খবর দিল। মহারাজ, শুনে এলাম, ছোট রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছেন। বড় রাজা বললেন, 'তাকে গিয়ে বলো, আমি এই পৃথিবীটা জয় করে নিয়েছি। সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক।'

দূত গেল ছোট রাজার কাছে। কিন্তু ছোট রাজার সে রাজ্য এত ছোট যে দূত দেখতেই পেল না। কোথায় রাজা! কোথায় রাজত্ব! সে ফিরে এসে বড় রাজাকে খবর দিল – চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব। সেখানে প্রবেশ করা ভারি কঠিন।

বড় রাজা বড়ই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চলো আমি নিজে যাব।'

বড় রাজা মস্ত মস্ত হাতি-ঘোড়া, রথ-রথী নিয়ে চললেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু ছোট রাজ্য এতটাই ছোট যে সেখানে হাতি, ঘোড়া কিছুই চলে না। মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিল – সবার চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধে চলো!

সেনাপতি বললেন, 'এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলার উপায় হবে না।'
রাজা বললেন, 'দেখাই যাক না।'

যুদ্ধ বাধল – সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে ছোট রাজার ফৌজ গলে পালাল। তীর-কামান আন্দাজ করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকল। নয়তো আকাশে ঝুপঝাপ বড় রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগল। বড় বড় অস্ত্র – সেসব অস্ত্র বড় জিনিসকেই লক্ষ করে। ছোটকে দেখতে পায় না। বড় রাজা, বড় বড় মন্ত্রী, বড় বড় সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ছোট রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। ছোট রাজা হেসে বললেন, 'আপনি আপনার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাকুন। ছোটতে-বড়তে সন্ধি হলে কী হয় তা জানেন নাকি?'

বড় রাজা বললেন, 'তা কি আর জানিনে?'

সেনাপতি বললেন, 'এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বড় রাজা। ওইটুকু আর জানেন না?'

ছোট রাজা বললেন, 'তাহলে এবারকার মতো এতটুকু জেনেই ঘরে চলে যান সকলে। আরও কী জানতে চান?'

বড় রাজা রেগে বললেন, 'ছোটকে টুঁটি চেপে ধরলে কী করে তাই জানাতে চাই।' বলেই বড় রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় রাজ্যসহ ছোট রাজাকে কষে চেপে ধরলেন। বড় রাজার মোটা মোটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে জলের মতোই সব গলে পালালো। ছোট রাজা, তার রাজসিংহাসন রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বড় রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি। বুড়ো আঙুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কী বেঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বড় রাজার আঙুলটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

দিগ্‌বিজয় সেনাপতি রাজত্ব জয়ঢাক চর দূত অগোচর খাপ্পা মন্ত্রণা
অণুবীক্ষণ ফৌজ অস্ত্র সন্ধি রথ-রথী ঝুপঝাপ রাজ্য মুঠো

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ফাঁপরে	অন্যত্র	আন্দাজ	জয়ঢাক	দিগ্‌বিজয়	রাজসিংহাসনে

ক. সমস্ত ছোট রাজ্য জয় করে রাজা .... বসলেন।

খ. রাজার খামখেয়ালিতে মন্ত্রী মহা .... পড়লেন।

গ. রাজা .... করে এসেছেন।

ঘ. শিকারের খোঁজে রাজা............................. যাচ্ছেন।

ঙ. রাজ্য জয়ের আনন্দে চারদিকে.............................. বাজছে।

চ. রাজা.............................. করলেন ছোট রাজা পালিয়ে যেতে পারেন।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

মস্ত	স্ত	স	ত		আস্ত, গোস্ত
বন্দুক	ন্দ	ন	দ		নিন্দুক, বিন্দু
রাজ্য	জ্য	জ	্য	(য-ফলা)	জ্যাকেট, জ্যামিতি
ক্রমে	ক্র	ক	্র	(র-ফলা)	চক্র, বক্র
খাপ্পা	প্প	প	প		ধাপ্পা, বেখাপ্পা

৪. বাক্য রচনা করি।

রাজ্য চর রথ মুঠো রাজসিংহাসন

৫. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পড়ি ও লিখি।

বড় রাজা আর ছোট রাজা	সেখানে হাতি চলে না, ঘোড়া চলে না।
ক্রমে ক্রমে মস্ত বড় এই পৃথিবী	ঢোল হয়ে উঠল।
ছোট শহর এতটাই ছোট যে	বড় জিনিসকেই লক্ষ করে।
বড় রাজার আঙুল ফুলে	বড় রাজা জয় করে ফেললেন।
বড় বড় অস্ত্র	দিগ্‌বিজয় করতে চললেন।

৬. একই শব্দের ভিন্ন অর্থ শিখি ও বাক্য তৈরি করি।

চর – দূত
চর – নদীর চর
চলা – পায়ে হাঁটা
চলা – চালিত হওয়া

৭. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বড় রাজা কীভাবে রাজ্য জয় করতে বের হলেন?
খ. বড় রাজা ছোট রাজার উপর রেগে গেলেন কেন?
গ. বড় রাজা কেন ছোট রাজ্যকে জয় করতে পারলেন না?
ঘ. বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
ঙ. বড় রাজা আর ছোট রাজার মধ্যে তোমার কাকে বেশি পছন্দ? কেন?

৮. অল্প কথায় গল্পটা বলি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শক্তির চেয়ে বুদ্ধির জোর বেশি–বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি।
খ. বড় রাজা এবং ছোট রাজার ভূমিকায় অভিনয় করে দেখাই।

বড় রাজা ছোট রাজা

(পৃষ্ঠা ৯–১৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.৩ রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.৪ রূপকথা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথার মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.৪ রূপকথার মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.৩ রূপকথা পড়তে পারবে। ২.৪.৪ রূপকথা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.৩ কথোপকথন পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৩ পঠিত রূপকথার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

"বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পটিতে দুই রাজার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। বড় হলেই যে ছোটকে তুচ্ছ ভাবতে হয় না এবং ছোট হলেই মানুষের স্বভাব খারাপ হয় না, এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন লেখক। ছোটরাও আত্মনির্ভরশীল হয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধির জোড়ে বড়দের শেখাতে পারে। মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধে জয়ী হতে পারে। এটিই গল্পের মূল বিষয়। অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, অহংকার ও লোভ না করা, সম্পদশালী হলে কম সম্পদশালীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করার নৈতিক শিক্ষাও গল্পটিতে রয়েছে। সে সঙ্গে যেকোনো সমস্যা সমাধানে শক্তি প্রয়োগ না করে বুদ্ধি প্রয়োগ করে অগ্রসর হলে শান্তি বজায় থাকে, মানুষের মঙ্গল হয়।

পাঠ বিভাজন : ৭

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৯-১০ দুই রাজা... ছেড়ে অন্যত্র যাক।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১ লেখা : ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গতকাল যে কবিতাটি পড়েছি তার নাম কী?

- কবিতাটির অংশবিশেষ আবৃত্তি কর?
- ময়রা-মুদি কী করছে?
- মাছি আমাদের কী ক্ষতি করে? যারা উত্তর বলতে পারবে হাত তুলতে বলবেন। তারপর এক এক করে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন।

- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা একটি নতুন মজার গল্প পড়ব। আজকের গল্পটি হচ্ছে রাজা প্রসঙ্গে। এরপর রাজা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ঘটনা জানা আছে কি না জানতে চাইবেন। দুই/একজনের কাছ থেকে রাজা সম্পর্কে গল্প শুনবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। আজকের গল্পের নাম হলো ''বড় রাজা ছোট রাজা''।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এরপর গল্পের ছবি নিয়ে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করবেন। যেমন-
  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - ছবির লোকগুলো কী করছে?
  - এরকম দৃশ্য তোমরা কোথায় দেখেছ? ইত্যাদি।
- শিক্ষক 'বড় রাজা ছোট রাজা' পুরো গল্পটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে একবার পড়ে শোনাবেন। এরপর আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। এবার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পের (দুই রাজা .... ছেড়ে অন্যত্র যাক) পর্যন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- দিগ্‌বিজয়, সেনাপতি, জয়ঢাক, চর ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - দুই-রাজা কী করতে চললেন?
  - বড় রাজা কী সাজিয়ে চললেন?
  - ছোট রাজা কীভাবে চললেন?
  - চর এসে কী খবর দিলেন?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ১০** দূত গেল ছোট রাজার.... দেখাই যাক না।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩ **লেখা :** ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - দুই-রাজা কী করতে চললেন?
  - বড় রাজা কী সাজিয়ে চললেন?
  - ছোট রাজা কীভাবে চললেন?
  - চর এসে কী খবর দিলেন?
  - দুই/একজনকে পাঠটি পড়তে দেবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পের (দূত গেল ছোট রাজার ....দেখাই যাক না।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- দূত, রাজত্ব, অগোচর, খাপ্পা, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - দূত কেন ছোট রাজার রাজত্ব দেখতে পেল না?
  - মন্ত্রীরা রাজাকে কী মন্ত্রণা দিলেন? ইত্যাদি।
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ১০ যুদ্ধ বাধল ... আরও কী জানতে চান?'	উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক পাঠের আলোচ্য বিষয়: গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	শিখনফল শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ লেখা : ১.৫.১, ১.৭.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - দূত কেন ছোট রাজার রাজত্ব দেখতে পেল না?
  - মন্ত্রীরা কী মন্ত্রণা দিলেন?
  - এছাড়া যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখতে দেওয়া ও শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেওয়া ইত্যাদি।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১০ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পের (যুদ্ধ বাধল.........আরও কী জানতে চান?) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় মুখোমুখি বসতে বলবেন এবং আজকের পাঠটি পড়তে বলবেন। জোড়ায় শিক্ষার্থীরা কীভাবে পড়বে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- একজন যখন পড়বে, অন্যজন তখন শুনবে ও আঙুল মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পড়তে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক জুটির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে,আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- জুটির কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- ফৌজ, ফাঁপর, সন্ধি ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থ রা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - ছোট রাজার ফৌজ কীভাবে পালাল?
  - বড় রাজা শেষে কী করতে চাইলেন?
  - বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন? ইত্যাদি।
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
  - গতকালের পাঠ থেকে দুই/ তিন লাইন শ্রুতলিপি লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শেষে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন এবং এগল্পে যে সকল যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ আছে তা লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ১১** বড় রাজা রেগে বললেন.... ফুলে ঢোল হয়ে উঠল	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৭.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এবার শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - ছোট রাজার ফৌজ কীভাবে পালাল?
  - বড় রাজা শেষে কী করতে চাইলেন?
  - বড় রাজা কেন সন্ধি করতে চাইলেন?
  - এছাড়া শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেওয়া ইত্যাদি।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১১ খুলতে বলবেন।
- পাঠের ছবি নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বড় রাজা ছোট রাজা" গল্পের (বড় রাজা রেগে বললেন..................ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পুরো পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক এগল্পের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজতে বলবেন ও এখানে যুক্তবর্ণগুলো খাপ্পা, অণুবীক্ষণ, রক্ষা, সন্ধি ইত্যাদি।
- পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - বড় রাজা হাত খুলে কী দেখলেন?
  - বড় রাজার বুড়ো আঙুলের গোড়ায় কী অনুভূত হলো?
  - এ গল্পে কার বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি বলে তোমার মনে হয়? কেন মনে হয়? ইত্যাদি।
  - গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
  - এছাড়া গতকালের পাঠ থেকে দুই/ তিন লাইন শ্রুতলিপি লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা: ১২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কাজ	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৭.১, ২.৩.৩

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - বড় রাজা হাত খুলে কী দেখলেন?
  - বড় রাজার বুড়ো আঙুলের গোড়ায় কী অনুভূত হলো?
  - এ গল্পে কার বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি বলে তোমার মনে হয়? কেন মনে হয়? ইত্যাদি।
  - গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১২ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে মুখে মুখে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২, ৩ ও ৪ অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শব্দার্থ মুখে মুখে যাচাই করবেন।
  - শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
  - যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখতে দেবেন।
  - গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
  - এছাড়া গতকালের পাঠ থেকে দুই/ তিন লাইন শ্রুতলিপি লেখাতে পারেন।
- মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ১৩** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কাজ	**শিখনফল** **শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬** **বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২** **পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২** **লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৭.১, ২.৩.৩**

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে শব্দার্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লেখাবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠের ১৩ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে ২/১টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৬ ও ৭ অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শিক্ষক অল্প কথায় গল্পটি বলতে বলবেন।
  - আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
  - এছাড়া গল্প থেকে দুই/ তিন লাইন শ্রুতলিপি লেখাতে পারেন।
- মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটি ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর খাতায় লিখে আনতে বলবেন।
- ৯নং কর্ম-অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–০৭

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ছকে দেওয়া শব্দের সাথে শব্দার্থ দাগ টেনে মিলাই।

শব্দ	শব্দার্থ
সন্ধি	সৈনিক
অগোচর	পরামর্শ
ফৌজ	বন্ধুত্ব, চুক্তি হওয়া
সেনাপতি	চোখের আড়ালে থাকা
মন্ত্রণা	প্রধান সৈনিক

১. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. স্ত ....

খ. প্প ....

গ. ন্দ ....

৩. বড় রাজার আঙুল ফুলে ঢোল হলো কেন?

....

....

....

৪. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে লিখি।

ক. রাজ্য ....

খ. ঢোল ....

গ. রাজপুরী ....

বাংলার খোকা

মমতাজউদদীন আহমদ

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। দিনটি ছিল বুধবার। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া। সে গ্রামের শেখ পরিবারে জন্ম হলো একটি শিক্ষার্থীর। বাবা শেখ লুৎফর রহমান আদর করে শিক্ষার্থীর নাম রাখলেন খোকা। খোকা খুব আদরের নাম। বাংলার প্রায় সব ঘরেই প্রথম পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয় খোকা।

দিনে দিনে বড় হয় খোকা। পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়। দুইচোখ মেলে দেখে বাংলার মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, সোনালি ধানের খেত। চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

যত বড় হয় খোকা, তত তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে। গাঁয়ের অনেক ছেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড় হয়। প্রায়ই সে বন্ধুদের বাড়ি নিয়ে আসে। বলে, মা, ওদের খেতে দাও। মা আনন্দের সঙ্গে ছেলের বন্ধুদের খেতে দেন। মা হাসিমুখে ছেলের আবদার পূরণ করেন।

বর্ষাকালে স্কুলে যেতে বাবা খোকাকে ছাতা কিনে দিলেন। খোকা ছাতা নিয়ে স্কুলে যায়। একদিন ছাতা ছাড়া ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরল খোকা।

মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছাতা কই বাবা? এমন ভিজেছিস কেন?

খোকা হাসিমুখে বলল, মাগো, আমার এক গরিব বন্ধুর ছাতা নেই। আমার ছাতাটা ওকে দিয়েছি।

মা ছেলের এমন উদারতায় খুশি হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন। বললেন, ভালোই করেছিস বাবা! তোর বাবাকে বলব তোকে আর একটা ছাতা কিনে দিতে।

মা ছেলের কপালে চুমু খেলেন।

শীতের সময় খোকাকে একটা চাদর কিনে দিলেন বাবা। একদিন দেখা গেল চাদর ছাড়াই বাড়ি ফিরে এলো খোকা। মা বললেন, তোর চাদর কই বাবা? খোকা বুক ফুলিয়ে বলে, মাগো, পথের ধারে গাছের নিচে এক বৃদ্ধ মহিলা! শীতে খুব কাঁপছিল। আমি তার গায়ে চাঁদরটি জড়িয়ে দিয়ে এসেছি।

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, গরিব মানুষের জন্য ছেলেটির এত দরদ! ও নিশ্চয় বড় হয়ে মানুষের জন্য অনেক কিছু করবে।

খোকার বন্ধু জেলের ছেলে গোপাল করুণ সুরে বাঁশি বাজায়। খোকা বন্ধুকে বলে, তোর বাঁশির সুরে আনন্দ নেই কেন রে গোপাল?

গোপাল হতাশ হয়ে বলে, আমার চারদিকে মানুষের জীবনে আনন্দ নেই রে খোকা।

খোকা নিশ্চুপ থেকে ভাবে, তাই তো। আমার চারদিকে এমন অবস্থাই তো দেখতে পাই। এই অবস্থা বদলাতে হবে।

দেশের নানা কথা ভাবতে ভাবতে বড় হয় খোকা। স্কুল পার হয়ে কলেজে ঢোকে। বাংলার মানুষের কথা, দেশের কথা তাঁকে নিয়ত ভাবায়। তিনি পার হন কলেজের চৌকাঠ। আরও বড় হন তিনি। যুক্ত হন রাজনীতির সঙ্গে। গরিব মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৯৭১ সালে ডাক দেন স্বাধীনতার।

এই খোকা আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই আমাদের জাতির পিতা।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

পথ–প্রান্তর আবদার উদারতা মুগ্ধ দরদ করুণ হতাশ মহকুমা চৌকাঠ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

পথ–প্রান্তর	আবদার	উদারতা	মুগ্ধ	দরদ	করুণ	হতাশ	জেলা	চৌকাঠ

ক. বন্ধুর সাথে সম্পর্ক .... হওয়াই ভালো।

খ. ছেলের .... শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন।

গ. .... মানুষকে মহান করে।

ঘ. নাটকটি দেখে আমি .... হয়েছি।

ঙ. ছোট বোনটির জন্য ভাইয়ের অনেক .... ।

চ. বাস দুর্ঘটনার .... দৃশ্য দেখে চোখে জল এসেছে।

ছ. সামান্য কারণেই .... হওয়া ঠিক নয়।

জ. আগে কয়েকটি .... মিলে জেলা গঠিত হতো।

৩. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কোথায় এবং কত সালে খোকার জন্ম হয়?

খ. বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করত?

গ. বৃদ্ধ মহিলা কোথায় শীতে কাঁপছিল? খোকা তাকে কীভাবে সাহায্য করে?

ঘ. খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফেরে কেন?

ঙ. কে স্বাধীনতার ডাক দেন?

৪. বাক্য গঠন করি।

আদর, সোনালি, কপাল, চাদর, গরিব, আনন্দ, রাজনীতি, জনক

৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই মানুষকে ভালোবাসতেন – এমন দুটি উদাহরণ খাতায় লিখি।

৬. বিপরীত শব্দ বলি ও খাতায় লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
বন্ধু	....
আনন্দ	....
ভেজা	....
গরিব	....
নিচে	....
দুঃখ	....
স্বাধীনতা	....

৭. আগের পাঠে আমরা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ শিখেছি। এবার নিচের শব্দগুলো থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ চিহ্নিত করি এবং খাতায় লিখি।

ঘর, সোনালি, স্কুল, ছাতা, বড়, চাদর, বাঁশি, গাছ, হতাশ, উদার, মুগ্ধ, চৌকাঠ, করুণ

৮. কর্ম-অনুশীলন।

খোকা গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, আমরা নিজেরা গরিব মানুষের জন্য কে কী করতে পারি তা লিখি।

মমতাজউদদীন আহমদ

লেখক-পরিচিতি

মমতাজউদদীন আহমদ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে: ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, ‘সাত ঘাটের কানাকড়ি’ প্রভৃতি। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাংলার খোকা

(পৃষ্ঠা ১৪–১৮)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.৩ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.৪ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠ-বহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৪ পঠিত গল্পের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনীমূলক পাঠ। শিক্ষার্থীরা যাতে চরিত্রগঠনমূলক লেখা / মহৎ ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পাঠে বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে তাঁর চারিত্রিক গুণগুলোর কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে চরিত্র গঠনের উপর নানাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ৭

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ১৪ ১৯২০ সালের... চোখ জুড়িয়ে যায় তার।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৭.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন বাসায় তাদেরকে আদর করে কী নামে ডাকা হয়। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করলে সেই সূত্র ধরে শিক্ষক 'খোকা' নামের শিক্ষার্থীটির সাথে পরিচয় করাবেন। উক্ত দিনের পাঠ যে সেই খোকাকে নিয়েই,তা ঘোষণা করবেন।

- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম বোর্ডে লিখবেন ''বাংলার খোকা''। এরপর খোকার জন্মসাল, তারিখ ও স্থান লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, এই তথ্যগুলো মনে রাখা জরুরি, কেন জরুরি তা তারা পুরো পাঠশেষে জানতে পারবে।
- এরপর গল্পটি কে লিখেছেন তা বোর্ডে লিখবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠার লেখক পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এরপর গল্পের ছবি নিয়ে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক 'বাংলার খোকা' পুরো গল্পটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে একবার পড়ে শোনাবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলার খোকা' গল্পের ('১৯২০ সালের....................চোখ জুড়িয়ে যায় তার') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক জুটিতে পড়ার নিয়মানুযায়ী আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে কলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লিখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - খোকা কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
  - খোকা কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - খোকার বাবার নাম কী?
  - খোকা দুইচোখ মেলে কী দেখেন?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- পাঠের ৫টি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ১৪-১৫ যত বড় হয়... ওকে দিয়েছি	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৭.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
- খোকা কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
- খোকা কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
- খোকার বাবার নাম কী?
- খোকা দুইচোখ মেলে কী দেখেন?
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলার খোকা গল্পের ('যত বড় হয়. . . . . .ওকে দিয়েছি') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে, আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - খোকার বন্ধুর নাম কী?
  - কাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় হয়?
  - একদিন খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরলেন কেন? ইত্যাদি।
  - মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- বন্ধুদের বাসায় এনে খোকা মায়ের কাছে কী আবদার করতেন? লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ১৫ মা ছেলের এমন... অনেক কিছু করবে	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৭.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - খোকার বন্ধুর নাম কী?
  - কাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ নিবিড় হয়?
  - একদিন খোকা ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরলেন কেন? ইত্যাদি।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৫ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলার খোকা' গল্পের ('মা ছেলের এমন . . . . .অনেক কিছু করবে') অংশটুকু পড়ব।
- এরপর শিক্ষক ছবি নিয়ে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে, অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে, আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক নতুন শব্দগুলো বলে দেবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় মিলাবে।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মত বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - খোকা তাঁর ছাতাটি কাকে দিয়েছেন?
  - মা শুনে কী বললেন?

- শীতের সময় বাবা খোকাকে কী কিনে দিলেন?
- খোকা বুক ফুলিয়ে মাকে কী বললেন?
- মা অবাক হয়ে কী ভাবেন?
- আমরা কি দুঃখী মানুষের জন্য এমন করতে পারি? কীভাবে পারি? ইত্যাদি।

- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ১৬** খোকার বন্ধু ... তিনিই আমাদের জাতির পিতা	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৭.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - খোকা তাঁর ছাতাটি কাকে দিয়েছেন?
  - মা শুনে কী বললেন?
  - শীতের সময় বাবা খোকাকে কী কিনে দিলেন?
  - খোকা বুক ফুলিয়ে মাকে কী বললেন?
  - মা অবাক হয়ে কী ভাবেন?
- আমরা দুঃখী মানুষের জন্য এমন কী কী করতে পারি? কীভাবে পারি? ইত্যাদি।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৬ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'বাংলার খোকা গল্পের'('খোকার বন্ধু .... তিনি জাতির জনক') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক জুটিতে পড়ার নিয়মানুযায়ী আজকের পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - কে করুণ সুরে বাঁশি বাজায়?
  - খোকা নিশ্চুপ থেকে কী ভাবেন?
  - কী ভাবতে ভাবতে বড় হন খোকা?
  - ১৯৭১ সালে তিনি কীসের ডাক দেন?
  - তিনি জাতির কী?
  - এছাড়া গতকালের পাঠ থেকে দুই/ তিন লাইনের অনুচ্ছেদ লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- অনুশীলনী ২ ও ৪ করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ১৬-১৭** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৩.৪, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- এই গল্পে কী কী যুক্তবর্ণ আছে তা দেখতে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - কে করুণ সুরে বাঁশি বাজায়?
  - খোকা নিশ্চুপ থেকে কী ভাবেন?
  - কী ভাবতে ভাবতে বড় হন খোকা?
  - ১৯৭১ সালে তিনি কিসের ডাক দেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৬ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- ৩নং অনুশীলনীর গ-ঙ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–

- শব্দার্থ জিজ্ঞেস করবেন।
- শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখতে দেবেন।
- গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।

- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা: ১৭ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী কাজ	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.৩, ২.৪.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৩.৪, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর মুখে ও লিখিতভাবে যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৭ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা পরে শুনবেন, তারপর শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা পূর্বপাঠে ২ ও ৪নং প্রশ্নোত্তর লিখেছে তা দেখে দেবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এ গল্পের পুরো যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো ভেঙে দেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে বোর্ডে যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাতে বলবেন। এছাড়া গল্প থেকে দুই / তিন লাইনের অনুচ্ছেদ লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর খাতায় লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ –৭

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ছকে দেওয়া শব্দের সাথে শব্দার্থ দাগ টেনে মিলাই।

শব্দ	শব্দার্থ
ভেজা	পরাধীনতা
দুঃখ	ধনী
গরিব	শত্রু
স্বাধীনতা	শুকনা
বন্ধু	সুখ

২. নিচের বিশেষণ পদগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

ক. সোনালি ....

খ. গরিব ....

গ. উদার ....

ঘ. মুগ্ধ ....

ঙ. বড় ....

৩. বাংলার খোকা মানুষের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন। আমরা ছোটরা তাঁর কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও ভালো কাজ করতে পারি। কী কী কাজ করতে পারি এবং কীভাবে পারি তা নিচে লিখি।

....

....

....

....

....

মুক্তির ছড়া

সানাউল হক

আমার বাংলা তোমার বাংলা
সোনার বাংলাদেশ –

সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি
রূপের নেই তো শেষ।

আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা,
নবীন যাত্রী তোমাকে শোনাই ছড়া।

এদেশ আমার এদেশ তোমার
সবিশেষ মুজিবের,

হয়ত অধিক মুক্তিপাগল
সহস্র শহিদের।

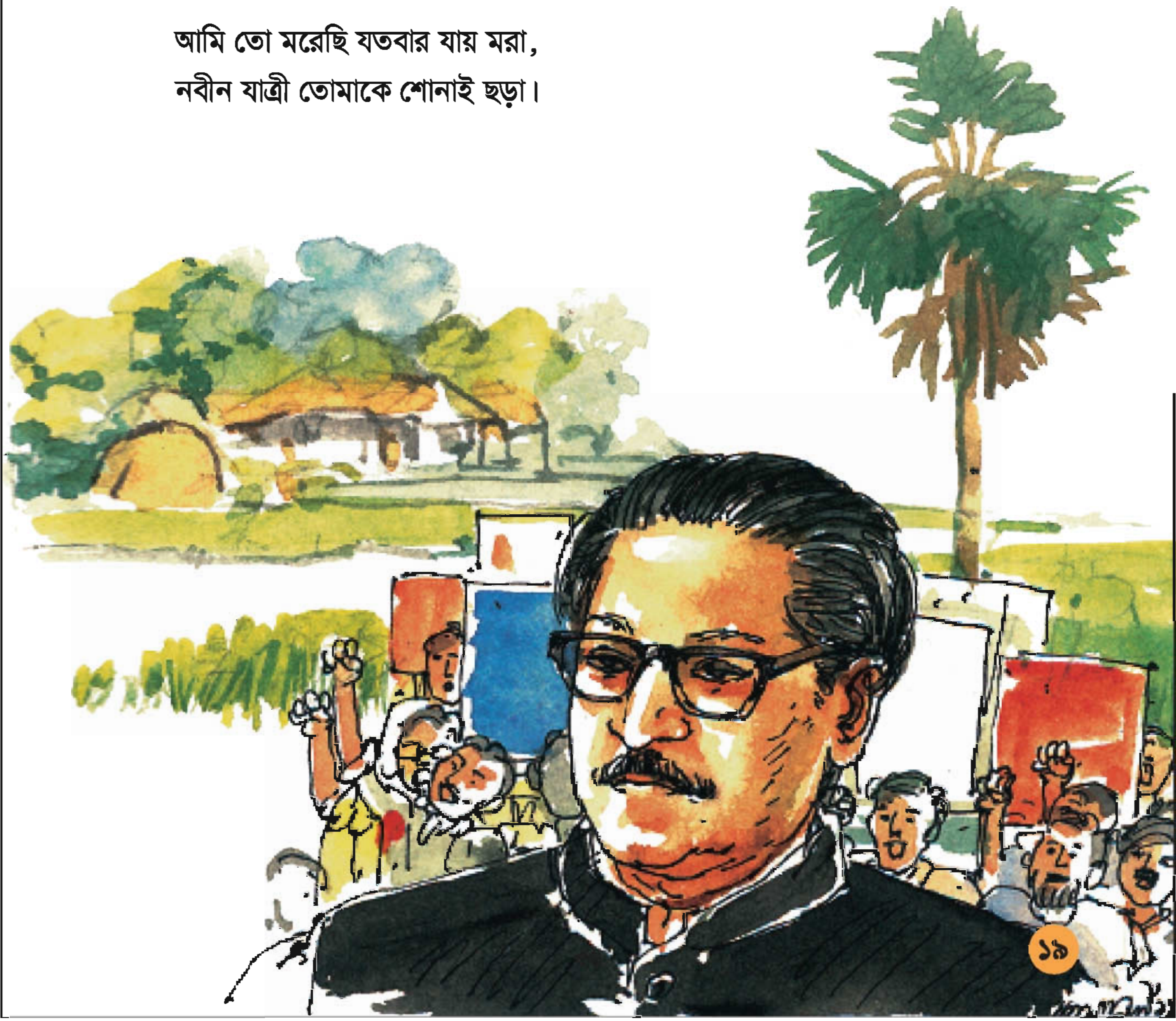

অনুশীলনী

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সোনার বাংলাদেশ	– প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলে সোনার বাংলা। আমরা সোনার বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করব।
সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি	– বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রুপালি ইলিশ।
যতবার যায় মরা	– বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বারবার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বারবার এসেছে।
নবীন যাত্রী	– যারা নতুন যুগের শিক্ষার্থী। আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্বপ্ন।
সবিশেষ মুজিবের	– এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।
মুক্তিপাগল	– এ দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।
সহস্র শহিদের	– মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ। শত-সহস্র শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলি কেন?

খ. এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?

গ. 'আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।' – বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ঘ. নবীন যাত্রী কারা?

ঙ. এ দেশ মুক্তিপাগলদের।– সেই মুক্তিপাগল কারা?

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

শেষ – শুরু

মরা – বাঁচা

নবীন – প্রবীণ

মুক্তি – বন্দি

৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লিখি।

ক. .... ফিরোজা রুপালি

রূপের নেই তো ....।

খ. .... তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ. এদেশ .... এদেশ ....

সবিশেষ ....।

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৬. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার এলাকায় যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করি।

সানাউল হক

কবি-পরিচিতি

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এ মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চাউড়ায়। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুক্তির ছড়া

সানাউল হক

পৃষ্ঠা (১৯–২১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠ বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠ বহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে। ২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে কবিতা আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এ কবিতাটির মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও এদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে ও পরে এ দেশের মানুষের ওপর হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের মরণ যন্ত্রণা ভোগের বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়েছে। এ দেশের দুঃখী মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। ভালোবেসে এ দেশের মানুষ তাকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকে। শত্রুদের কারাগারে তিনি বন্দী জীবনে অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাই বলা হচ্ছে, এ দেশ 'সবিশেষ' মহান নেতা শেখ মুজিবের। বাংলাদেশের মানুষের এটা মনে রাখা উচিত।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ১৯ তোমার বাংলা ... তোমাকে শোনাই ছড়া	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি (পোস্টারে বড় করে আঁকা)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
- এরপর শিক্ষক পোস্টারে বড় করে আঁকা উপকরণটি বোর্ডে ঝুলিয়ে পাঠ সম্পর্কে মানসিক সংযোগ সৃষ্টির জন্য নিচের প্রশ্নগুলো করে উত্তর জেনে নেবেন:
  - ছবিতে দেখা এই বড় মানুষটি কে?
  - তাঁর সম্পর্কে আমরা কোন গল্পে পড়েছি?
  - তাঁকে আমরা কী নামে ডাকি?
  - তাঁর সম্পর্কে কে বলতে পারবে?
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা 'বাংলার খোকা'কে নিয়ে খুব সুন্দর একটি কবিতা পড়ব।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৯ খুলতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ছবির বড় মানুষটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলবেন।
- পাঠের ছবিতে প্লেকার্ড হাতে, মুষ্টিবদ্ধ হাতের মানুষ ও এর ইতিহাস সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে শিক্ষক বলবেন।
- মুক্তিযুদ্ধ কবে, কোথায়, কখন, কীভাবে সংগঠিত হয়েছে তাও সংক্ষেপে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়ব তার নাম হলো 'মুক্তির ছড়া'। কবিতাটি লিখেছেন সানাউল হক।
- শিক্ষক বইয়ের ২১ পৃষ্ঠার কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে আবৃত্তি করে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার ('তোমার বাংলা .... শোনাই ছড়া'।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন-
  সোনার বাংলাদেশ, সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি, যতবার যায় মরা – কথাগুলো বুঝিয়ে বলবেন / ব্যাখ্যা করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ১৯ এদেশ আমার ... সহস্র শহিদের	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১ ২.১.২, ২.১.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন।

- কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
- ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ১৯ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার ('এদেশ আমার ....সহস্র শহিদের' ।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর শিক্ষক কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক গতকালের মতো জুটিতে বসে পুরো কবিতাটি সবাইকে কয়েকবার পড়তে বলবেন।
- পড়া শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক কবিতাটির মূলভাব আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন-
নবীন যাত্রী, সবিশেষ মুজিবের, মুক্তিপাগল, সহস্র শহিদের – কথাগুলো বুঝিয়ে বলবেন / ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। যেমন: মুক্তিপাগল। ক্ত – ক + ত। তিনি যুক্তাক্ষরগুলো দিয়ে তৈরি আরও কয়েকটি শব্দ বলবেন। যেমন– শক্তি, রক্ত ইত্যাদি। এভাবে সহস্র ও যাত্রী শিখাবেন। অর্থ ও বাক্য মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য প্রশ্ন করবেন। যেমন: আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে অনুশীলনী ৩-৪ করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।
- ৬নং অনুশীলনী করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ২০** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:

- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
  - কবিতার মূলভাব বলতে বলবেন।
  - ছোট উত্তরের প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২০ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বসতে বলবেন এবং কথাগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন ও পড়তে বলবেন।
- পড়াশেষে শিক্ষক প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে-
  - শব্দার্থ মুখে মুখে যাচাই করবেন।
  - শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
  - কবিতার মূলভাব নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
- মূল্যায়ন শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দার্থ ও শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা:** ২০-২১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শব্দার্থ মুখে মুখে যাচাই করবেন।
- শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২০ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না

বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বসতে বলবেন এবং প্রশ্নগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রথমে প্রশ্নগুলোর উত্তর বলতে বলবেন। শিক্ষক নিজে উত্তরগুলো বলে দেবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে প্রশ্ন করবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর শিক্ষার্থীরা নিজের বাড়িসহ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ২১** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ৩.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.১.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২১ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৭নং অনুশীলনীর কাজ কে কী করেছে তা দেখে দেবেন। প্রয়োজনে আরো আলোচনা করবেন।
- এ গল্পের পূর্বপরিকল্পিত কাজগুলো দেখে দেবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–০৬

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ লিখি।

ক. ক্ত ....

খ. স্র ....

গ. ত্রী ....

২. নিচের ঘর থেকে ঠিক অর্থটি নিয়ে ঠিক শব্দের পাশে লিখি।

যারা নতুন যুগের শিক্ষার্থী, এ দেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ

ক. মুক্তিপাগল ....

খ. নবীন যাত্রী ....

গ. সহস্র শহিদ ....

৩. বুঝিয়ে লিখি।

ক. সবিশেষ মুজিবের : ....

....

....

....

খ. সহস্র শহিদের : ....

....

....

....

আজকে আমার ছুটি চাই

শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাবা-মার কাজে সাহায্য করে। ওর বোনটা অনেক ছোট। শাহীন ছোট বোনের সাথেও খেলাধুলা করে। শাহীন নিয়মিত স্কুলে যায়। সেদিন স্কুলে যাওয়ায় সমস্যা হয়ে গেল। বাবা দূরে গেছেন কাজে, সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবেন না। এদিকে বোনটার অসুখ করল। এমন অবস্থায় শাহীন স্কুলে যায় কী করে?

শাহীন দুটি চিঠি লিখল। একটা চিঠি তার ক্লাসের বন্ধু শেখরকে, অন্যটা তার ক্লাসের স্যারকে। শাহীনের চিঠিটা স্যারকে পৌঁছে দেবে শেখর।

প্রথম চিঠিটা এরকম:

সফেদপুর
১১.০২.১৪২৩ সন

প্রিয় বন্ধু শেখর,

আমি আজ স্কুলে যেতে পারব না। আমার ছোট বোনটার খুব অসুখ। আর বাবাও বাড়ি নেই। কাল সন্ধ্যায় আসবেন। তুমি লতিফ স্যারকে চিঠিটা দেবে আর আমার বিপদের কথা বলবে। দিনের সব পড়া ভালো করে দেখবে ও লিখে নেবে। বাবা বাড়ি এলে তোমার কাছ থেকে আমি সব পড়া দেখে নেব। তোমার গল্পের বইটাও নিয়ে আসব।

আজকে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে খেলার বইটা নিতে ভুলবে না যেন।

ইতি
তোমার বন্ধু
শাহীন

বন্ধু শেখরকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে অপর পৃষ্ঠায় লিখল:

শেখরচন্দ্র সরকার
গ্রাম : আড়াইপাড়
(উত্তর পাড়া)

দ্বিতীয় চিঠিটা এ রকম:

বরাবর
প্রধান শিক্ষক
ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

শ্রদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম নেবেন। আজ আমি স্কুলে আসতে পারছি না। আমার ছোট বোন খুব অসুস্থ। আর বাবাও বাড়ি নেই। তিনি সন্ধ্যায় আসবেন।

তাই দয়া করে আজকে আমাকে ছুটি দেবেন। আমি সব পড়া শিখে কাল স্কুলে আসব। তার পরের দিন খেলায়ও থাকব।

ইতি
আপনার স্নেহের ছাত্র
শাহীন রহমান
চতুর্থ শ্রেণি
ক্রমিক নম্বর–০২

সফেদপুর
১১.০২.১৪২৩ সন

স্যারকে লেখা চিঠিটা ভাঁজ করে একটা খামে ভরল শাহীন।

খামের বাম পাশে লিখল:	খামের ডান পাশে লিখল:
প্রেরক	**প্রাপক**
শাহীন রহমান	জনাব লতিফ আহমদ খন্দকার
চতুর্থ শ্রেণি	প্রধান শিক্ষক
পিতা : বদিউর রহমান	ইছাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম : সফেদপুর	ডাকঘর : ইছাপুর
জেলা : ঢাকা	জেলা : ঢাকা
পোস্ট কোড : ১৩৪৫	পোস্ট কোড : ১৩৪৪

শাহীনের লেখা চিঠিটা পেয়ে শেখর সবকিছু ঠিকমতোই করেছিল। আর স্যারকে লেখা চিঠিটা পেয়ে তার শিক্ষক লতিফ সাহেবও ঠিকই জেনে গিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তিনি তার চিঠিটার গায়ে ছুটির কথা লিখে দিয়ে সই করলেন। শেখরকেও স্যার জানিয়ে দিলেন যে, শাহীনকে একদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আমরা প্রয়োজনে এই রকম চিঠি লিখে জরুরি কাজ ও সমস্যা মোকাবিলা করতে পারি। চিঠি লেখার অভ্যাস করতে হয়। জানতে হয় কোন চিঠি কখন, কাকে এবং কীভাবে লিখতে হবে।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ক. চিঠি কয়েক রকম হতে পারে। যেমন–ব্যক্তিগত চিঠি, পারিবারিক চিঠি, নিমন্ত্রণপত্র, ব্যবসায়িক চিঠি, দাপ্তরিক চিঠি, অনুরোধপত্র বা আবেদনপত্র ইত্যাদি।

খ. চিঠির মধ্যে সাধারণত কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন–

১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ

২. সম্বোধন বা সম্ভাষণ

৩. মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)

৪. বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)

৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা

৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা

গ. চিঠি চলিত ভাষাতেই লেখা উচিত।

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. শাহীন কেন চিঠি লিখেছিল?

খ. শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখেছিল?

গ. বন্ধু শেখরকে কেন শাহীন চিঠি লিখেছিল?

ঘ. চিঠি লেখার ফলে শাহীনের কী লাভ হয়েছিল?

ঙ. চিঠিতে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ করি।

চিঠির প্রথম অংশ ....। দ্বিতীয় অংশ......................................।

তৃতীয় অংশ.......................................। চতুর্থ অংশ ....।

পঞ্চম অংশ ....। ষষ্ঠ অংশ ....।

৪. পত্র লিখি

ক. দাদুর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখি।

খ. পাশের স্কুলের সাথে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলা দেখার জন্য চতুর্থ শ্রেণির পক্ষ থেকে ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটা আবেদন পত্র লিখি।

৫. লিখল, দেবে, করছে, দেখবে, আসব, পারছি, লিখব, করলেন, জানতে – এগুলো সবই চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ, যার দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝায়।

আজকে আমার ছুটি চাই
(পৃষ্ঠা ২২–২৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নিজের লেখা ও অন্যের লেখা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত পড়তে পারবে।	৩.১.১ নিজের লেখা চিঠি পড়তে পারবে। ৩.১.২ অন্যের লেখা চিঠি পড়তে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে।

১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারবে।	৪.১.১ সহজ ভাষায় চিঠি লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

ইছাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শাহীন নিয়মিত স্কুলে যায়। একদিন ও হঠাৎ এক সমস্যায় পড়ল। কারণ ছোট বোন বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভাই শাহীনকেই বোনের কাছে থাকতে হবে। কিন্তু তাতে তার স্কুলে যাওয়া হবে না। ক্লাশ করা হবে না। তাই শাহীন চিন্তা করল, তার বন্ধুকে দিয়ে শিক্ষকের কাছে এই সমস্যার কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখবে। তার বন্ধু শিক্ষককে চিঠি দেওয়ার সময় কী বলবে, সেটা জানিয়েও সে বন্ধুকে চিঠি লিখল। এই চিঠি লেখা নিয়েই এই পাঠ।

পাঠ বিভাজন : ৮

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ২২ শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে ... পৌঁছে দেবে শেখর।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ২২ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ২২ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে? ছেলেটি কী করছে? কী লিখছে তোমরা কে কে আন্দাজ করে বলতে পারবে? এরপর শিক্ষক বলবেন, ছেলেটি চিঠি লিখছে। তোমরা কে কে বলতে পারবে চিঠি কেন লেখা হয়? এরপর শিক্ষক চিঠি লেখার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা চিঠি নিয়ে একটি গল্প পড়ব।

- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন "আজকে আমার ছুটি চাই"।
- শিক্ষক পুরো গল্পটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে একবার পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "আজকে আমার ছুটি চাই" গল্পের ('শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে . . . . পৌঁছে দেবে শেখর') পযর্ন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে আর কী কাজ করে?
  - শাহীনের স্কুলে যাওয়ায় সমস্যা হলো কেন?
  - শাহীনের বাবা কোথায় গেছেন?
  - শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখল?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন। স্কুলে, সন্ধ্যা, অবস্থা, বন্ধু, ক্লাস যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ২২-২৩ প্রথম চিঠিটা এ রকম: ... গ্রাম : আড়াইপাড় (উত্তর পাড়া)	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ঠিকানা লেখা খামসহ একটি চিঠি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **লেখা :** ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
  - শাহীন লেখাপড়ার ফাঁকে আর কী কাজ করে?
  - শাহীনের স্কুলে যাওয়ায় সমস্যা হলো কেন?
  - শাহীনের বাবা কোথায় গেছেন?
  - শাহীন কাকে কাকে চিঠি লিখল?

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর বাড়ি থেকে আনা চিঠিটা শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং বলবেন আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সাথে যোগাযোগের জন্য চিঠি লেখা হয়। এরপর শিক্ষক চিঠি লেখার নিয়ম বলবেন। যেমন, যেখান থেকে লিখল সে জায়গার নাম, তারিখ উপরে ডান দিকে লিখতে হয়। তারপর যাকে লিখবে, তাকে সম্বোধন করে লেখা, এরপর মূল তথ্য লেখা, যে লিখল তার নাম লেখা। শিক্ষক চিঠিতে বিষয়গুলো নির্দেশ করে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং বলবেন। এরপর খাম দেখিয়ে খামের উপরে কার ঠিকানা কোথায় লিখতে হয় তা দেখাবেন এবং পড়ে শোনাবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৩ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কিনা তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "আজকে আমার ছুটি চাই" গল্পের ('প্রথম চিঠিটা এ রকম: .... গ্রাম : আড়াইপাড় (উত্তর পাড়া)') পযর্ন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন এবং উপরের বিষয়গুলো পাঠের সাথে মিলিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের আগের নিয়মে জোড়ায় বসে পাঠটি পড়তে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিশুদের যথা নিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিশুদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক গতকালের বাড়ির কাজ দেখে দেবেন।
- শিক্ষক শিশুদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - শাহীন প্রথম চিঠিটা কাকে লিখল?
  - শেখরকে সে কী লিখল?
  - স্কুল লাইব্রেরি থেকে শেখরকে কী আনতে বলল?
  - চিঠিতে আমরা কয়টি অংশ দেখতে পাচ্ছি?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- শাহীনের মতো সবাইকে বন্ধুর কাছে একটি করে চিঠি লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ২৩ দ্বিতীয় চিঠিটা এ রকম: ... ক্রমিক নম্বর ০২	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **লেখা :** ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে বাড়ি থেকে লিখে আনা চিঠি পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৩ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "আজকে আমার ছুটি চাই" গল্পের ('দ্বিতীয় চিঠিটা এ রকম:............. ক্রমিক নম্বর ০২') অংশটুকু পড়ব।.
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
  শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
  দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - শাহীন দ্বিতীয় চিঠিটা কাকে লিখল?
  - শাহীন কেন প্রধান শিক্ষককে চিঠি লিখল?
  - কয়দিনের ছুটি চেয়ে চিঠি লিখল?
  - শাহীনের স্কুলের নাম কী?
  - শাহীন কোন শ্রেণির ছাত্র?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- শাহীনের মতো সবাইকে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি করে চিঠি লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ২৪** স্যারকে লেখা চিঠিটা ... কীভাবে লিখতে হবে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **লেখা :** ৪.১.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শাহীন দ্বিতীয় চিঠিটা কাকে লিখল?
  - শাহীন কেন প্রধান শিক্ষককে চিঠি লিখল?
  - কয়দিনের ছুটি চেয়ে চিঠি লিখল?
  - শাহীনের স্কুলের নাম কী?
  - শাহীন কোন শ্রেণির ছাত্র?
- এছাড়া গতকালের বাড়ির কাজ দেখাবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৪ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "আজকে আমার ছুটি চাই" গল্পের ('স্যারকে লেখা চিঠিটা........... কীভাবে লিখতে হবে') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে, অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষক যুক্তবর্ণগুলো বোর্ডে ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লিখাবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - স্যারকে লেখা চিঠিটা শাহীন কী করল?
  - খামের ওপরে কী লিখল?
  - খামের কোন পাশে কার ঠিকানা লিখল?
  - স্যার চিঠিটা পেয়ে কী করলেন?
  - চিঠির মাধ্যমে আমরা কী করতে পারি?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুর্বপাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে বলবেন।
- খামের ওপরে কীভাবে ঠিকানা লিখতে হয় তা লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ২৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ঠিকানা লেখা খাম **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ৪.১.১, ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখতে দেবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর 'জেনে নিই' অংশটুকু পড়বেন এবং শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন: (ক) নং এর ব্যক্তিগত চিঠি কী, পারিবারিক চিঠি কী, নিমন্ত্রণপত্র কী .... ইত্যাদি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝল কি না তা প্রশ্ন করে করে জেনে নেবেন।
- এরপর (খ)-এর চিঠির কয়টি অংশ এবং কী কী তা বুঝিয়ে বলবেন এবং বইয়ে অংশগুলো দেখাবেন। বাড়ি থেকে আনা ঠিকানা লেখা খামটি দেখিয়ে খামের কোন পাশে কার ঠিকানা লিখতে হয় এবং কী কী লিখতে হয় তা বলবেন।
- এরপর চিঠি কোন ভাষায় লিখতে হয় তা বলবেন। প্রয়োজনে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য বুঝিয়ে বলবেন।

- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর ক ও খ নং অংশটুকু বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ২৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.২, ৪.১.১, ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২এর (ক) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২ এর (খ – ঙ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ২৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ৪.১.১, ৪.১.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর (ক) নং নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা লেখাশেষে এক এক করে সামনে এসে সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাবে।
- একইভাবে ৪-এর (খ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- এরপর ৫ নং অনুশীলনীটি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ–০৮

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. সঠিক বাক্যটি দাগ টেনে মিলাই।

চিঠির প্রথম অংশ	সম্বোধন বা সম্ভাষণ
চিঠির দ্বিতীয় অংশ	মূল বক্তব্য (ভেতরে যে কথাগুলো থাকে)
চিঠির তৃতীয় অংশ	প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) নাম ও ঠিকানা
চিঠির চতুর্থ অংশ	যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে, সে জায়গার নাম, ঠিকানা ও তারিখ
চিঠির পঞ্চম অংশ	প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা
চিঠির ষষ্ঠ অংশ	বিদায় সম্ভাষণ (পত্রের ইতি টানা)

২. আমার পরিবারের কুশলাদি জানিয়ে আমার মামার কাছে একটি পারিবারিক চিঠি লিখি।

৩. আমার বড় বোনের বিবাহ উপলক্ষে ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদনপত্র লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা

১৯৭১ সালের ২৬ এ মার্চ। অবিস্মরণীয় সেই সময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ। বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার মরণপণ যুদ্ধে। সারা বাংলাদেশ তখন রণক্ষেত্র। হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যেভাবেই হোক পরাজিত করতে হবে। শত্রুমুক্ত করতে হবে এই প্রিয় বাংলাদেশকে। বাংলাদেশ অর্জন করবে স্বাধীনতা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব পেশার মানুষ যোগ দিচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে। এঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা, গঠিত হয়েছে মুক্তিবাহিনী। এঁদের সবাই জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের অনেকেই শহিদ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সাতজনকে অসীম সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্র বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করে। এই বীরশ্রেষ্ঠরা হলেন– মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহম্মদ রুহুল আমিন, মতিউর রহমান, মুন্সী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এখানে আমরা তিনজন বীরশ্রেষ্ঠর কথা জানব।

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ। একজন মুক্তিযোদ্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারঘরিয়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে বের হয়ে রেহাইচরের কাছ দিয়ে নৌকায় করে মহানন্দা নদী পার হন। তারপর অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের বাঙ্কারে আক্রমণ চালান। ধ্বংস করেন তাদের সুরক্ষিত বাঙ্কার। পাকিস্তানি সেনাদের ঘাঁটিতে এ খবর পৌঁছালে তারা অধিকসংখ্যক সৈন্য এনে পাল্টা আক্রমণ চালায়। সাহসী যোদ্ধা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেন। পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। আকস্মিকভাবে পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে তাঁর কপালে লাগে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। এই খবর বারঘরিয়া মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছালে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাদের উপর মরণপণ আক্রমণ চালান। ওই দিনই তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর হানাদার মুক্ত করেন।

শহিদ হলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বীরের রক্তে রঞ্জিত হলো বাংলার মাটি। করা অসীম সাহসী এই বীরের নাম ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম ১৯৪৯ সালের ৭ই মার্চ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহিমগঞ্জ গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা চারজন ৩রা জুলাই তারিখে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানের শিয়ালকোট হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে দিল্লি হয়ে কলকাতায় পৌঁছান। চারজন বীর সেনাকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে পাঠানো হয় ৭ নম্বর সেক্টরে। সেখান থেকে তিনি মালদহ জেলার মেহেদিপুর মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি এই সাব-সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর সাহস ও ক্ষিপ্রতার কারণে আক্রমণের ধারা ছিল ভিন্ন। বেশ অনেকগুলো অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুসেনাদের খতম করেছেন তিনি। সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামান তাঁর বইয়ে লিখেছেন, 'মহিউদ্দীন ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমিক এবং যোগ্য সেনানায়ক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মেহেদিপুর সাব-সেক্টরের চেহারা পাল্টে গেল।' বিজয় দিবসের দুই দিন আগে এই অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হন।

জাহাঙ্গীরের মতোই ভাবনা ছিল বৈমানিক মতিউর রহমানের। তিনিও চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে যুদ্ধবিমান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। পাকিস্তানি বিমানবাহিনীতে মতিউর ছাত্রদের বিমান প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর একজন ছাত্রের নাম ছিল রশিদ মিনহাজ। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, মিনহাজ যেদিন বিমান নিয়ে আকাশে উড়বে, সেদিন মিনহাজের কাছ

থেকে বিমানটি ছিনিয়ে ভারতে যাবেন। নোটিশ বোর্ডে টানানো ফ্লাইট শিডিউল দেখে তিনি জেনেছিলেন আগস্ট মাসের ২০ তারিখে মিনহাজ আকাশে উড়বে। সেদিন তিনি গাড়ি নিয়ে রানওয়ের পূর্ব দিক চলে যান। মতিউর দেখতে পান মিনহাজ টি–৩৩ বিমান চালিয়ে সামনের দিকে আসছে। তিনি বিমানের সামনে গিয়ে ওকে থামতে বলেন। মিনহাজ থামে এবং বিমানের উপর ঢাকনা খুলে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তা জানতে চায়। সুযোগ পেয়ে মতিউর লাফ দিয়ে বিমানে ওঠেন। আগেই রুমালে ক্লোরোফরম মাখিয়ে এনেছিলেন তিনি। মিনহাজের নাকে রুমাল চেপে ধরতেই সে অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই মিনহাজ কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর পাঠায় যে বিমানটি হাইজ্যাক হয়েছে। মতিউর রহমান খুব নিচু দিয়ে অনেকটা আসার পরে মিনহাজের জ্ঞান ফিরে। সে বিমানটিকে ফেরানোর জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে। বিমানটি পাকিস্তানের থাট্টায় বিধ্বস্ত হয়। বিধ্বস্ত বিমানের বাইরে পড়ে ছিল মতিউরের প্রাণহীন দেহ। পরে তাঁকে বিমানঘাঁটিতে কবর দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় ঢাকার মিরপুরের শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

১৯৪১ সালে ঢাকায় মতিউর জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ছিলেন পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।

মুক্তিযুদ্ধের আরেক অসীম সাহসী যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান। ১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার খর্দ খালিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দুঃসাহসিক এক যুদ্ধে তিনি জীবন দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৮ এ অক্টোবর। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নেন, গুরুত্বপূর্ণ এই ফাঁড়িটি দখল করতে হবে। দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। নেতৃত্ব দেবেন তরুণ সিপাহি হামিদুর রহমান। তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেন। রাতের আঁধারে অত্যন্ত সাবধানে তাঁরা গ্রেনেড ছুড়ে শত্রুর বাঙ্কার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু তখনই শত্রুর পুঁতে রাখা একটা মাইন বিস্ফোরিত হয়। পাকিস্তানি সেনারা সতর্ক হয়ে যায়। দুই পক্ষে বেধে যায় তুমুল যুদ্ধ।

সিপাহি হামিদুর রহমান

হামিদুরের সঙ্গে শুধু একটা রাইফেল আর দুটো গ্রেনেড। নির্ভুল নিশানায় তিনি প্রথম গ্রেনেডটা ছোড়েন। শত্রুর আক্রমণকে স্তব্ধ করে দেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ছোড়ার মুহূর্তে শত্রুর মেশিনগানের গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। শহিদ হন এই অকুতোভয় বীর। সিপাহি হামিদুরকে প্রথমে ত্রিপুরার আমবাসা ইউনিয়নের হাতিমারাছড়া গ্রামে সমাহিত করা হয়। ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনা হয় বাংলাদেশে। পরদিন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

তিনজন বীরশ্রেষ্ঠের কথা জানলাম আমরা। এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা। তাঁদের মতো অনেকের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বীরদের মহান আত্মত্যাগের মর্যাদা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

বীরশ্রেষ্ঠ বাঙ্কার বীরগাথা ধূলিসাৎ রণক্ষেত্র মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ
অতিক্রম বিধ্বস্ত হওয়া দুঃসাহসিক বিস্ফোরণ মেশিনগান অকুতোভয়

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক) বীরশ্রেষ্ঠরা কেন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন?

খ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন – বর্ণনা করি।

গ. যুদ্ধবিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে গেলে মতিউরের কী ঘটেছিল?

ঘ. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান যে অসীম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তার বর্ণনা দিই।

ঙ. এক মহান বীরগাথার রচয়িতা তাঁরা – ব্যাখ্যা করি।

৩. তারিখবাচক শব্দ শিখি।

লেখাটিতে আছে '১৯৫৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি' – এখানে ব্যবহৃত '২রা' শব্দটি হলো তারিখবাচক শব্দ। এরকম ১০ পর্যন্ত বলতে ও লিখতে হয় এভাবে :

১লা	(পহেলা)	৬ই	(ছয়ই)
২রা	(দোসরা)	৭ই	(সাতই)
৩রা	(তেসরা)	৮ই	(আটই)
৪ঠা	(চৌঠা)	৯ই	(নয়ই)
৫ই	(পাঁচই)	১০ই	(দশই)

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বাংলাদেশের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন?

১. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

২. বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৩. হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী

৪. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

খ. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন?

১. মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়েছিলেন

২. ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন

৩. গ্রেনেড ছুড়েছিলেন

৪. বিমান থেকে আক্রমণ করেছিলেন

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ কতজন?

১. ৩ জন
২. ৫ জন
৩. ৭ জন
৪. ৯ জন

ঘ. মতিউর রহমানের বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়েছিল?

১. ভারতের শ্রীনগরে
২. পাকিস্তানের থাট্টায়
৩. বাংলাদেশের মেহেরপুরে
৪. ভারতের ত্রিপুরায়

ঙ. কমলগঞ্জ থানার ধলই সীমান্ত ফাঁড়িটি দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

১. হামিদুর রহমান
২. মতিউর রহমান
৩. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
৪. মোস্তফা কামাল

৫. বড়দের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানার চেষ্টা করি ও তা শুনে এসে বন্ধুদের কাছে বলি।

৬. নিচের ছবিটি অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার ভাবনা লিখে জানাই।

বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা
(পৃষ্ঠা ২৬–৩১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।

	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৪ পঠিত গল্পের বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি পাঠ। নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য দুঃসাহসিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন,তাঁরা বীর। নিজের জীবন দিয়ে তাঁরা দেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন, স্বাধীন করেছেন। আর বীরত্বে যাঁরা সবার সেরা,তাঁরাই হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ– মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মোস্তফা কামাল, হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মতিউর রহমান, মুন্সী আবদুর রউফ এবং নূর মোহাম্মদ শেখ। এই বীরদের মধ্যে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মতিউর রহমান ও হামিদুর রহমানের জীবন ও যুদ্ধে তাঁদের দুঃসাহসিক ও দুর্ধর্ষ কিছু অভিযানের গল্প বর্ণিত হয়েছে এই পাঠে। বাংলাদেশের বীরশ্রেষ্ঠ এই বীর সন্তানেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রচনা করেছেন বীরত্বের গল্প, বীরের গল্প।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ২৬ ১৯৭১ সালের ... মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠার ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ২৬ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ ছবিটি দেখে তোমাদের কী মনে হচ্ছে? ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধের কথা আলোচনা করবেন। শিক্ষক জানতে চাইবেন

কে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন? মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে? ছাব্বিশে মার্চকে কোন দিবস বলা হয়? ইত্যাদি।

- এরপর শিক্ষক বলবেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক মানুষ তাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা হলেন বীর, আর বীরদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ,তাঁরা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ। আর বীরদের নিয়ে যে কাহিনী তা হলো বীরগাথা।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজকে আমরা যে গল্পটি পড়ব তার নাম হলো "বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা"। শিক্ষক গল্পের নাম
- বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক পুরো গল্পটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে একবার পড়ে শোনাবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা" গল্পের (১৯৭১ সালের ... মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - কার আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল?
  - কত সালে এ ঘটনাটি ঘটেছিল?
  - মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর নাম কী?
  - 'বীরশ্রেষ্ঠ' কারা?
  - বীরশ্রেষ্ঠদের নাম বল।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন। রাষ্ট্র, বীরশ্রেষ্ঠ, অবিস্মরণীয়, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ২৭ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম... তিনি শহিদ হন	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠার ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - কে শহিদ হলেন?
  - কেন শহিদ হলেন?
  - কীভাবে শহিদ হলেন?
  - কার ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে?
  - ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ কারা?
  - বীরশ্রেষ্ঠদের নাম বল?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৭ খুলতে বলবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা “বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা” গল্পের (‘মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের জন্ম.........তিনি শহিদ হন’) পযর্ন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলবেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এরপর বলবেন আজ আমরা এই বীর সম্পর্কে জানব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।

- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - তিনি কোথায় চাকরি করতেন?
  - তিনি কীভাবে শহিদ হলেন?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন। ক্যাম্প, ক্ষিপ্রতা, বাঙ্কার, রঞ্জিত ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ২৭** জাহাঙ্গীরের মতোই ... ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - তিনি কোথায় চাকরি করতেন?
  - তিনি কীভাবে শহিদ হলেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৭ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা" গল্পের ('জাহাঙ্গীরের মতোই .... ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠার মতিউর রহমানের ছবিটি দেখতে বলবেন এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এরপর বলবেন আজ আমরা এই বীর সম্পর্কে জানব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।

শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।

- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - মতিউর রহমান কী ছিলেন?
  - তিনি কীভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
  - তিনি কেন শেষ পযর্ন্ত পেরে উঠলেন না?
  - বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়?
  - বর্তমানে তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
  - মতিউর রহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কোথায় চাকরি করতেন?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- গত তিন দিনের পাঠে যেসব যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ আছে তা লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ২৮** মুক্তিযুদ্ধের আরেক ... তুমুল যুদ্ধ।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মতিউর রহমান কী ছিলেন?
  - তিনি কীভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?
  - তিনি কেন শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলেন না?
  - বিমানটি কোথায় বিধ্বস্ত হয়?
  - বর্তমানে তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
  - মতিউর রহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কোথায় চাকরি করতেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৮ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা" গল্পের ('মুক্তিযুদ্ধের আরেক .... তুমুল যুদ্ধ।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠার হামিদুর রহমানের ছবিটি দেখতে বলবেন এবং তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করবেন। এরপর বলবেন, আজ আমরা এই বীর সম্পর্কে জানব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। এ সময়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের করা পরিকল্পিত কাজ দেখে দেবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমনঃ
  - হামিদুর রহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - সিপাহি হামিদুর রহমানকে কিসের নেতৃত্ব দেওয়া হয়?
  - পাকিস্তানি সেনারা কেন সর্তক হয়ে গেল?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ২৮** হামিদুরের সঙ্গে ... অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।	**উপকরণঃ** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়ঃ** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ১.৩.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - হামিদুর রহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - সিপাহি হামিদুর রহমানকে কিসের নেতৃত্ব দেওয়া হয়?
  - পাকিস্তানি সেনারা কেন সর্তক হয়ে গেল?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৮ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "বীরশ্রেষ্ঠর বীরগাথা" গল্পের ('হামিদুরের সঙ্গে . . . . অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।') পর্যন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পুরো গল্পের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - হামিদুর রহমান কীভাবে শহিদ হলেন?
  - কত সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়?
  - পুনরায় তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।
- অনুশীলনী ১-এর শব্দার্থ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা: ২৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, লেখা : ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - হামিদুর রহমান কীভাবে শহিদ হলেন?
  - কত সালে তাঁর দেহাবশেষ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়?
  - পুনরায় তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৯ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝলতা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর (ক) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২-এর (খ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - শব্দার্থ জিজ্ঞেস করবেন।
  - শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
  - প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞেস করবেন।
- এছাড়া গতকালের পাঠ থেকে দুই / তিন লাইনের অনুচ্ছেদ লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর ক ও খ নং প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ২৯ অনুশীলনী	উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক পাঠের আলোচ্য বিষয়: অনুশীলনী	শিখনফল শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, লেখা : ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৯ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর (গ) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২-এর (ঘ ও ঙ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এছাড়া গল্প থেকে দুই/তিন লাইনের অনুচ্ছেদ লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর গ-ঙ প্রশ্নোত্তর খাতায় লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ২৯-৩১ অনুশীলনী	উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক পাঠের আলোচ্য বিষয়: অনুশীলনী	শিখনফল শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, লেখা : ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ২৯ খুলতে বলবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক একইভাবে অনুশীলনী ৪-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩১ পৃষ্ঠার অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। এরপর কাজটি বাড়ি থেকে করে আনতে বলবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। এছাড়া গল্প থেকে দু / তিন লাইনের অনুচ্ছেদ লেখাতে পারেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর খাতায় লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৯ **পৃষ্ঠা: ২৯-৩১** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, **লেখা :** ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে বড়দের কাছ থেকে যা জেনেছে তা বলতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩১ খুলতে বলবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নিজের অনুভূতি

খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- লেখা শেষে এক এক করে সামনে এসে সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১০
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. সঠিক বাক্যটি দাগ টেনে মিলাই।

শব্দ	শব্দার্থ
ক্রলিং	নিজের আয়ত্তে আনা
রণক্ষেত্র	কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাড়িয়ে যাওয়া
নিয়ন্ত্রণ	যুদ্ধের স্থান
অতিক্রম	চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া
অকুতোভয়	ভয় নেই যার

এবার উপরের ছক থেকে ঠিক শব্দটি নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করি।

ক. মতিউর পরিকল্পনা অনুসারে বিমানটি নিজের .... নিতে চাইলেন।

খ. স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকেরা ছিলেন ....।

গ. তারা খুব সাবধানে রাস্তাটি .... করলেন।

ঘ. .... করা খুব কঠিন কাজ।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশই হয়েছিল ....।

২. বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে আমার নিজের মতো করে পাঁচটি বাক্য লিখি।

....

....

....

....

....

মহীয়সী রোকেয়া

সে অনেক কাল আগের কথা। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রাম। সেই গ্রামেই জন্ম হলো এক ফুটফুটে শিশুর। নাম তার রোকেয়া। রোকেয়ার দুই বোন আর দুই ভাই। বাবা জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারি তখন পড়তির দিকে। আগের অবস্থা আর নেই।

মহীয়সী রোকেয়া

রোকেয়ার সকালে ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে। পাখিদের তো ডানা আছে। পাখিরা উড়তে পারে। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে। কিন্তু রোকেয়ার তো কোথাও যাবার অনুমতি নেই। ঘরের বাইরে তো দূরের কথা, কারো সামনে যাওয়াও নিষেধ। এমনকি সে যদি মেয়ে হয়, তার সামনেও নয়।

একবার হলো কী, কয়েকজন মেয়ে-আত্মীয় রোকেয়াদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। রোকেয়ার বয়স তখন পাঁচ বছর। চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রোকেয়ার তো খুশি হবার কথা। কিন্তু তাকে কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হলো। কারো সামনে, সে ছেলে হোক বা মেয়ে, আসাই ছিল নিষিদ্ধ। মেয়েদের যে এভাবে চলতে হতো, একেই বলে অবরোধ প্রথা। অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আটকে থাকা। শুধু মেয়ে হবার কারণে রোকেয়াকে এভাবে কাটাতে হতো বন্দিজীবন। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ারও চল ছিল না।

আসলে মুসলমান মেয়েদের তখন স্কুলে যেতেই দিতেন না অভিভাবকরা। রোকেয়া স্কুলে যাবেন কী করে? লেখাপড়াই-বা শিখবেন কীভাবে?

কিন্তু তিনি তো দমবার পাত্রী নন। বাড়িতে কোরাআন পড়া শিখলেন। উর্দুও শিখেছিলেন। কিন্তু বাংলা শেখার জন্যে তাঁর মন ছটফট করতে লাগল। রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের। করিমুন্নেসা তাঁর বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। ভাই-বোন দুজনেই রোকেয়াকে খুবই স্নেহ করতেন। এই ভাই-বোনের কাছেই রোকেয়ার যত আবদার। রোকেয়ার লেখাপড়া করার কী অদম্য আগ্রহ! বড় বোনের কাছে

তিনি বাংলা শিখলেন। সেই লেখাপড়াটা ছিল আরেক যুদ্ধ। রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন। বাবা-মা তখন গভীর ঘুমে। সারা বাড়ি নিঝ্‌ঝুম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রোকেয়া বই খুলে বসেছেন। এ বই সে বই থেকে ভাই সাবের তাকে পাঠ দিচ্ছেন। জ্ঞানের জন্যে তৃষ্ণার্ত বোন রোকেয়া শিখছেন কতো কিছু। রাতের পর রাত এভাবেই কেটে গেছে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে ভোর হয়ে গেছে। লুকিয়ে লুকিয়ে এভাবেই পড়া শিখেছেন রোকেয়া।

আসলে সেই সময়টা ছিল এমনই। মেয়েদের না ছিল লেখাপড়ার অধিকার, না ছিল বাইরে কোথাও বেরোবার স্বাধীনতা। সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো খুব অল্প বয়সে। এভাবেই বড় বোন করিমুন্নেছার চৌদ্দ বছর বয়সে

বিয়ে হয়ে গেল।

রোকেয়ার বিয়ে হলো ষোলো বছর বয়সে। স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। সরকারি চাকুরে। এবার স্বামীর নামানুসারে তাঁর নাম হলো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পালা। স্বামীর বাড়ি ভাগলপুর পৌঁছে দেখলেন বাড়িতে সবাই উর্দুতে কথা বলেন। রোকেয়াও উর্দুতে কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় কথা না বললে কী মনের সাধ মেটে? বাংলা ভাষাকে তিনি একদিনের জন্যও ভুলে থাকতে পারেননি।

বিয়ের মাত্র দশ বছর পর রোকেয়ার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যু হলো। এবার শুরু হলো রোকেয়ার আরেক জীবন। মুসলমান মেয়েরা তখন অনেক পিছিয়ে। লেখাপড়া করার স্কুল নেই। মৃত্যুর আগে স্বামী কিছু অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কলকাতায় স্বামীর নামে তিনি মেয়েদের একটা প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। শুরুতে এই স্কুলের ছাত্রী ছিল মাত্র পাঁচজন। কিন্তু আস্তে আস্তে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে থাকল। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন মুসলমান মেয়েরা এত পিছিয়ে আছে। কতো কথা তাঁর মনে, কতো কিছু বলবার ইচ্ছা। এবার তিনি বাংলা ভাষায় শুরু করলেন লেখালেখি। মনের কথা, মনের ভাবনা সব তুলে ধরলেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বই হলো–'মতিচুর', 'অবরোধবাসিনী' ও 'পদ্মরাগ'।

ছোটবেলাতেই দেখেছিলেন, মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। পড়ালেখা করার অধিকার নেই। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সারা জীবন মেয়েরা আর কিছুই করতে পারে না। বাইরে কাজ করবার অধিকার তারা পায় না। পড়ালেখা করে ছেলেরা। বাইরে কাজ করে। মেয়েরাও যে মানুষ, সে-কথাই তারা প্রায় ভুলে যায়। রোকেয়া বুঝেছিলেন, ছেলেদের যে অধিকার, মেয়েদেরও তো সেই অধিকার থাকবার কথা।

রোকেয়া বলেছেন, গরুর গাড়ির থাকে দুটো চাকা। গাড়ি চলতে হলে চাকা দুটোকে সমান হতে হবে। একটা ছোট আরেকটা বড় হলে সেই গাড়ি চলবে না। মেয়ে আর ছেলে হচ্ছে সেরকমই। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যদি পিছিয়ে থাকে সেই সমাজের কোনোদিন উন্নতি হতে পারে না। তিনিই প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, লড়াই করেছিলেন।

রোকেয়া ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নারীজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জমিদার বন্দি চিলেকোঠা স্নেহ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা লেখালেখি উন্নতি
সমাজ অধিকার লড়াই নারীজাগরণ অগ্রদূত মহীয়সী চিরস্মরণীয়

২. নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. বেগম রোকেয়া কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
খ. বাড়িতে লোক এলে রোকেয়া কোথায় কোথায় লুকিয়ে থাকতেন?
গ. পড়ালেখার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
ঘ. রোকেয়া কখন পড়াশোনা করতেন? কীভাবে করতেন?
ঙ. সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
চ. রোকেয়াকে কেন নারীজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
ছ. নারীশিক্ষা কেন প্রয়োজন? বুঝিয়ে বলি?

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

অগ্রদূত অধিকার প্রতিষ্ঠা অদম্য অবরোধ

৪. এক কথায় প্রকাশ করি।

এই লেখায় "রোকেয়ার পড়াশোনা করার কী অদম্য আগ্রহ!" – এ রকম একটা বাক্য রয়েছে। এই বাক্যে ব্যবহৃত 'অদম্য' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যে কোনো কিছুতে দমে না।' শব্দটি অনেকগুলো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এরকম আরও কিছু শব্দ শিখি।

অনেকের মধ্যে	–	অন্যতম।
জানার ইচ্ছা	–	জিজ্ঞাসা।
আকাশে যে চরে	–	খেচর।
বিদ্যা আছে যার	–	বিদ্বান।
ভাতের অভাব যার	–	হাভাতে।
মহান যে নারী	–	মহীয়সী।

৫. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

জ্ঞান	জ্ঞ	জ্	ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান
উন্নতি	ন্ন	ন্	ন	অন্ন, ভিন্ন, নবান্ন

৬. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে	ষোলো বছর বয়সে।
অবরোধ মানে বাড়ির নির্দিষ্ট	মতিচুর, অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।
রাত গভীর হলে ভাইয়ের কাছে	রোকেয়ার জন্ম।
রোকেয়ার বিয়ে হলো	নারীজাগরণের অগ্রদূত।
তাঁর লেখা বইগুলো হলো–	শুরু হতো তার জ্ঞানার্জন।
মহীয়সী রোকেয়া	গন্ডির মধ্যে আটকে থাকা।

৭. স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া কী কী কাজ করতে শুরু করলেন তা সংক্ষেপে লিখি।

৮. রোকেয়ার জীবনী থেকে আমি কী শিখলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

মহীয়সী রোকেয়া
(পৃষ্ঠা ৩২–৩৬)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।

১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি জীবনীবিষয়ক একটি পাঠ। আমাদের সমাজে যারা আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব (রোল মডেল) হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাদের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের জীবনকে গড়ে নিতে পারে, সেই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জীবনী পাঠের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। এই পাঠে নারী প্রগতির অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠে বলা হয়েছে, কঠোর অবরোধ প্রথার মধ্যে সেকালের নারীদের জীবনযাপন করতে হত। এতো তারা শিক্ষা অর্জনসহ নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হতেন। কিন্তু সামাজিক এই অচলায়তন সত্ত্বেও রোকেয়া শুধু আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। পিছিয়ে পড়া নারীদের অগ্রসর করে তুলবার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পাঠ বিভাজন : ১১

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৩২ সে অনেক দিন... তার সামনেও নয়।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠার ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ২৬ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ ছবিটি কার? তোমরা তাকে চিনতে পারছ কি? শিক্ষার্থীরা না বলতে পারলে শিক্ষক বলবেন ইনি একজন বিখ্যাত নারী। এরপর তিনি কীভাবে বিখ্যাত হলেন এবং জীবনে কী কী করেছেন তা শিক্ষার্থীদের বলবেন। তার মতো হতে হলে আমাদের কী করতে হবে তা জানতে চাইবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন, এই মহীয়সী নারীর জীবনকাহিনী নিয়ে আজ আমরা যে গল্পটি পড়ব তার নাম হলো “মহীয়সী রোকেয়া”।

- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম বোর্ডে লিখবেন "মহীয়সী রোকেয়া"।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পের ('সে অনেক কাল.................. তার সামনেও নয়') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - ফুটফুটে শিশুটির নাম কী?
  - কত সালে তার জন্ম হয়?
  - তার বাবা কী ছিলেন?
  - রোকেয়ার জন্য কী নিষেধ ছিল?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন। পায়রাবন্দ, ডিসেম্বর, জন্ম, অবস্থা প্রভৃতি শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৩২** একবার হলো কী... শিখবেন কীভাবে?	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
  পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - ফুটফুটে শিক্ষার্থীটির নাম কী?
  - কত সালে তার জন্ম হয়?
  - তার বাবা কী ছিলেন?
  - রোকেয়ার জন্য কী নিষেধ ছিল?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩২ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পের ('একবার হলো কী .... শিখবেন কীভাবে?') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - রোকেয়াদের বাড়িকে কারা এলেন?
  - রোকেয়ার বয়স তখন কত?
  - তাঁকে পালিয়ে থাকতে হতো কেন?
  - কোথায় তিনি পালিয়ে থাকতেন?
  - অবরোধ প্রথা কী?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে ৫টি যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৩২-৩৩ কিন্তু তিনি তো... পড়া শিখেছেন রোকেয়া।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠার ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - রোকেয়াদের বাড়িকে কারা এলেন?
  - রোকেয়ার বয়স তখন কত?
  - তাঁকে পালিয়ে থাকতে হতো কেন?
  - কোথায় তিনি পালিয়ে থাকতেন?
  - অবরোধ প্রথা কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৩ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখতে বলবেন এবং ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর বলবেন আজ আমরা জানব রোকেয়া কীভাবে লেখাপড়া শিখলেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পের ('কিন্তু তিনি তো.....................পড়া শিখেছেন রোকেয়া।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক জুটিতে পড়ার নিয়মানুযায়ী পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে কলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লিখাবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - কী শেখার জন্য রোকেয়ার মন ছটফট করত?
  - লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
  - বোনের কাছ থেকে তিনি কী শিখেছেন?
  - রোকেয়া কখন লেখাপড়া শিখতেন?
  - কেন লুকিয়ে লুকিয়ে গভীর রাতে তাকে লেখাপড়া শিখতে হতো?
  - লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে আমাদের তফাৎ কী?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে ৫টি শব্দার্থ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৪ আসলে সময়টা ছিল...ভুলে থাকতে পারেননি।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - কী শেখার জন্য রোকেয়ার মন ছটফট করত?
  - লেখাপড়ার বিষয়ে রোকেয়াকে কে কে সাহায্য করতেন?
  - বোনের কাছ থেকে তিনি কী শিখেছেন?
  - রোকেয়া কখন লেখাপড়া শিখতেন?
  - কেন লুকিয়ে লুকিয়ে গভীর রাতে তাকে লেখাপড়া শিখতে হতো?
  - লেখাপড়া শেখার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে আমাদের তফাৎ কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৩৩–৩৪ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পের ('আসলে সময়টা ছিল .... ভুলে থাকতে পারেননি।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠটি কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - মেয়েদের জন্য সময়টা তখন কেমন ছিল?

- রোকেয়ার বিয়ে হলো কত বছর বয়সে?
- রোকেয়ার স্বামীর নাম কী?
- বিয়ের পর রোকেয়ার নাম কী হলো?
- তার স্বামীর বাড়ি কোথায়?
- স্বামীর বাড়ি গিয়ে কি তিনি বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন?

- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- এ গল্পে যেসব যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ আছে তা লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা: ৩৪ বিয়ের মাত্র দশ বছর... অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.২ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মেয়েদের জন্য সময়টা তখন কেমন ছিল?
  - রোকেয়ার বিয়ে হলো কত বছর বয়সে?
  - রোকেয়ার স্বামীর নাম কী?
  - বিয়ের পর রোকেয়ার নাম কী হলো?
  - তার স্বামীর বাড়ি কোথায়?
  - স্বামীর বাড়ি গিয়ে কি তিনি বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৪ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মহীয়সী রোকেয়া" গল্পের ('বিয়ের মাত্র দশ বছর. . . . . অবরোধবাসিনী ও পদ্মরাগ।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক জুটিতে পড়ার নিয়মানুযায়ী পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে কলবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - বিয়ের কত বছর পর রোকেয়ার স্বামী মারা যান?
  - স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করলেন? কেন করলেন?
  - শুরুতে তার স্কুলের ছাত্রী কতজন ছিল?
  - এ সময় তিনি আর কী কাজ শুরু করলেন?
  - তার বইগুলোর নাম কী?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে ১টি অনুচ্ছেদ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ৩৪** ছোটবেলাতেই দেখেছিলেন... চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - বিয়ের কত বছর পর রোকেয়ার স্বামী মারা যান?
  - স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কী প্রতিষ্ঠা করলেন? কেন করলেন?
  - শুরুতে তার স্কুলের ছাত্রী কতজন ছিল?
  - এ সময় তিনি আর কী কাজ শুরু করলেন?
  - তার বইগুলোর নাম কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৪ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা “মহীয়সী রোকেয়া” গল্পের (‘ছোটবেলাতেই দেখেছিলেন . . . . চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।’) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়

শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে, অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করে বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন:
  - সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
  - এ সময় রোকেয়া কী অনুভব করলেন?
  - ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য দেখে তিনি কী মন্তব্য করেছিলেন?
  - কে প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন?
  - রোকেয়াকে কেন নারীজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
  - কত সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত গল্পটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ **পৃষ্ঠা: ৩৫** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - সেকালে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল?
  - এ সময় রোকেয়া কী অনুভব করলেন?

- ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বৈষম্য দেখে তিনি কী মন্তব্য করেছিলেন?
- কে প্রথম মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন?
- রোকেয়াকে কেন নারীজাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?
- কত সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৫ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর (ক) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২এর (খ ও গ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ ভালোভাবে বুঝল কি না তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর ক - গ নং প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৩৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ লেখা : ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৫ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর (ঘ) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে

বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।

- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
  একইভাবে ২এর (ঙ – চ) নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ এক কথায় প্রকাশ বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করবেন এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ ভালোভাবে বুঝল কি না তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর কাজ বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন এবং ৪নং অনুশীলনী (এক কথায় প্রকাশ) ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৩৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৬ খুলতে বলবেন।
  শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রথমে যুক্তবর্ণ ভেঙে বলতে বলবেন। পরে বোর্ডে ও খাতায় লেখাবেন।
- এরপর যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষার্থীরা পাঠ ভালোভাবে বুঝল কি না তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৫ নং অনুশীলনীর কাজ বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ১০ **পৃষ্ঠা: ৩৬** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে বড়দের কাছ থেকে যা জেনেছে তা বলতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৬ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৮-এর প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- লেখা শেষে এক এক করে সামনে এসে সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ ভালোভাবে বুঝল কি না তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৬ ও ৭ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে ভালোভাবে লিখে আনতে বলবেন।
- পুরো গল্পটি বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১১
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেগম রোকেয়া কী কী করলেন?

২. সেকালের মেয়েদের তুলনায় একালের মেয়েরা কী কী সুবিধা পাচ্ছে তা আলোচনা করি ও লিখি।

শিক্ষার্থীদের এ গল্পের সম্পূর্ণ পরিকল্পিত কাজ জমা দিতে বলবেন। তারপর উপরের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলবেন। প্রশ্ন দুইটির উত্তর লেখা শেষে মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে উত্তরপত্র আলাদা সময়ে দেখে দেবেন।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

যাচ্ছ কোথা?
চাংড়িপোতা।
কিসের জন্য?
নেমন্তন্ন।
বিয়ের বুঝি?
না, বাবুজি।
কিসের তবে?
ভজন হবে।
শুধুই ভজন?
প্রসাদ ভোজন।
কেমন প্রসাদ?
যা খেতে সাধ।
কী খেতে চাও?
ছানার পোলাও।

ইচ্ছে কী আর?
সরপুরিয়ার।
আঃ কী আয়েশ
রাবড়ি পায়েস।
এই কেবলি?
ক্ষীর কদলী।
বাঃ কী ফলার!
সবরি কলার।
এবার থামো।
ফজলি আমও।
আমিও যাই?
না, মশাই।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

এই ছড়াটিতে আসলে একটা হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চাথড়িপোতা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল – ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে তাকে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয় – এই ভয়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে বলি ও লিখি।

ভজন প্রসাদ ভোজন সাধ সরপুরিয়া আয়েশ রাবড়ি ক্ষীর
কদলী ফলার ফজলি আম সবরি কলা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. লোকটি কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে?
খ. এ কবিতায় কী কী খাবারের নাম উল্লেখ আছে?
গ. কোন খাবার সে আয়েশ করে খেতে চায়?
ঘ. লোকটি কোন কোন ফল খেতে চায়?
ঙ. সে কোন আম খেতে চাইছে?
চ. ভজন আর ভোজনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪. লোকটি কী কী খাবার খেতে চাইছে তার তালিকা বানাই।

৫. নেমন্তন্ন সম্পর্কে নিজের কোনো মজার ঘটনা বলি।

৬. আমার প্রিয় খাবারের নাম লিখি এবং কেন প্রিয় তা লিখি।

৭. একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই।

নেমন্তন্ন	–	নিমন্ত্রণ, দাওয়াত।
সাধ	–	ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা।
বিয়ে	–	বিবাহ, পরিণয়, সাদি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোকটি আয়েশ করে খেতে চায় ....।

খ. লোকটি চাথড়িপোতা যাচ্ছে ....।

গ. শুধু ভজন নয়, সাথে আছে ....।

ঘ. লোকটি খেতে চায় ....।

ঙ. বাঃ কী ফলার ....।

প্রসাদ ভোজন
সবরি কলার
রাবড়ি পায়েস
ভজন শুনতে
ছানার পোলাও

৯. ছড়াটি আবৃত্তি করি।

১০. ছড়াটি পড়ি ও ঠিকমতো বিরামচিহ্ন বসিয়ে লিখি।

অন্নদাশঙ্কর রায়

কবি-পরিচিতি

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯০৫ সালের ১৫ই মে ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ঢেঙ্কানল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়ে ১৯২৭ সালে তিনি প্রশিক্ষণের জন্য বিলাত যান। তিনি একজন বিখ্যাত ছড়াকার। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'পথে প্রবাসে', 'বিনুর বই', 'উড়কি ধানের মুড়কি', 'রাঙা ধানের খৈ' প্রভৃতি। অন্নদাশঙ্কর রায় ২০০২ সালের ২৮ এ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

নেমন্তন্ন

অন্নদাশঙ্কর রায়

পৃষ্ঠা (৩৭–৩৯)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.১ ছড়া শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.২ ছড়া শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠবহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠবহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে ছড়া পড়তে পারবে। ২.১.৩ ছড়া পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.১ পঠিত ছড়ার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই ছড়াটিতে আসলে একটি হাসির গল্প বলা হয়েছে। একজন লোক ভজন গান শুনতে চাংড়িপোতা নামে একটা জায়গায় যাচ্ছে। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। বন্ধু একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, আর সে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেল, ভজন গান শোনার চেয়ে তার অনেক বেশি লোভ ভোজনে, অর্থাৎ ভালো ভালো খাবার খাওয়ায়। তার বন্ধু সঙ্গে যেতে চাইলেও সে নেয় না। কারণ, বন্ধু সঙ্গে গেলে তার খাওয়া যদি কম হয় এই ভয়।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৩৭ যাচ্ছ কোথা ... ছানার পোলাও	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ছড়া পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.১, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.১, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে প্রশ্ন করবেন।
- এরপর আজকের পাঠের সাথে মিল রেখে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতায় দাওয়াত/নিমন্ত্রণে যাওয়া বিষয়ে তাদের বিভিন্ন স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন, আজ আমরা দাওয়াত নিয়ে একটি মজার ছড়া পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৭ খুলতে বলবেন। ঠিকমতো খুলতে পারল কি না তা দেখবেন।
- এরপর বইয়ের ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? - কে কী করছে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক ছড়া ও কবির নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা যে ছড়াটি পড়ব তার নাম হলো 'নেমন্তন্ন'। ছড়াটি লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়।
- শিক্ষক বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠার কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা ছড়াটির ('যাচ্ছ কোথা..........ছানার পোলাও') অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ ছড়াটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর ছড়াটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও

শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে ছড়াটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- ভজন, ভোজন, প্রসাদ, সাধ ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়ার অংশবিশেষ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- ছড়ার নির্ধারিত অংশের বিষয়বস্তু বলতে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে ছড়াটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ৩৭ ইচ্ছে কী আর ... না, মশাই।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ছড়া পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট উত্তরের প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.১, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া ছড়াটি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন।
  - ছড়ার নাম ও ছড়াকারের নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। যেমন: - লোকটি কোথায় যাচ্ছে? – কী জন্য যাচ্ছে? – সেখানে কী হবে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও ছড়াকারের এর নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা কবিতার (‘ইচ্ছে কী আর ....না, মশাই) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৭ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়াবেন।
- পড়াশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়ার অংশবিশেষ পড়তে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়তে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক আগের দিনের শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো লিখাবেন ও পড়াবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- এরপর যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে পড়তে বলবেন এবং লিখতে বলবেন। যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করে লিখতে দেবেন।

- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক মুখে মুখে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- লোকটি আয়েশ করে কী খেতে চায়? – লোকটি তার বন্ধুকে সাথে নিতে চায় না কেন? ইত্যাদি।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ ও শব্দার্থ বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৩৭ যাচ্ছ কোথা ... না, মশাই।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ছড়া পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণ, মূলভাব এবং অনুশীলনী।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.২ **বলা :** ১.৩.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতদিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং ছড়াটিতে কী বর্ণনা করা হয়েছে- তা কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক ছড়া ও ছড়াকারের নামসহ ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট দলে ছড়াটি (প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থী একদল হিসেবে) পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়াটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, এখন আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক ছড়াটির মূলভাব আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বলতে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝলো তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন-
  - শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
  - শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শব্দার্থ, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি, যুক্তবর্ণ ও শব্দ জানতে চাইবেন।
  - শিক্ষার্থীরা সাধারণ ভুল করেছে এমন বিষয় চর্চা করাবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ২ ও ৩ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৩৮ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী।	**শিখনফল** শোনা : ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.২ বলা : ১.৩.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ২.১.১, ২.৩.১, ২.২.১ লেখা : ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং ছড়ার মূলভাব কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করবো। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৫ ও ৬-এর কাজ করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর বলতে বলবেন। অনুশীলনী থেকে চর্চা করাবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ৫ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী।	**শিখনফল** শোনা : ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.২ বলা : ১.৩.২, ২.১.১, ২.১.৩, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ২.১.১, ২.৩.১, ২.২.১ লেখা : ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং ছড়ার মূলভাব কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।

- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন।। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৮-১০ -এর কাজ করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর বলতে বলবেন। অনুশীলনী থেকে চর্চা করাবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদেরকে ‘নেমন্তন্ন’ ছড়াটি অনুশীলনী ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন এবং ঠিকমতো বিরামচিহ্ন বসিয়ে ছড়াটি বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ–৬
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

ভজন ....

আয়েশ ....

সাধ ....

কদলী ....

প্রসাদ ....

২. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. ন্ত.......................... ....

খ. ক্ষ......................... ....

৩. নেমন্তন্ন সম্পর্কে নিজের জানা কোনো মজার ঘটনা লিখি।

....

....

....

৪. ধরো, তুমি দাওয়াতে যাচ্ছ। পথে তোমার এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো। সেও তোমার সাথে দাওয়াতে যেতে চাচ্ছে? তুমি কী করবে - সাথে নেবে? কেন?

৫. শিক্ষক পুরো কবিতার পরিকল্পিত কাজ জমা নেবেন এবং দেখে দেবেন।

মোবাইল ফোন

আজকের দিনে মোবাইল ফোন চেনে না বা দেখেনি – এমন কাউকে বোধ হয় পাওয়া যাবে না। আমাদের কারো কারো মোবাইল ফোন আছে। কিন্তু যাদের নেই, তাদের অনেকেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে জানে – কেউ একটু বেশি, কেউ একটু কম। মোবাইল ফোন দিয়ে যে কতো কিছু করা যায়, তার সবটা অবশ্য সবাই জানে না। তবে যারা একটু কম জানে, তারাও প্রয়োজনমতো তাদের কাজটুকু মোবাইল ফোনে সেরে নিতে পারে। এখন এমন মোবাইল ফোনও আছে, যাতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকে, ছবি তোলা যায়, সিনেমা দেখা যায়। এসব মোবাইলে আমরা বই পড়তে পারি, গান শুনতে পারি, এসএমএস পাঠাতে পারি। এমনকি টাকাও পাঠাতে পারি। তুমি তোমার বাসায় বসে মোবাইলে ছবি তুলে, সেই ছবি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে পাঠাতে পার।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, মোবাইল ফোন আবিষ্কার হলো কেমন করে, অথবা এটা কেমন করে কাজ করে। আসলে মোবাইল ফোন কেউ একজনে আবিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এটার উদ্ভাবনকাজ শুরু হয়। তারপর কালে কালে একটু একটু করে আজকের মোবাইল ফোন বেরিয়েছে। প্রতি বছরই এর পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে।

আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেল প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৭৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে তাঁর গবেষণাগারে বসে প্রথম ফোন করেছিলেন তিনি। তাঁর দুই সহকারী গবেষক ছিলেন রিচার্ড এইচ ফ্রাংকিয়েল এবং জোয়েল এস অ্যাঞ্জেল। তাঁরাই পরবর্তীকালে মোবাইল ফোনের কৌশল উদ্ভাবন করেন।

প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয় সেন্ট লুইস শহরে ১৯৪৭ সালে। ধাপে ধাপে এর উন্নতি ঘটে। ১৯৬৪ সালের দিকে শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন থাকত। তার ওজন ছিল প্রায় এক কেজি।

১৯৭১ সালে ফিনল্যান্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭২ সালে গবেষক মার্টিন কুপার হাতেধরা ছোট সেট তৈরি করেন।

পাশের ঘরে ফোন করা থেকে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তেই এখন ফোন দিয়ে যোগাযোগ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?

যে এলাকা জুড়ে মোবাইল ফোন কাজ করবে, তার সবটাকে কতগুলো অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশে শক্তিশালী বেতার টাওয়ার (মাস্তুল) বসানো হয়। এই টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগের একটা অদৃশ্য জাল (নেটওয়ার্ক) তৈরি করে। মোবাইল সেটের মধ্যে থাকে একটা 'অ্যানটেনা'। সারাক্ষণ তরঙ্গের মাধ্যমে সেটি টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে। মনে কর, কোনো সেট থেকে বোতাম চেপে অন্য কোনো নম্বরে যোগাযোগ করা হলো, তখন সবচেয়ে কাছের টাওয়ারের মাধ্যমে অন্য প্রান্তের মোবাইল সেটকে সেটি খুঁজে নেয়। একটাতে না পেলে রিলেরেসের মতো সেটি পরপর যতগুলো টাওয়ার দরকার সব পার হয়। মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যায় নির্দিষ্ট নম্বরটিতে। হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে তা তরঙ্গে পরিণত হয়। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলে যায় অন্য প্রান্তে। আবার গ্রাহকের ফোনসেট বেতার তরঙ্গকে কথায় বা আওয়াজে রূপান্তরিত করে। অনেকগুলো জায়গায় বসানো নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সমন্বয় করে মোবাইল ফোনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

তরঙ্গ উদ্ভাবন গবেষক অদৃশ্য অ্যানটেনা রূপান্তরিত এসএমএস সমন্বয়

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

গবেষক অ্যানটেনা উদ্ভাবন তরঙ্গ সমন্বয় এসএমএস রূপান্তরিত

ক. মানুষ নিজের কাজের জন্য অনেক কিছু .... করেছে।

খ. নদীর .... চোখে দেখা যায়, কিন্তু বেতার তরঙ্গ দেখা যায় না।

গ. .... সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন।

ঘ. রেডিও এবং মোবাইল ফোনের .... থাকে।

ঙ. পানি ফুটলে বাষ্পে .... হয়।

চ. বাড়ি পৌঁছে আমাকে .... পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

ছ. তোমাদের সবাইকে মোবাইল ফোনে কাজের .... করতে হবে।

৩. নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. মোবাইল ফোন আজকের দিনে কী কী কাজে লাগে?

খ. মোবাইল ফোন উদ্ভাবনের জন্য কারা কারা কাজ করেছেন?

গ. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কীভাবে অন্যজনের সাথে কথা হয়?

ঘ. মোবাইলে কথা বলার জন্য সব জায়গায় কী বসাতে হয়?

ঙ. এসএমএস কী এবং কখন কাজে লাগে?

৪. মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পর্কে লিখি।

৫. ডান দিকের সঙ্গে বাম দিকের শব্দ সাজাই।

পরিবর্তন	সংযোগ
বিচিত্র	পর্যায়
গ্রাহাম	টাওয়ার
ইন্টারনেট	মধ্যে
সীমিত	ধরনের
বেতার	বেল
শক্তিশালী	তরঙ্গ
মুহূর্তের	উন্নয়ন

৬. বিপরীত শব্দ জেনে নিই। ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বেশি	কম	শুরু	শেষ	শক্তিশালী	দুর্বল	কাছে	দূরে	ভালো	মন্দ

ক. সময় অল্প তাই বেশি .... যাওয়া উচিত নয়।

খ. মোবাইল ফোনের টাওয়ারগুলো খুব .... ।

গ. যত .... লেখাপড়া করবে,জীবনে তত ভালো ফল করবে।

ঘ. সবাই তোমার প্রশংসা করবে,যদি তুমি .... কাজ কর।

ঙ. কাজ .... করে তারপর খেলতে যাব।

৭. সংখ্যাবাচক শব্দ লিখি।

এই লেখায় 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' এ রকম শব্দ রয়েছে। এগুলো হলো সংখ্যাবাচক বা ক্রমবাচক বিশেষণ। এভাবে আরও কয়েকটি শব্দ শিখি।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য	ক্রমবাচক বিশেষণ
এক	প্রথম
দুই	দ্বিতীয়
তিন	তৃতীয়
চার	চতুর্থ
পাঁচ	পঞ্চম
ছয়	ষষ্ঠ
সাত	সপ্তম
আট	অষ্টম
নয়	নবম
দশ	দশম

৮. আমার পরিবার মোবাইল ফোনের সাহায্যে কী কী সুবিধা পায় তা লিখি।

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে মোবাইল ফোনে কথা বলার অভিনয় করি।

খ. দশটি ক্রমবাচক শব্দ ব্যবহার করে দশটি বাক্য লিখি।

মোবাইল ফোন

(পৃষ্ঠা ৪০–৪৪)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।

	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এটি বিজ্ঞানবিষয়ক একটি আবিষ্কারের গল্প। মোবাইল ফোন কী, এটি কবে, কখন, কে বা কারা আবিষ্কার করেছেন,সেই বিষয়ে একটি গদ্যরচনা। মোবাইল ফোনের উদ্ভাবন ইতিহাস, এর প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা-অসুবিধা এবং মোবাইল ফোন কীভাবে কাজ করে,তার বর্ণনা রয়েছে লেখাটিতে। মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়েছে।

পাঠ বিভাজন : ৮

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৪০ আজকের দিনে.... পাঠাতে পার।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠার ছবি, মোবাইল ফোন (শিক্ষকের কাছে থাকা) **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর নিজের মোবাইল ফোনটি শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে জানতে চাইবেন, আমার হাতে এটি কী? এটি দিয়ে কী করা হয়? কার কার বাড়িতে এটি আছে? কে কে নিজে এটি ব্যবহার করেছ? কার সাথে কথা বলেছ? এটির সুবিধা কী?
- শিক্ষকের কাছে মোবাইল ফোন না থাকলে পাঠ্যপুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিয়ে প্রশ্নগুলো করবেন এবং উত্তর জানবেন।
- এরপর বলবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়ব তার নাম হলো "মোবাইল ফোন"।
- শিক্ষক গল্পের নাম বোর্ডে লিখবেন "মোবাইল ফোন"।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মোবাইল ফোন" গল্পের ('আজকের দিনে............পাঠাতে পার') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়

শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - তোমরা আজকে যে গল্পটি পড়েছো তার নাম কী?
  - মোবাইল ফোন দিয়ে কী করা হয়?
  - তুমি কী কাজে ব্যবহার করেছ?
  - এসএমএস কী?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ৪০-৪১ কিন্তু আমরা অনেকেই... কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মোবাইল ফোন দিয়ে কী করা হয়?
  - তুমি কী কাজে ব্যবহার করেছ?
  - এসএমএস কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪০-৪১ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মোবাইল ফোন" গল্পের ('কিন্তু আমরা অনেকেই.................. কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লিখাবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লিখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - কে প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন?
  - কারা মোবাইল ফোনের কৌশল উদ্ভাবন করেন?
  - হাতেধরা ছোট সেট কে তৈরি করেন?
  - এছাড়া আজকের পাঠ থেকে শব্দের অর্থ ও যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ বলতে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৪০-৪১** কিন্তু আমরা অনেকেই... কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের পরিকল্পিত কাজ দেখবেন।
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা "মোবাইল ফোন" গল্পের ('কিন্তু আমরা অনেকেই .... কিন্তু ব্যাপারটি কীভাবে ঘটে?') অংশটুকু পড়ব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪০-৪১ খুলতে বলবেন। এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে,আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবেন।
  - যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলতে বলবেন। এরপর জানতে চাইবেন,
  - কে প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেন?
  - গ্রাহাম বেল কোথায় বসে প্রথম ফোন করেছিলেন?
  - গ্রাহাম বেল এর দুই সহকারীর নাম কী?
  - কারা মোবাইল ফোনের কৌশল উদ্ভাবন করেন?
  - হাতেধরা ছোট সেট কে তৈরি করেন?
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠের নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলুন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ৪১** যে এলাকা জুড়ে... পুরো ব্যাপারটির কাজ চলে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - গ্রাহাম বেল কোথায় বসে প্রথম ফোন করেছিলেন?
  - গ্রাহাম বেলের দুই সহকারীর নাম কী?
  - হাতেধরা ছোট সেট কে তৈরি করেন?

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪১ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "মোবাইল ফোন" গল্পের ('যে এলাকা জুড়ে . . . . পুরো ব্যাপারটির কাজ চলে।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন। এ সময় গতকালের বাড়ির কাজ দেখে দেবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন। যেমন–
  - মোবাইল ফোন ঠিকমতো কাজ করার জন্য এলাকা জুড়ে কী বসানো হয়?
  - টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগের জন্য কী তৈরি করে?
  - মোবাইল সেটের মধ্যে কী থাকে?
  - এটি কীভাবে টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে?
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ৪২** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মোবাইল ফোন ঠিকমতো কাজ করার জন্য এলাকা জুড়ে কী বসানো হয়?
  - টাওয়ারগুলো একটি অন্যটির সাথে যোগাযোগের জন্য কী তৈরি করে?
  - মোবাইল সেটের মধ্যে কী থাকে?
  - এটি কীভাবে টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখে?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪২ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে মুখে মুখে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝলো তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা এবং (ক) নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৩ অনুশীলনীর খ ও গ নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর ক - গ নং প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৪২-৪৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪২ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারলো কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর ঘ নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৩-এর ঙ নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- এরপর শিক্ষক ৪৩ পৃষ্ঠার অনুশীলনী ৪-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৫-এর অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৪৪ পৃষ্ঠার ৮ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন। (প্রয়োজনে মা-বাবার সাথে আলোচনা করে লিখবে)

পাঠ : ৭ **পৃষ্ঠা:** ৪৩-৪৪ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.৩.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- বাড়ি থেকে লিখে আনা ৮ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর এক এক করে সামনে এসে পড়ে শোনাতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬-এর নির্দেশনা একজন
- শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যাবাচক শব্দগুলো ভালোভাবে পড়তে বলবেন। (ক্রমবাচক শব্দ শিক্ষার্থীরা আগে কোন শ্রেণিতে কোন বইয়ে পড়েছে তা মনে করতে বলবেন।) প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর শব্দগুলো খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭-এর নির্দেশনা আরও কয়েকটি সংখ্যা লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা লেখাশেষে এক এক করে সামনে এসে সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাবে।
- এরপর শিক্ষার্থীরা জুটিতে অনুশীলনী ৯-এর ক নং কাজ সামনে এসে অভিনয় করে দেখাবে।
- সবশেষে শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৯ নং অনুশীলনীর খ নং প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।
- পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৮

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ছকে দেওয়া শব্দের সাথে শব্দার্থ দাগ টেনে মিলাই।

শব্দ	শব্দার্থ
উদ্ভাবন	খুদেবার্তা
রূপান্তরিত	কোনো কিছু পার হওয়া বা ছাড়িয়ে যাওয়া
গবেষক	এক রকম থেকে আর এক রকম করে ফেলা
এসএমএস	কোনো কিছুর ঢেউ
তরঙ্গ	যিনি গবেষণা করেন

এবার উপরের ছকের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে নিচে লিখি।

....

....

....

....

....

২. মোবাইল ফোন সম্পর্কে আমার নিজের মতো করে পাঁচটি বাক্য লিখি।

....

....

....

....

....

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায়

ছুটলে কথা, থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে–
রাম-খটাখট ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আবোল-তাবোল কথা বলার মানে, মনের খেয়ালে কথা বলতে থাকা। আমরা কথা বলি যাতে অন্যে সে কথা শোনে এবং শুনে কিছু একটা করে। যেমন, যদি বলি – মা, ভাত খাব। মা তখন আমায় ভাত দিতে ছুটবেন! কিন্তু যদি ভূতের মতো নাকী সুরে বলি 'আঁউ মাঁউ খাঁউ ভাঁতের গন্ধ পাউ, তখন মা ভাববেন, আমি খেলা করছি। সেটা তখন আবোল-তাবোল কথা হয়ে গেল, যে কথার অর্থ নেই, যে কথা দিয়ে কিছু বোঝাতে চাইছি না।

এটি সে রকমই একটি ছড়া,যা জোরে জোরে পড়লেই শুনতে মজা লাগে। একটা লোক মনের আনন্দে কেবলই বকবক করে কথা বলে চলেছে, ইচ্ছে হলে গানও গাইছে। যতক্ষণ না দুইচোখে ঘুম নামল,ততক্ষণ সে এমনটাই করে গেল।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঠেকায় তবলা ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ প্যাঁচ ঘুম ঘনিয়ে এলো মনের মাঝে
সাজ্জা রাম-খটাখট

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

ঘনিয়ে এলো	সাজ্জা	ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ	ঠেকায়	মনের মাঝে	প্যাঁচ

ক. তুহিন লেখাপড়ায় এতো ভালো যে ওকে .... কে?

খ. লোকটি .... করে গাছের ডালটি কেটে ফেলল।

গ. বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম .... ।

ঘ. .... দেওয়া কথা বোঝা যায় না।

ঙ. তাড়াতাড়ি খেলাধুলা .... কর, পড়তে বসতে হবে।

চ. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় তার .... আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. কী ছুটছে,যাকে থামানো যাচ্ছে না?

খ. ধাঁই ধপাধপ আওয়াজে কোথায় তবলা বাজছে?

গ. কখন গানের পালা সাঙ্গা হলো?

৫. ছড়াটিতে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করি।

৬. ছড়াটি মুখস্থ করি ও বলি।

৭. বই না দেখে ছড়াটি ঠিকমতো লিখি।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ছড়ার মতো করে দুইটি লাইন লিখি।

সুকুমার রায়

কবি-পরিচিতি

শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় ৩০ এ অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছোটদের জন্য হাসির গল্প ও কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাইখাই', 'অবাক জলপান' তাঁর অমর সৃষ্টি। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। আর পুত্র সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হলেও শিশু-কিশোরদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩ সালে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন।

আবোল-তাবোল

সুকুমার রায়

পৃষ্ঠা (৪৫–৪৭)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.১ ছড়া শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.২ ছড়া শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠবহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠবহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে ছড়া পড়তে পারবে। ২.১.৩ ছড়া পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.১ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.১ পঠিত ছড়ার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

ছড়াটিতে প্রচলিত এমন কিছু প্রচলিত শব্দ রয়েছে,যেগুলোর সরাসরি কোনো অর্থ নেই। অর্থাৎ মনের খেয়ালে বলতে থাকা শব্দ ও ধ্বনি ব্যবহার করে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীতোষ বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। আবোল-তাবোল এসব শব্দ দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ছড়াটির অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়ে আনন্দদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া জোরে পড়ে বা আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীরা যাতে অর্থের চেয়ে ধ্বনিতরঙ্গ ও অন্তমিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছড়াপাঠের প্রতি তাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, সেদিকটির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৪৫ ছুটলে কথা... সাঙ্গ মোর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ছড়াটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ছড়াপড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পাঠের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর বলবেন, কেউ যখন কারণ ছাড়া অযথা বেশি বেশি কথা বলে বা মনের খেয়ালে কথা বলে, তখন আমরা কী বলি?
- উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলতে পারে–বকবক করা, আবোল-তাবোল বলা, প্যাঁচাল পাড়া ইত্যাদি। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা এমনই একটি ছড়া পড়ব,যে ছড়ায় একজন লোক আপনমনে নিজের খেয়ালে অনেক কথা বলে। যে কথার কোন অর্থ নেই।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা যে ছড়াটি পড়ব, তার নাম হলো 'আবোল-তাবোল'। ছড়াটি লিখেছেন সুকুমার রায়।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৫ খুলতে বলবেন।
- এরপর বইয়ের ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? - লোকটি কী করছে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠার কবি-পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক সম্পূর্ণ ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং

পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।

- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- ঠেকায়, ঘ্যাচাং ঘ্যাচ, প্যাঁচ, ঘনিয়ে এলো, সাঙ্গ, রাম-খটাখট ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে ছড়াটি পড়লাম, সে ছড়াটির নাম কী? ছড়াটি কে লিখেছেন? ছড়াটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে ছড়াটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ৪৫ ছুটলে কথা... সাঙ্গ মোর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** ছড়া পড়া ও লেখা, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর জানতে চাইবেন, গতকাল আমরা যে ছড়াটি পড়েছি তার নাম কী? ছড়াটি কে লিখেছেন? ছড়াটি কী নিয়ে লেখা? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক ছড়া ও ছড়াকারের নাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা এ ছড়াটি পড়ব ও আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর শিক্ষক ছড়া ও ছড়াকারের নামসহ ছড়াটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছড়াটি ছোট দলে (প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থী একদল হিসেবে) পড়তে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়াটি আবৃত্তি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনযোগসহকারে শুনবে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক ছড়াটির মূলভাব আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। পরে খাতায় লিখতে দেবেন।
- শিক্ষক ছড়াকারের নামসহ ছড়াটি বিরামচিহ্নের ব্যবহার ঠিক রেখে দেখে দেখে খাতায় লিখতে বলবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে ছড়াটি পড়লাম, সে ছড়াটির নাম কী? ছড়াটি কে লিখেছেন? ছড়াটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৪৭ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে ছড়াটি আবৃত্তি করাবেন এবং ছড়াটিতে কী বর্ণনা করা হয়েছে- তা কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন। যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে দেবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৬ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক ছড়াটির মূলভাব আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর বলতে বলবেন। অনুশীলনী থেকে চর্চা করাবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর শব্দার্থ ও শব্দ দিয়ে নতুন বাক্য বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।
- ঠিকমত বিরামচিহ্ন বসিয়ে ছড়াটি লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৪৭ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ২.১.২, ২.২.২ **লেখা :** ২.১.১, ২.৩.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়ার মূলভাব ও শব্দার্থ যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৭ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর ৪-এর ক নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে মুখে মুখে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে খ ও গ নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে অনুশীলনী ৫- ৮ নং-এর প্রশ্নোত্তর করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক মুখে মুখে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিখনফলের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর বলতে বলবেন। অনুশীলনী থেকে চর্চা করাবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৪ ও ৭ নং অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।
- ছড়াটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৫

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখি।

ঘনিয়ে এলো ....

ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ ....

রাম-খটাখট ....

ঠেকায়..

প্যাঁচ ....

২. লোকটির গানের পালা কীভাবে সাঙ্গ হলো তা নিচে লিখি।

....

৩. ছড়াটি কে লিখেছেন? তাঁর সম্পর্কে তিনটি বাক্য লিখি।

....

....

....

৪. আবোল-তাবোল ছড়ার মতো করে নিজে চার লাইনের একটি ছড়া লিখি।

....

....

....

....

হাত ধুয়ে নাও

অন্তু খুব হাসিখুশি ছেলে। পড়াশোনায় ভালো অন্তু, খেলাধুলায়ও বেশ। কিন্তু একটু চঞ্চল। মামাকে মা জানিয়েছিল, আজকাল অন্তুর শরীরটা সব সময় ভালো যায় না। প্রিয় ভাগিনাকে অনেক দিন দেখেনি মামা। তাই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছেন।

অন্তু বাইরে খেলা করছিল। মামার আসার কথা শুনে ছুটে চলে আসে ঘরে। ঘরে ঢুকেই সুগন্ধটা পায় সে। মামার হাতে ওর প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। বিরিয়ানি দেখেই মামার দিকে হাত বাড়ায় সে। তর সইছে না তার। প্যাকেট খুলে নিয়েই হাত দিয়ে খাবলে খেতে শুরু করে।

–কী যে মজা, মামা...। অন্তুর কথা শেষ না হতেই মামা ওর হাতটি সরিয়ে দেয় খাবার থেকে। বলেন, অন্তু এভাবে কেউ খায় নাকি?

অন্তু গাল ফুলিয়ে হাতটাই চেটেপুটে খেতে থাকল। অমনি আবার মামা ওর হাত চেপে ধরলেন।

–অন্তু, এভাবে খায় না।
ভিতর থেকে মা এসেও অন্তুকে বকাবকি করলেন এভাবে খাওয়ার জন্য।

– আহ্ বুবু, তুমি আবার বকছ কেন? এটা মামা-ভাগিনার ব্যাপার। আমি দেখছি।

এবার মামা ওকে খাবার ঘরের পাশে হাত ধুতে নিয়ে গেলেন। সাবান দিয়ে অন্তুর হাত ধুইয়ে দিলেন। বিরিয়ানির প্যাকেটের পাশে বসিয়ে দিয়ে বলেন, নাও এবার খাও। তোমার জন্যই তো আনা। খেতে খেতে অন্তুর নাকে সর্দির পানি এসে যায়। ও সেটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে শার্টে মুছে নেয়। মামা দেখে আবার চোখ পাকান।

মা বলতে থাকেন, বুঝলি সান্টু। ছেলেটাকে এত দেখে-শুনে রাখি, তারপরেও দ্যাখ, আজকাল ওর যেন এটা-সেটা অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। ভাবছি ভালো ডাক্তার দেখাব।
বাবা তাতে যোগ করেন – সান্টু, তোমার জানা ভালো ডাক্তার কেউ আছেন?

আচ্ছা, আমি দুদিন আছি। একটু দেখে নিই। মনে হয়, ওর কোনো বিশেষ অসুখ নয়। ওর দরকার আরও সতর্ক হওয়া। একটু পরেই দেখা গেল অন্তু টয়লেট থেকে বের হচ্ছে। তারপর সোজা ছুটে চলে গেল বাইরের খেলায়।

সন্ধ্যায় মামা অন্তুর সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন। ওর সারা দিনের চলাফেরা, মুখ-হাত ধোয়া, গোসল করা, খাওয়া-দাওয়া, সব কিছু সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পরদিন বিকেলে অন্তুর সঙ্গে মামা মাঠে গেলেন। ঘরে ফিরে মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তুর মুখ-হাত ধোয়ালেন। মা দেখে মুচকি হেসে বলেই ফেললেন,আমার কথা তো শোনো না বাছা। এখন মামা এসেছে বলে কত ভালো ছেলে।

বাবা হেসেই বললেন– না, অন্তু তো বরাবর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ভালো ছেলে।

মামা বলেন হ্যাঁ ভালো ছেলে বটে, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কতটা সেটাই তো দেখছি।

তারপর অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা বললেন– আমি সব দেখলাম ভাগিনা। তোমার একটা অভ্যাস ভালো করতে হবে। আর তা হচ্ছে হাত ধোয়া। তুমি ঠিকমতো হাত ধোও না, হাত পরিষ্কার কর না। বিশেষ করে খাওয়ার আগে ও পরে আর টয়লেট থেকে এসে। নাকের সর্দিও যেমন-তেমন করে মোছ। তারপর হাতও দেখলাম ধোও না। এগুলো মোটেই ভালো নয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রথম কাজই হলো ঠিকমতো হাত ধোয়া। তোমার নখগুলো পরিষ্কার নয়। রোগবালাইয়ের শুরু কিন্তু এখান থেকেই।

দ্যাখো মামা, আমার হাত তো...পরিষ্কার দেখাচ্ছে না? অন্তু বলার চেষ্টা করে।

মামা বললেন – পরিষ্কার দেখালেই হাত আসলে পরিষ্কার হয় না। আমরা হাত দিয়ে অনেক কিছু ধরি, অনেকের সাথে হাত মেলাই। এই সব কিছুতেই জীবাণু থাকতে পারে,যা হাতে লেগে যায়। খাওয়ার আগে অথবা টয়লেট করার পর সাবান দিয়ে হাত না ধুলে এমনটা হয়। এই রকম জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। তাই ভালো করে হাত না ধুলে ওই সব জীবাণু খাবারের সঙ্গে আমাদের পেটে চলে যায়। আর বেশির ভাগ পেটের রোগ, সর্দি-জ্বর এই সব জীবাণু থেকেই হয়। কাজেই অন্য কিছু খাওয়ার আগে দুইহাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

এটা একটা অভ্যাস। ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস করলেই দেখবে তোমার অসুখ-বিসুখ কমে গেছে।

অন্তুর বাবা বলেন– আমিও তো অন্তুকে বলি। যখন বলি তখন করে। কিন্তু সব সময় কি করে?

মা বললেন– শুনলি তো বাবুসোনা! মামার কথাই না হয় শুনলে।

মামা এবার অনেক আদর করলেন। অন্তু খুশি হয়। মামাকে বলে, এখন থেকে সে খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোবে।

অন্তু আর যা-ই হোক, মামার কথা ফেলবে না। কারণ সে মামার মতো হতে চায়। ঘুমোতে যাবার আগে অন্তু মামার কাছে কথা দেয়, ঠিকমতো হাত ধোবে, সবাইকে বলবে, সুস্থ থাকতে চাও তো হাত ধুয়ে নাও।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

চঞ্চল   খাবলে খাওয়া   চেটেপুটে   অসুখ-বিসুখ   টয়লেট   জীবাণু

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অসুখ-বিসুখ	চঞ্চল	খাবলে খেতে	চেটেপুটে	রোগবালাই

ক. চড়ুই পাখি অনেক .... হয়।

খ. ক্ষুধার্ত লোকটি খাবার পেয়ে .... থাকল।

গ. মজার আচার পেয়ে সবাই .... খাচ্ছে।

ঘ. শরীরের যত্ন না নিলে .... লেগেই থাকবে।

ঙ. .... থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা চাই।

৩. বাংলা ভাষায় অনেক রকমের শব্দ রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশি। এই লেখাটিতে টয়লেট, বিরিয়ানি, জরুরি—এগুলো বিদেশি শব্দ। এ রকম আরও শব্দ জেনে নিই এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করি।

রিকসা, সরকারি, আদালত, বেঞ্চ, স্টেডিয়াম, স্টেশন, বাস

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. অন্তু মামার কাছ থেকে কী সম্পর্কে জেনেছিল?
খ. কেন অন্তুর এটা-সেটা অসুখ–বিসুখ লেগেই থাকত?
গ. সব সময় হাত পরিষ্কার না রাখলে কী হয়?
ঘ. হাত ধুয়ে পরিষ্কার রাখার সঙ্গে আর কী করতে হয়?
ঙ. হাত পরিষ্কার দেখালেও হাতের মধ্যে জীবাণু কেমন করে থাকে?
চ. কী অভ্যাস করলে অসুখ– বিসুখ অনেক কমে যায়?
ছ. অন্তু মামাকে কী কথা দিয়েছিল?

৫. গোসল করা কেন দরকার—পাঁচটি বাক্যে বলি ও লিখি।

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

সুগন্ধ	দুর্গন্ধ	আবর্জনার দুর্গন্ধে পরিবেশ নষ্ট হয়।
হাত	পা	বাইরে থেকে এসে হাত-পা ধুতে হয়।
প্রিয়	....	....
বকা	....	....
ধোয়া	....	....
হিসাব	....	....
সোজা	....	....

৭. কর্ম-অনুশীলন।

ক. কেন আমরা হাত ধুয়ে থাকি তা বলি।

খ. শ্রেণিকক্ষে হাত ধোয়ার অভিনয় করে দেখাই।

হাত ধুয়ে নাও
(পৃষ্ঠা ৪৮–৫২)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ২.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।

১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	১.৪.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে। ২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে। ৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এ পাঠটি স্বাস্থ্য সচেতনমূলক একটি পাঠ। শিক্ষার্থীরা নিয়মিত হাত ধোয়ার বিষয়ে যাতে সচেতন হয় এবং এই অভ্যাসটি নিয়মিত চালিয়ে যায়, সেই লক্ষ্যে এই পাঠটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাত ধোয়ার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক রকমের অসুখ-বিসুখ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এই কথাগুলোর উপর নানাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ১১

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৪৮ অন্তু খুব হাসিখুশি... খাবলে খেতে শুরু করে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠার ছবি, হাত ধোয়ার ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? লোকটির হাতে কী? প্যাকেটে কী আছে? ছেলেটি কে?
- এরপর হাত ধোয়ার ছবিটি দেখিয়ে জানতে চাইবেন, এ ছবিটিতে কী দেখা যাচ্ছে? আমরা কখন কখন হাত ধুই? কীভাবে হাত ধুই? হাত না ধুইলে কী সমস্যা হবে? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা হাত ধোয়া বিষয়ে একটি গল্পটি পড়ব।
- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন "হাত ধুয়ে নাও"।
- শিক্ষক পুরো গল্পটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে একবার পড়ে শোনাবেন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "হাত ধুয়ে নাও" গল্পের ('অন্তু খুব হাসিখুশি................ খাবলে খেতে শুরু করে') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে
- আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - হাত ধুয়ে নাও গল্পটি কাকে নিয়ে লেখা?
  - অন্তুর স্বভাব কেমন?
  - কে অন্তুকে দেখতে এলেন?
  - অন্তুর প্রিয় খাবার কী?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ৪৮-৪৯ কী যে মজা... আবার চোখ পাকান।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - 'হাত ধুয়ে নাও' গল্পটি কাকে নিয়ে লেখা?
  - অন্তুর স্বভাব কেমন?
  - কে অন্তুকে দেখতে এলেন?
  - অন্তুর প্রিয় খাবার কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৮ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "হাত ধুয়ে নাও" গল্পের ('কী যে মজা .... আবার চোখ পাকান।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মামা অন্তুর হাত খাবার থেকে সরিয়ে দিলেন কেন?
  - অন্তু এরপর কী করল?
  - মামা আবার কেন তার হাত চেপে ধরলেন?
  - এরপর মামা কী করলেন?
  - মামা আবার চোখ পাকান কেন?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠ থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত নামগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৪৯** মা বলতে থাকেন ... কত ভালো ছেলে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - মামা অন্তুর হাত খাবার থেকে সরিয়ে দিলেন কেন?
  - অন্তু এরপর কী করল?
  - মামা আবার কেন তার হাত চেপে ধরলেন?
  - এরপর মামা কী করলেন?
  - মামা আবার চোখ পাকান কেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৯ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "হাত ধুয়ে নাও" গল্পের ('মা বলতে থাকেন........কত ভালো ছেলে।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময়
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর শিক্ষক জুটিতে পড়ার নিয়মানুযায়ী পাঠটি শিক্ষার্থীদের পড়তে কলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে কেন?
  - অন্তুর বাবা-মা অন্তুর মামাকে কী বললেন?
  - মামা উত্তরে কী বললেন?
  - সন্ধ্যায় মামা দাঁড়িয়ে থেকে কী করলেন?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে শব্দার্থ ও শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৪৯-৫০ বাবা হেসেই বলেন... শুরু কিন্তু এখান থেকেই।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - অন্তুর অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে কেন?
  - অন্তুর বাবা-মা অন্তুর মামাকে কী বললেন?
  - মামা উত্তরে কী বললেন?
  - সন্ধ্যায় মামা দাঁড়িয়ে থেকে কী করলেন?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৪৯ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "হাত ধুয়ে নাও" গল্পের ('বাবা হেসেই বলেন .... শুরু কিন্তু এখান থেকেই।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা কী বলতে থাকেন?
  - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রথম কাজ কী?
  - রোগবালাইয়ের শুরু কোথা থেকে?

- তুমি কি ঠিকমতো হাত ধোও? কীভাবে ধোও?
- ভালো অভ্যাস কী কী?
- তোমার ভালো অভ্যাস কী কী?
- এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।

- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে শব্দার্থ ও শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৫০ দ্যাখো মামা... ধুয়ে নিতে হবে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - অন্তুকে বাবা-মার সামনে বসিয়ে মামা কী বলতে থাকেন?
  - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রথম কাজ কী?
  - রোগবালাইয়ের শুরু কোথা থেকে?
  - তুমি কি ঠিকমতো হাত ধোও? কীভাবে ধোও?
  - ভালো অভ্যাস কী কী?
  - তোমার ভালো অভ্যাস কী কী?
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫০ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা “হাত ধুয়ে নাও” গল্পের (‘দ্যাখো মামা........................ ধুয়ে নিতে হবে।’) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে, আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞোস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  পরিষ্কার দেখালেও কেন হাত পরিষ্কার হয় না?
  - হাতে কী লেগে থাকে?
  - কী কী কারণে জীবাণু হাতে লেগে থাকে?
  - জীবাণু কীভাবে পেটে চলে যায়?
  - জীবাণু থেকে কী কী রোগ হয়?
  - কখন কখন হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হবে?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ৫০** এটা একটা অভ্যাস... হাত ধুয়ে নাও।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - পরিষ্কার দেখালেও কেন হাত পরিষ্কার হয় না?
  - হাতে কী লেগে থাকে?

- কী কী কারণে জীবাণু হাতে লেগে থাকে?
- জীবাণু কীভাবে পেটে চলে যায়?
- জীবাণু থেকে কী কী রোগ হয়?
- কখন কখন হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হবে?

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৪ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা "হাত ধুয়ে নাও" গল্পের ('এটা একটা অভ্যাসের................হাত ধুয়ে নাও।') অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত পাঠটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
  এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন।
  দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে।
- শিক্ষক বোর্ডে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে শেখাবেন। শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখে নেবে। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লেখাবেন।
- এরপর আগের পাঠ থেকে অনুচ্ছেদ লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। যেমন–
  - কী করলে অসুখ-বিসুখ কমে যাবে?
  - অন্তু মামাকে কী বলে?
  - অন্তু মামাকে কী কথা দেয়?
  - সুস্থ থাকার জন্য আমরা কী করব?
  - অন্যদেরকে আমরা কী বলব?
  - এছাড়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত পাঠ থেকে পড়তে বলবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক অনুশীলনী ৫-এর কাজ লিখে আনতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে শব্দার্থ ও শব্দ দিয়ে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৫০-৫১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২ ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের পরিকল্পিত কাজ দেখাবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫০ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে পাঠ্যপুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠার অনুশীলনী ২-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে।
- শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষক অনুশীলনী ৩ এর প্রশ্নোত্তরের কাজটি করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য আজকের পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো দিয়ে বাড়ি থেকে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৫১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২ ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫১ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- শিক্ষক প্রথমে ক নং প্রশ্নোত্তর আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর খ – ঘ নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৪ নং অনুশীলনীর (খ-ঘ) নং প্রশ্নোত্তর বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৯ পৃষ্ঠা: ৫১-৫২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২ ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর যাচাই করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫১ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজও আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর ঙ নং প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। পরে সবাইকে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে শিক্ষক অনুশীলনী ৪-এর চ-ছ নং প্রশ্নোত্তর করাবেন।

- শিক্ষক প্রশ্নোত্তর প্রথমে আলোচনা করবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উত্তর বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক বলতে সহায়তা করবেন।
- এরপর খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
  শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ৬ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো দিয়ে বাড়ি থেকে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ১০ পৃষ্ঠা: ৫২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২ ২.৩.৪, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালের ৬ নং অনুশীলনী যাচাই করবেন।
  এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫২ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব।
- এরপর শিক্ষক কর্ম-অনুশীলনী ৭-এর কাজ করাবেন। শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন।
- এরপর এক এক করে সামনে এসে সবার উদ্দেশে বলতে বলবেন এবং অভিনয় করে দেখাতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য পাঠ থেকে ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- শেষে প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১১

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. হাত ধোয়ার সাথে আমাদের সুস্থ থাকার কী সম্পর্ক বুঝিয়ে লিখি।

....

....

....

....

....

২. নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লিখি।

শব্দ	বিপরীত শব্দ
হিসাব	
প্রিয়	
ধোয়া	
রোগ	
সোজা	

৩. 'হাত ধুয়ে নাও' গল্পটি পড়ে কী শিখলাম তা মা-বাবার সাথে / ভাই-বোনদের সাথে আলোচনা করি / লিখে জানাই।

....

....

....

....

....

৪. নিচের বিদেশি শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখি।

বিরিয়ানি ....

টয়লেট ....

জরুরি ....

স্টেডিয়াম ....

স্টেশন ....

মোদের বাংলা ভাষা

সুফিয়া কামাল

মোদের দেশের সরল মানুষ
কামার কুমার জেলে চাষা
তাদের তরে সহজ হবে
মোদের বাংলা ভাষা।

বিদেশ হতে বিজাতীয়
নানান কথার ছড়াছড়ি
আর কতকাল দেশের মানুষ
থাকবে বল সহ্য করি।

যারা আছেন সামনে আজও
গুণী, জ্ঞানী, মনীষীরা
আমার দেশের সব মানুষের
এই বেদন বুঝুন তারা।

ভাষার তরে প্রাণ দিল যে
কত মায়ের কোলের ছেলে

তাদের রক্ত–পিছল পথে
এবার যেন মুক্তি মেলে।
সহজ সরল বাংলা ভাষা
সব মানুষের মিটাক আশা।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে এই কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলেন। কামার, কুমোর, জেলে, চাষি সকলেই এই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার জন্যে ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করেছিল। তখন তাঁদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। গুলিতে ছাত্রসহ অনেকেই মারা গিয়েছিলেন। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা একমাত্র মাতৃভাষাই মেটাতে পারে। বাংলায় কথা বলার সময় বিদেশি ভাষা ব্যবহার না করা ভালো।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

কামার   কুমার   সহ্য করা   জ্ঞানী   মনীষী   রক্ত-পিছল   মুক্তি   বিজাতীয়
বেদন   মিটাক

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. বাংলাদেশে 'কামার কুমার জেলে চাষা' কোন ভাষাতে কথা বলেন?

খ. এ দেশের মানুষের 'বেদন' কী?

গ. কীসের ছড়াছড়ি সহ্য করতে মানা করা হচ্ছে?

ঘ. তাদের কেনা মুক্তির কথা বলা হয়েছে?

ঙ. বাংলা ভাষাকে সহজ-সরল ভাষা বলা হয়েছে কেন?

৪. কবিতাটি পড়ে কী বুঝলাম তা সংক্ষেপে লিখি।

৫. কবিতার প্রথম আট লাইন মুখস্থ বলি।

৬. কবিতার প্রথম আট লাইন বই না দেখে ঠিকভাবে লিখি।

৭. আমার প্রিয় মাতৃভাষা নিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৮. ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে খালি জায়গায় বসাই।

ক. লোহা পিতল দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন ....।	বিজাতীয়
খ. মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন ....।	জ্ঞানী
গ. যাঁর অনেক জ্ঞান আছে তিনি হলেন ....।	কামার
ঘ. ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন দেশের যারা তাদের বলে ....।	রক্ত-পিছল পথ
ঙ. রক্ত দিয়ে পিছল হয়েছে যে পথ তা হলো ....।	কুমার

৯. কর্ম-অনুশীলন।

ক. বাংলা ভাষার ওপর লিখিত অন্য কোনো কবিতা বা ছড়া শিখি ও আবৃত্তি করি।

খ. শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা ভাষাবিষয়ক স্মরণীয় বাণী পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে প্রদর্শন করি।

সুফিয়া কামাল

কবি-পরিচিতি

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ২০ এ জুন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'সাঁঝের মায়া', 'মায়াকানন', 'ইতল বিতল', 'স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০ এ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোদের বাংলা ভাষা

সুফিয়া কামাল

পৃষ্ঠা (৫৩–৫৫)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠবহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠবহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে। ২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধে কবিতাটি লেখা হয়েছে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, সকলেই বাংলায় কথা বলেন। দেশের সব মানুষই বাংলায় কথা বলে। কামার, কুমার, জেলে, চাষি সকলেই এই ভাষায় কথা বলে। এই ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করছিল, হরতাল করছিল। তখন তাদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। গুলিতে অনেকে মারা গিয়েছিল। মাতৃভাষার চেয়ে প্রিয় আর কোনো ভাষা হতে পারে না। বাংলাদেশের সব মানুষের ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্খা, একমাত্র মাতৃভাষা বাংলাই মেটাতে পারে। বিদেশের নানান ভাষার শব্দ বাংলা ভাষার ভিতর ঢোকানো ঠিক নয়। আমরা বাংলায় যখন কথা বলি,তখন নানান ইংরেজি শব্দ তার মধ্যে ব্যবহার করি, এটি করাও ঠিক নয়।

পাঠ বিভাজন : ৭

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৫৩ মোদের দেশের সরল মানুষ ... বলে সহ্য করি	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি দেখিয়ে জানতে চাইবেন।
- এটি কিসের ছবি? শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক বলবেন, এটি মিছিল বা আন্দোলনের ছবি। ভাষার জন্য ১৯৫২ সালে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করেছিল, হরতাল করছিল। মাতৃভাষার জন্য অনেকেই জীবন দিয়েছিল। তাদের এই ত্যাগের জন্য আজ আমরা আমাদের বাংলা ভাষাতে মন খুলে কথা বলতে পারি।
- এরপর শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা ভাষা নিয়ে একটি সুন্দর কবিতা পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে বইয়ের পৃষ্ঠা ৫৩ খুলতে বলবেন। ঠিকমতো খুলতে পারল কি না তা দেখবেন।
- এরপর বইয়ের ছবি নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? কে কী করছে? ইত্যাদি।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়ব তার নাম হলো 'মোদের বাংলা ভাষা'। কবিতাটি লিখেছেন সুফিয়া কামাল। শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠার কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

- এরপর প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতার ('মোদের দেশের সরল মানুষ......... থাকবে বলে সহ্য করি '।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- কামার কুমার, বিজাতীয়, চাষা ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৫৩** মোদের দেশের সরল মানুষ ... বলে সহ্য করি	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন।
  - কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা কবিতার ('মোদের দেশের সরল মানুষ......... থাকবে বলে সহ্য করি '।) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়াবেন।
- পড়াশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এনে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়তে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক আগের দিনের শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো লিখাবেন ও পড়াবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- ছোট উত্তরের প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- আমদের দেশে সকলের জন্য কোন ভাষা সহজ হবে? বিদেশি ভাষা আমাদের ভাষায় কীভাবে আছে? ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- আমাদের ভাষায় কোন ভাষার ছড়াছড়ি রয়েছে? কেন দেশের মানুষ এই ভাষাগুলো সহ্য করছে? কেন করছে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে আজকের পাঠের শব্দার্থ বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৫৩** যারা আছেন সামনে আজও... সব মানুষের মিটাক আশা।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - কবিতা ও কবির নাম বল।
  - কবিতার অংশবিশেষ আবৃত্তি কর।
  - শব্দার্থ ও ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর বল।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন, আজ আমরা "মোদের বাংলা ভাষা" কবিতার ('যারা আছেন সামনে আজও.................. সব মানুষের মিটাক আশা') অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষার্থীদের বইয়ের পৃষ্ঠা ৫৩ খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন।
- এরপর শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।

- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জনের দলে মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন। এরপর দলে কীভাবে কবিতাটি পড়তে হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। যেমন, প্রথমে একজন শিক্ষার্থী কবিতার ১ম লাইনটি পড়বে, পরের জন ২য় লাইন, এরপরের জন ৩য় লাইন এভাবে তারা আয়ত্ত করবে। এভাবে কয়েকবার তাদেরকে কবিতার অংশটি পড়তে বলবেন। কবিতার অংশ দেখে দেখে লিখতে বলবেন।
- পড়াশেষে সবাইকে আগের মতো বসতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। যেমন- জ্ঞানী, মনীষী, রক্ত, পিছল ইত্যাদি।
- পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- গুনী,জ্ঞানী, মনীষীরা কিসের বেদন বুঝে? ভাষার জন্য কারা প্রাণ দিল ? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৫৩ যারা আছেন সামনে আজও... সব মানুষের মিটাক আশা।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য, ছোট প্রশ্ন এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - গত দিনের পড়া কবিতাটি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করবেন।
  - কবিতার নাম ও কবির নাম কয়েকজনকে বলতে বলবেন।
  - ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা কবিতার ('যারা আছেন সামনে আজও......................... সব মানুষের মিটাক আশা') অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৩ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়াবেন।
- পড়াশেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে প্রমিত উচ্চারণে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাংশ পড়তে বলবেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়তে সাহায্য করবেন।
- এরপর শিক্ষক আগের দিনের শব্দগুলোর অর্থ ও বাক্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শব্দগুলো লিখাবেন ও পড়াবেন। এরপর শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লিখতে দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম,সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্যপড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ৫৪** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, বাক্য, মূলভাব এবং অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৩, ২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২, ২.৫.২ পড়া : ২.১.২, ২.১.৪, ২.২.২ লেখা : ২.১.৩, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং কবিতার মূলভাব কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতা ও কবির নামসহ কবিতাটি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাটি (প্রতি বেঞ্চের শিক্ষার্থী একদল হিসেবে) পড়তে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
  এরপর শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী পৃষ্ঠা ৫৪ এর ২, ৩, ৪ ও ৫-এর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। (প্রথমে কাজগুলো শিক্ষার্থীরা মুখে মুখে করবে পরে খাতায় লিখবে।)

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পৃষ্ঠা ৫৫-এর ৯ নং কর্ম–অনুশীলনীর আলোকে ‘মোদের বাংলা ভাষা’ কবিতার অনুকরণে বাড়ি থেকে লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ৫৫** অনুশীলনী	**উপকরণ:** শিক্ষক কর্তৃক ‘মোদের বাংলা ভাষা’ কবিতার অনুকরণে লিখিত একটি ছড়া বা কবিতার পোস্টার। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.৩.২, ২.১.২, ২.১.৩, ২.১.৪,২.২.২ পড়া : ২.১.২, ২.২.২ লেখা : ২.১.৩, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে দিয়ে আবৃত্তি করাবেন এবং কবিতার মূলভাব কয়েকজনের কাছে জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী পৃষ্ঠা ৫৫-এর ৬ ও ৭-এর অনুশীলনীর কাজ করাবেন। (প্রথমে কাজগুলো শিক্ষার্থীরা মুখে মুখে করবে, পরে খাতায় লিখবে।)
- এরপর ৮ ও ৯-এর অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- এরপর শিক্ষক 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতার অনুকরণে স্বরচিত কবিতার পোস্টার থেকে শিক্ষার্থীদের কবিতাটি পড়ে শোনাবেন ও আবৃত্তি করবেন।
- এরপর প্রতি বেঞ্চে একটি দল হিসেবে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে স্বরচিত কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠে উৎসাহিত এবং প্রশংসা করবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবির নামসহ 'মোদের বাংলা ভাষা' কবিতার আট লাইন বাড়ি থেকে ঠিকমতো লিখে আনতে বলবেন।
- কবিতাটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৭

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. আমাদের দেশের সরল মানুষগুলোর কাছে কোন ভাষা সহজ লাগে?

খ. বাংলা কাদের ভাষা?

গ. গুণী, জ্ঞানী ও মনীষীরা কী বোঝেন?

ঘ. ভাষার জন্য কারা প্রাণ দিল?

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই।

সহজ	জাতীয়
বিজাতীয়	কঠিন
বিদেশ	মূর্খ
জ্ঞানী	দেশ

৪. কবি সুফিয়া কামাল সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

৪. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. জ্ঞ... ....

খ. ত্ত্ব ....

গ. হ্য... ....

ঘ. প্র... ....

বাওয়ালিদের গল্প

আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ। এর প্রায় পুরোটাই সমতলভূমি। আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, বঙ্গোপসাগরের উপরে আমাদের সুন্দরবন। এই বনের সব গাছই বঙ্গোপসাগরের নোনা পানির উপরে বেঁচে আছে। এই বন নানা ধরনের হাজার রকমের পশু ও পাখিতে পূর্ণ। সুন্দরবনের কোনো কোনো জায়গায় গাছপালা এত ঘন যে, সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছায় না।

সুন্দরবনের তিন পাশে ছড়িয়ে আছে অনেক গ্রাম। গ্রামের মানুষরা কৃষিকাজ করে। গ্রামের অনেক মানুষ বন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করেন। মৌমাছিরা গাছে গাছে মৌচাক বানায়। যারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন, তাদেরকে বলে মৌয়াল।

সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের হাজার হাজার গাছ আছে। এই সব গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায়, যা অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। সুন্দরবনে যারা কাঠ কাটে ও বিক্রি করে, তাদেরকে বলে বাওয়ালি। তারা রোজ গ্রাম থেকে বনে এসে কাঠ কাটে, দিনের শেষে আবার কাঠ নিয়ে গ্রামে ফিরে যায়। বাওয়ালিদের কাজ খুবই কষ্টের। শুধু তাই না, এই বনে আছে অনেক ভয়ঙ্কর প্রাণী, যেমন বাঘ। বাঘ মাংসাশী প্রাণী। সে অন্য প্রাণী খেয়ে বাঁচে। যেমন: গরু, ছাগল, ভেড়া। বাঘ মানুষকে ও আক্রমন করে । তাই । সুন্দরবনে বাঘই মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ। তাছাড়া এই বনে বনবিড়াল, বুনোশুয়োর, ভালুক, সাপ আছে। আর পানিতে আছে কুমির ও হাঙর।

বাওয়ালি আর মৌয়ালরা সুন্দরবন থেকে অনেক দূরের গ্রামে থাকেন। রোজ রোজ বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাহলে কোথাও তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। রাতের বেলায় হিংস্র জন্তুরা তাদের আক্রমণ করতে পারে। তাই তারা মাটি থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে গাছের ডালপালার ভিতরে ঘর তৈরি করেন। এই ঘরকে বলে টং।

বাওয়ালিদের অন্য বিপদও আছে। সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে লবণাক্ত পানির নদী আর ছোট খাল বয়ে চলেছে। মানুষ লবণাক্ত পানি খেতে পারে না। সেই জন্য বাওয়ালিরা তাদের সাথে পানির ছোট ছোট পাত্র রাখেন। তারা এই পানি খুবই সাবধানে ব্যবহার করেন। একটুও অপচয় করে না। পানি শেষ হয়ে গেলে সহজেই খাওয়ার পানি পাওয়া যাবে না সুন্দরবনে। সেজন্য সুন্দরবন থেকে নানা কিছু সংগ্রহ করার জন্য যারা বনে যায়,তাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং বাক্য তৈরি করে লিখি।

জন্মভূমি   সমতল ভূমি   কৃষিকাজ   চাষাবাদ   সংগ্রহ করা   পরিশ্রম   হিংস্র
মাংসাশী   সতর্ক   লবণাক্ত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রথমে বলি ও পরে লিখি।

ক. সুন্দরবন বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

খ. সুন্দরবনের গাছপালা কোথা থেকে পানি পায়?

গ. বাওয়ালি কারা?

ঘ. বাওয়ালিদের কাজ এত বিপদজনক কেন?

ঙ. কীভাবে মানুষ এই বন থেকে অর্থ আয় করে, দুইটি উপায় বলি।

চ. সুন্দরবনে কাজ করার সময় কোনটি বাওয়ালিদের কাছে বেশি মূল্যবান, খাবার না খাবার পানি? কেন?

ছ. টং কী? বাওয়ালিরা কেন গাছের উপরে টং তৈরি করে?

জ. বাওয়ালিরা কেন কাঠ কাটেন?

ঝ. মৌয়াল ও বাওয়ালিদের কাজ বর্ণনা করি।

৩. খাতায় লিখে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজে কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে
বাওয়ালি				
মৌয়াল				

৪. নিজের জানা যেকোনো কাজ নিয়ে ছকটি পূরণ করি।

(একটি ছক বা টেবিল তৈরি করে শিক্ষার্থীরা পূরণ করবে।)

পেশার নাম	কাজ	কাজের স্থান	এই কাজে কতটা বিপদ	এই বিপদে চলার জন্য কী কী সমাধান আছে

৫. উপরের ছকের তথ্য ব্যবহার করে কাজটি সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

৬. ছবির নিচে পেশার নাম লিখি এবং পেশাটি সম্পর্কে একটি করে বাক্য তৈরি করি।

....

....

....

....

....

....

....

....

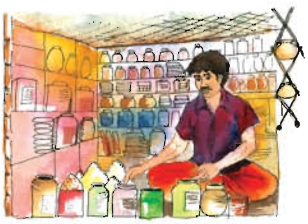

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

বাওয়ালিদের গল্প
(পৃষ্ঠা ৫৬–৬০)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.৩ রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.৪ রূপকথা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
৪.১ দেখা ঘটনার বিষয়ে অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ দেখা ঘটনার বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৪.১.২ দেখা ঘটনার বিষয় অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।

২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি একটি বিশেষ পেশাজীবী মানুষ ও বাওয়ালি সম্পর্কে। সুন্দরবন অঞ্চলে যারা কাঠ কাটে, সেই কাঠ জোগাড় করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে, তাদের নাম বাওয়ালি। তাদেরকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয় জীবনধারণের জন্য। তারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে এসব কাজ করতে গেলে তাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৫৬ আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ ... মাটিতে পৌঁছায় না।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে (সমতল ভূমি, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি) প্রকাশ করে এমন ছবি **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
    - গতকাল যে কবিতাটি পড়েছি তা নাম কী?
    - কবিতাটির অংশবিশেষ আবৃত্তি কর?
    - জ্ঞানী, গুণী, মনীষীরা কীসের বেদন বুঝবেন?

- কাদের কারণে আজ আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারি? কে কে উত্তর বলতে পারবে হাত তুলতে বলবেন। তারপর এক এক করে কয়েকজনের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন।

- এরপর শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা একটি নতুন মজার গল্প পড়ব। আজকের গল্পটি হচ্ছে সুন্দরবন প্রসঙ্গে। এরপর সুন্দরবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ঘটনা জানা আছে কি না জানতে চাইবেন। দুই/একজনের কাছ থেকে শুনবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের গল্পের নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। আজকের গল্পের নাম হলো ''বাওয়ালিদের গল্প''।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এরপর গল্পের ছবি নিয়ে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে আলোচনা করবেন। যেমন-
  - ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?
  - দূরে কী দেখা যাচ্ছে?
  - হরিণগুলো কী করছে?
  - এ রকম দৃশ্য তোমরা কোথায় দেখেছ? ইত্যাদি।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (আমাদের জন্মভূমি..................সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছায় না।) অংশটুকু পড়ব।
  শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- জন্মভূমি, সমতলভূমি, কৃষিকাজ ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে গল্পের নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৫৬** সুন্দরবনের তিন পাশে ... তাদেরকে বলে মৌয়াল'	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যকে (সমতল ভূমি, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদি) প্রকাশ করে এমন ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমনঃ
  - বাংলাদেশের প্রায় ভূমি কী রকম?
  - সুন্দরবন কোথায় অবিস্থিত?
  - এই বনে কী কী আছে?
  - মৌয়ালেরা কী করে?
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (সুন্দরবনের তিন পাশে ....তাদেরকে বলে মৌয়াল) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- দলে বসে প্রত্যেকে ২ (দুই) লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে।
- এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পঠিত অংশে যে সমস্ত শব্দ অজানা/নতুন মনে হবে,আলোচনা করে তা খাতায় লিখতে বলবেন।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- বন, ঘন, সংগ্রহ ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জিজ্ঞেস করবেন।
  যেমন- মৌয়ালেরা কী করে?
  সুন্দরবন কোথায় অবিস্থিত? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৫৭** সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের ... কুমির আর হাঙর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালে পরিকল্পিত কাজ যাচাই করবেন।
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৭ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের..........পানিতে আছে কুমির আর হাঙর) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- ভয়ঙ্কর, মাংসাশী, বিপদ ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- গ্রামের মানুষ বন থেকে কী কী সংগ্রহ করে? মৌমাছিরা গাছে গাছে কী বানায়? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৫৭ সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের ... কুমির আর হাঙর	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্পপড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - যারা তাদের কাঠ কাটে কী বলে?

- তারা গাছ কাটতে কোথায় যায়?
- সুন্দরবনের পানিতে কী থাকে?
- এছাড়া শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দেওয়া ইত্যাদি।

- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৭ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (সুন্দরবনে বিভিন্ন ধরনের............পানিতে আছে কুমির আর হাঙর) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জনের দলে মুখোমুখি বসিয়ে দলের কাজগুলো বুঝিয়ে দেবেন। যেমন: দলে বসে প্রত্যেকে দুই লাইন করে পড়বে,অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে দুই বার পড়বে।
- শিক্ষক দলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথানিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। আগের দিনের মতো কয়েকজনকে পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৫টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- ভয়ঙ্কর, মাংসাশী, বিপদ ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জিজ্ঞেস করবেন। যেমন- গ্রামের মানুষ বন থেকে কী কী সংগ্রহ করে? মৌমাছিরা গাছে গাছে কী বানায়? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ৫৮** বাওয়ালি আর মৌয়ালরা...এই ঘরকে বলে টোঙ	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - সুন্দরবনে থাকে কয়েকটি ভয়ঙ্কর প্রাণীর নাম বল?
  - সুন্দরবনের পানিতে কী থাকে? ইত্যাদি।
  - গল্পটি নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে বলবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (বাওয়ালি আর মৌয়ালরা.......................... এই ঘরকে বলে টোঙ) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন। এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পুরো পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অজানা/নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য তাদের জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও পড়াবেন। যেমন- সম্ভব, আক্রমণ, লবণাক্ত ইত্যাদি।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে
- গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন- যারা তাদের কাঠ কাটে কী বলে? সুন্দরবনের পানিতে কী থাকে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা: ৫৮** বাওয়ালিদের অন্য বিপদও আছে ... অবলম্বন করতে হয়।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** গল্প পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে শব্দার্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লেখাবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো খুলতে পারল কি না খেয়াল করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা বাওয়ালিদের গল্পের (বাওয়ালিদের অন্য বিপদও আছে .... গাছে আছে মধু আর পানিতে মাছ) পর্যন্ত অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে পারছে কি না তা শিক্ষক লক্ষ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পুরো পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন এবং জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন-প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ২ লাইন পড়বে অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। ঠিক একইভাবে জোড়ার আরেকজন ২য় লাইন পড়বে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন এবং দলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়াশেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৫৮ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কাজ	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.১, ২.৪.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ১-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে শব্দগুলোর অর্থ জানতে চাইবেন। পরে শব্দার্থ খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৫৯ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কাজ	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৭.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে শব্দার্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লেখাবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। অন্যরা শুনবে। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে প্রশ্ন করে জানতে চাইবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৪ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এবার শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৫ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৯ **পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০** অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনীর কাজ	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১, ৪.১.১, ৪.১.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৭.১, ২.৩.৬ , ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গত দিনের পাঠ থেকে শব্দার্থ, বাক্য, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লেখাবেন।
- এরপর আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৯ খুলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন, আজ আমরা অনুশীলনীর কাজ করব। এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫-এর নির্দেশনা একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীরা শুনে কী বুঝল তা প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শিক্ষার্থীরা না বুঝলে শিক্ষক নির্দেশনা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন।
- এরপর প্রথমে অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। পরে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- একইভাবে ৬ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১০

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি :

বঙ্গোপসাগর	সুন্দরবন	মৌয়াল	বাওয়ালি	কুমির

মধু সংগ্রহ করে ....

নোনা পানি ....

কাঠ কাটে ....

ভয়ঙ্কর প্রাণী ....

দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ....

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই :

মাংসাশী	আনন্দ
দক্ষিণ	চাঁদ
কষ্ট	তৃণভোজী
সূর্য	উত্তর

৩. শিক্ষক বোর্ডে বড় করে “বাওয়ালি” লিখবেন এবং চারটি করে বাক্যের মাধ্যমে তারা কী বোঝে তা লিখতে বলবেন।

৪. ছবিটি দেখে দুইটি বাক্য লিখি:

পাখির জগৎ

বড় বোন ঝরনা। নতুন ক্লাসে উঠেছে। স্কুল থেকে পেয়েছে নতুন বই। শুরু হবে তার ক্লাস। বইটা হাতে পেয়ে তার সে কী আনন্দ! পাতা উল্টেই চোখ আটকে গেল একটা কবিতায়।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

পাশে বসেই পড়া করছিল ছোট ভাই সাম্য। কবিতার কথাগুলো সাম্যকে ভাবিয়ে তুলল। তাই তো, ভোর হলেই পাখি ডেকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায়। পাখিরা যেন ভোরের দূত। চড়ুই শালিক এরকম দুই-একটা দুয়েকটা পাখি সাম্য দেখেছে। কিন্তু আরও যে নানা ধরনের পাখি আছে, সে সব পাখির কথা জানতে ইচ্ছে করে তার। মাকেই সে জিজ্ঞেস করবে পাখিদের কথা।

আচ্ছা মা, পাখিরা কি রাতে ঘুমায় না? ভোর না হতেই কিচিরমিচির করা শুরু করে দেয়। মা বলেন, তা হবে কেন। পাখিরাও ঘুমায়। মা বলেন, পাখির দেশ, নদীর দেশ বাংলাদেশ। পাখিরা প্রকৃতির শোভা। গাছে গাছে ঝোপঝাড়ে নদীতীরে তাদের বিচরণ। কখনো তারা দল বেঁধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কখনো পাতার ফাঁকে চুপ করে বসে থাকে। কখনও খাবারের খোঁজে পোকামাকড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মা আরও বললেন, দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। এদের গায়ের রং সাদা-কালো। এরা থাকে লোকালয়ে আর গভীর জঙ্গলে। গাছের উঁচু ডালে মাঝে মাঝে মধুর সুরে গান গায়। ছোট ডাল, খড়কুটো ও শিকড়-বাকড় দিয়ে বাসা বানায়। নানা ফুলের মধু আর কীটপতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য।

ছোট্ট পাখি চড়ুই। চড়ুই আমাদের ঘরেরই কেউ। লোকালয়ই এদের প্রিয় জায়গা। বাসাবাড়ির ঘুলঘুলিতে খড়, টুকরো কাপড়, শুকনো ঘাস দিয়ে এরা বাসা তৈরি করে। মাথা ছাই রঙের। পিঠে বাদামি পালক। তার উপরে কালো ছোট দাগ। ডানার উপরে সাদা অথবা লালচে রেখা। এরা কীটপতঙ্গ খেয়ে ফসলের শত্রু নাশ করে। শস্যদানা এদের প্রিয় খাদ্য।

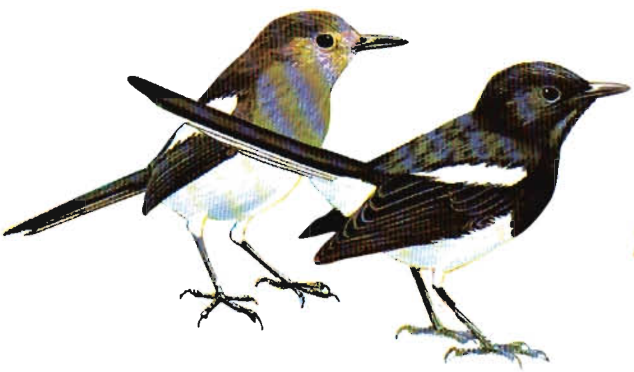
দোয়েল

চড়ুই

ছোট্ট আরেক পাখি টুনটুনি। পালকের রং জলপাই সবুজ। মাথায় লালচে রঙের ছোপ। লম্বা ঠোঁটের রং কালচে খয়েরি। পায়ের রং হলুদাভ। লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়। এরা মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালোবাসে। চমৎকার বাসা বানায়। পোকামাকড় খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে। ফুলের মধুই টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।

টুনটুনি

আবাবিল

বুলবুলি

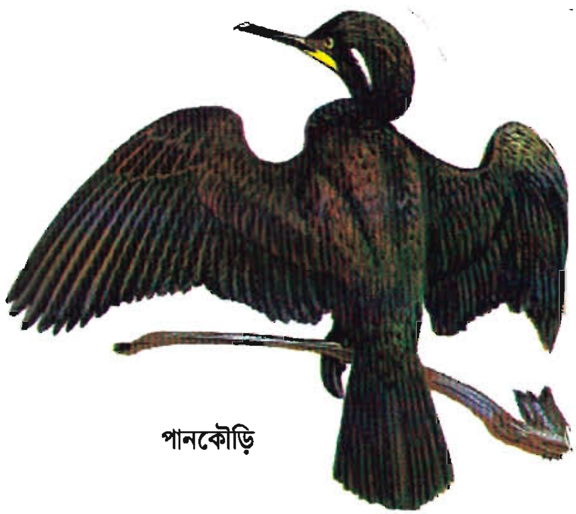

পানকৌড়ি

চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল স্বভাবের আরেকটি পাখি হলো বুলবুলি। বুলবুলির মাথা ও গলা কালো। মাথার উপর রাজকীয় কালো ঝুঁটি। এর তলপেট সাদা। তলপেটের শেষে লাল ছোপ। এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে।

পানির সঙ্গে যার সখ্য, সেই পাখিটির নাম পানকৌড়ি। পুকুর, খাল ও বিল এদের বিচরণক্ষেত্র। কুচকুচে কালো এই পাখি ডুব দিয়ে তিন মিটার পর্যন্ত সাঁতরাতে পারে। এদের পায়ের পাতা হাঁসের মতো। ঠোঁট তীক্ষ্ম আর বাঁকানো। এরা জলজ কীটপতঙ্গ খেতে ভালোবাসে।

বাঁশপাতি

শালিক

বাংলাদেশে আরও অনেক পাখি আছে। এই পাখিগুলো হলো খঞ্জনা, ডাহুক, কোকিল, বাঁশপাতি, শ্যামা, ধনেশ, পানডুবি, ফিঙে, টিয়া, বাবুই ইত্যাদি। মা বলেন, পাখিরা মানুষের বন্ধু। এরা অনেক উপকারী। পাখিরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিচরণ   চমৎকার   পরিবেশ   ঝুঁটি   নাশ

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

উপকারী	লোকালয়ে	পরিবেশ	কীটপতঙ্গ

ক. নানা ফুলের মধু ও .... পাখিদের প্রিয় খাবার।

খ. চড়ুই পাখি .... থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

গ. আমাদের .... রক্ষার প্রতি সচেতন হওয়া উচিত।

ঘ. পাখিরা মানুষের বন্ধু, এরা অনেক ....।

৩. যুক্তবর্ণগুলো দেখি ও যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দগুলো পড়ি ও লিখি।

আনন্দ	ন্দ	ন	দ	মন্দ, দ্বন্দ্ব
উল্টা	ল্ট	ল	ট	পাল্টা, মাল্টা
জিজ্ঞেস	জ্ঞ	জ	ঞ	আজ্ঞা, বিজ্ঞ
জঙ্গাল	ঙ্গা	ঙ	গ	মঙ্গাল, রঙ্গা
লম্বা	ম্ব	ম	ব	খাম্বা, কম্বল

৪. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. চড়ুই পাখির প্রিয় জায়গা–

১. বন ২. লোকালয়

৩. স্কুলঘর ৪. আস্তাবল

খ. পানকৌড়ি খেতে ভালোবাসে –

১. মাছ ২. মাংস

৩. কীটপতঙ্গা ৪. গাছের পাতা

গ. পাখিরা পরিবেশকে –

১. নষ্ট করে ২. দূষণ করে

৩. সবুজ রাখে ৪. সুন্দর রাখে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. পাখিদের ভোরের দূত বলা হয়েছে কেন?

খ. জাতীয় পাখি দোয়েলের বৈশিষ্ট্য কেমন?

গ. কোন পাখি আমাদের ঘরেরই কেউ? কেন?

ঘ. কোন পাখি পরিবেশ সুন্দর রাখতে সাহায্য করে? কীভাবে?

ঙ. বুলবুলি পাখি দেখতে কেমন?

৬. বাক্য রচনা করি।

আটকে গেল ক্লাস শস্যদানা স্বভাব

৭. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক ছবিটি মিলাই।

খুব দ্রুত উড়তে পারে

শিকড়-বাকড় দিয়ে বাসা বানায়

লেজ নাড়িয়ে টুই টুই শব্দ করে উড়ে বেড়ায়

লোকালয় এদের প্রিয় জায়গা

পানিতে বেশি সময় থাকে

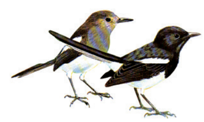

৮. ব্যবহার শিখি ।

টি, টা, খানা, খানি, এটি, ওটি, এগুলো, ওগুলো

টি	–	পাখিটি দেখতে কী সুন্দর!
টা	–	শেলফের বইটা কার?
খানা	–	বইখানা দাও।
খানি	–	মুখখানি তার ভারি মিষ্টি।
এটি	–	এটি আমার বই।
ওটি	–	ওটি কার বই?
এগুলো	–	এগুলো পাখির ছবি।
ওগুলো	–	ওগুলো ধরো না।

৯. কর্ম অনুশীলন।

আমার দেখা যেকোনো একটি পাখির কথা বর্ণনা করি।

পাখির জগৎ
(পৃষ্ঠা ৬১–৬৬)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে।
	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে।
	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.৩ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
	২.২.৪ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
৩.৪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে শুনে বুঝতে পারবে।	৩.৪.১ বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
	১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে।
	২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে।
	১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
	১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.৩ গল্প পড়তে পারবে।
	২.৪.৪ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।

২.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে। ২.৭.২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
২.৫ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বণনা লিখতে পারবে।	২.৫.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে পারবে।
৩.১ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।	৩.১.২ পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবে। ৩.১.৩ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি বাংলাদেশের পাখি সম্পর্কিত পাঠ। এখানে প্রাকৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের কয়েকটি পাখির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জগৎ অর্থাৎ পশু-পাখি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন- এই লক্ষ্যে পাখিবিষয়ক পাঠ্যবিষয়ে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে নিজের দেশ, প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হয়, দেশের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, এসব দিক বিবেচনায় এনে এটি পাঠ্য করা হয়েছে। শিক্ষক শিখন-শিক্ষণ কার্যাবলি সম্পাদনের সময় এই কথাগুলো মনে রেখে পড়ালে পাঠটি পড়ানোর বিষয়টি অধিক অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা: ৬১** বড় বোন ঝরনা... পাখিদের কথা।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, সংগৃহীত যেকোন পরিচিত পাখির ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৭.১, ২.৭.২ **লেখা :** ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং তাদের জীবনাভিজ্ঞতা যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - শিক্ষার্থীরা পাখি চেনে কি না জিজ্ঞেস করবেন।
  - কী কী পাখি চেনে-কয়েকজনের কাছে নাম জিজ্ঞেস করবেন।
  - শিক্ষক কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে পাখির নাম জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গল্পটি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন–
  বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পাখি আছে। আমাদের সকাল হয় পাখির ডাক শুনে। নাম জানা এবং নাম না জানা অনেক পাখি আমরা দেখতে পাই আমাদের চারদিকে। এদের মধ্যে কোনো কোনো পাখি নিজে বাসা বানাতে পারে আবার কোনো কোনো পাখি বাসা বানাতে পারে না, এরা অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে। এ রকম নানা কাহিনী নিয়ে আজ আমরা পাখিদের কথা শুনব।
- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের পাখির ছবি বোর্ডে বা শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানিয়ে দেবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা কোন কোন পাখির ছবি দেখছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে পাখি চিনে পাখির নাম বলতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। তাদের প্রশংসা করবেন। আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (বড় বোন ঝরনা.................. পাখিদের কথা) পড়ব ও আলোচনা করব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শুরুতেই কোন পাখির ছবি রয়েছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এবার শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা দেখবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে গল্পের নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে
- শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- শিক্ষক আজকের পাঠের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৬২** আচ্ছা মা .... প্রধান খাদ্য।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, সংগৃহীত যেকোনো পরিচিত পাখির ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - আজ শিক্ষার্থীরা কী কী পাখি দেখেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - পাখিরা কীসের দূত?
  - সাম্য কার কাছে পাখির কথা জিজ্ঞেস করবে?
  - তোমার চেনা কয়েকটি পাখির নাম বল।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পেটির নির্ধারিত অংশ (আচ্ছা মা, পাখিরা কি রাতে ঘুমোয় না?.................. অতিথি পাখি দুই শো) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের তা ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসতে বলবেন এবং জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ২ লাইন পড়বে, অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। ঠিক একইভাবে জোড়ার আরেকজন ২য় লাইন পড়বে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন এবং দলে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়াশেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: প্রজাতি, বিচরণ, দূত, শোভা। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
- শিক্ষক ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে তাদের দেখা পাখি সম্পর্কে বলতে বলবেন, অন্যেরা শুনবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন জানতে চাইবেন। যেমন- পাখিরা কিসের দূত? সাম্য কার কাছে পাখির কথা জিজ্ঞেস করবে?
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- নতুন নতুন শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা:** ৬২ ছোট পাখি ... টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, দোয়েল, চড়ুই ও টুনটুনির পোস্টারে প্রদর্শনযোগ্য ছবি (শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আঁকিয়ে এনেও এই ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ পড়া ও লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - ভোর হতেই পাখিরা কী শুরু করে?
  - বাংলাদেশ কিসের দেশ?
  - পাখিদের বিচরণ কোথায় কোথায় থাকে?
- গত দিনেব পবিকল্পিত কাজ দেখাবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পটির (মা আরো বললেন------------------- মাথা ছাই রঙের।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৬২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: জঙ্গল– ঙ্গ = ঙ + গ , লম্বা – ম্বা = ম + ব ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লেখাবেন। দোয়েল, টুনটুনি ও চড়ুই কে কে দেখেছে? কোথায় দেখেছে তা জানতে চাইবেন। যারা দেখেনি সুযোগ থাকলে তাদের দেখার সুযোগ করে দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। যেমন- ভোর হতেই পাখিরা কী শুরু করে? খাবারের খোঁজে পাখিরা কী করে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ ও বাক্য গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৬২ ছোট পাখি ... টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, দোয়েল, চড়ুই ও টুনটুনির পোস্টারে প্রদর্শনযোগ্য ছবি (শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে আঁকিয়ে এনেও এই ছবি প্রদর্শন করা যেতে পারে)। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ পড়া ও লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে গতকালে পরিকল্পিত কাজ দেখাবেন। এছাড়া নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - পাখিরা কীসের দূত?
  - আজ শিক্ষার্থীরা কী কী পাখি দেখেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - কারো জীবনে পাখি নিয়ে কোনো ঘটনা থাকলে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা

পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পটির (পিঠে বাদামি পালক ....টুনটুনির সবচেয়ে প্রিয়।) অংশটুকু পড়ব।

- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৬২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- দোয়েল ও টুনিটুনি কোথায় দেখেছে ও পাখি দুটির বর্ণনা শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন। লেখা শেষ হলে খাতা দেখে দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন জানতে চাইবেন। যেমন- খাবারের খোঁজে পাখিরা কী করে? চড়ুইয়ের প্রিয় জাগগা কোনটি? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ৬৩** চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল... পাখিরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৬৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাখিদের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এ পর্যন্ত কী কী পাখি সম্পর্কে জেনেছে?
  - কী কী জানতে পেরেছে? কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পটির (চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল ....পাখিরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য ছোট উত্তরের প্রশ্ন করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটিপড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন- চড়ুই পাখির মাথার রং কেমন? চড়ুই পাখি কী খায়? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৬৩ চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল... পাখিরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৬৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাখিদের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - আজ শিক্ষার্থীরা কী কী পাখি দেখেছে তা জিজ্ঞাসা করবেন।
  - চড়ুইয়ের মতো আরো একটি চঞ্চল পাখির নাম বলো।
  - পানকৌড়ি কেন পাখির নাম রাখা হয়েছে?
  - পাখিরা পরিবেশের কী উপকারে আসে? কারো জীবনে পাখি নিয়ে কোন ঘটনা থাকলে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাখির জগৎ' গল্পটির (চড়ুইয়ের মতো চঞ্চল........................পাখিরা পরিবেশকে সুন্দর রাখে।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: চমৎকার,পরিবেশ। শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ **পৃষ্ঠা:** ৬৪-৬৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী দশটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে একটি করে পাখির ছবি দেবেন। ছবিটি কোন পাখির তা চিহ্নিত করে দলে আলোচনা করতে বলবেন। এখানে ২-৩ মিনিট সময় দেবেন।
- এরপর একে একে প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবেন পাখিটি সম্পর্কে তারা কী আলোচনা করেছে। প্রত্যেক দলের বলার পর যদি আরো কিছু অন্য দল জানে, সেটাও অন্য দলকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।'
- প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক. আমাদের দেশের বিভিন্ন............... প্রাণী রয়েছে। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর
- শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- ৩ নং অনুশীলনীর 'যুক্তবর্ণগুলো কয়েকজনকে শুদ্ধ উচ্চারণে ভেঙে পড়তে দেবেন।
- শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে কন্যা, বরকন্দাজ যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ দুটি লিখবেন এবং ভেঙে কীভাবে লিখতে হয় দেখিয়ে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক তার প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের ভেঙে লিখতে দেবেন। যেমন: আনন্দ, উল্টা ইত্যাদি।
- শিক্ষক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ দিয়ে একটি করে শব্দ তৈরি করতে বলবেন। যেমন: ন্দ = আনন্দ, ল্ট = উল্টা ইত্যাদি।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ **পৃষ্ঠা: ৬৫** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, প্রশ্নের উত্তর লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে ডেকে তাদের হাতে একটি করে পাখির ছবি দেবেন। শিক্ষার্থীদের ছবিটি এমনভাবে রাখতে বলবেন, যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা দেখতে না পায়। যে শিক্ষার্থী যে পাখির ছবি পেয়েছে তার সম্পর্কে বলবে, অন্যরা শুনবে এবং বলতে হবে পাখিটির নাম কী। যে বর্ণনা শুনে পাখিটির নাম বলতে পারবে, তাকে তালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন।
- এভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরা তার পাওয়া পাখির বর্ণনা দেবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা বর্ণনা শুনে বলবে পাখিটির নাম কী? সব পাখির নাম বলা হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৫ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৪নং প্রশ্ন

করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।

- শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন তৈরি করে বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক) চড়ুই পাখির প্রিয় জায়গা -
  ১. বন ২. লোকালয়
  ৩. স্কুলঘর ৪. আস্তাবল
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন, তারা উত্তর বলবে।
- শিক্ষক এভাবে ৪ নং অনুশীলনীর ক - ঘ প্রশ্নগুলো করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দিবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- বাক্য রচনা করি। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- টুনটুনি ও দোয়েল পাখি দেখতে কেমন ও তাদের আচরণ শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন। লেখা শেষে খাতা দেখে দেবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৯ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৯ **পৃষ্ঠা:** ৬৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১, ২.২.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২ ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন: শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত কোন কোন পাখি সম্পর্কে জেনেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - আজ সকালে কী কী পাখি দেখেছে?
  - সেই পাখিরা কী করছিল?
- সব বলা হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৬ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ঠিক জায়গায় বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ছবির সাথে মিলাতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষক ৮ নং অনুশীলনীর টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদির ব্যবহার শেখাবেন। শিক্ষক প্রথমে মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৯ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- যেকোনো একটি পাখির বর্ণনা লিখি।
- শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো গল্পটি ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১০
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটির সঠিক স্থানে, দাঁড়ি এবং প্রশ্নবোধক কমা বসাই।

পাখি কোথায় থাকে গাছে গাছে যখন পাখি ডাকে তখন আমার খুব ভালো লাগে আমাদের দেশে রয়েছে চড়ুই বুলবুলি পানকৌড়ি শালিক আরো কত না পাখি

২. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি :

দশ হাজার প্রজাতির	চড়ুই	দোয়েল	দূত	টুইটুই

ফুলের মধু ....

কীটপতঙ্গ ....

পাখি ....

টুনটুনি ....

পাখি ....

৩. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই :

কালো	খাটো
টক	সাদা
লম্বা	নিচে
উপরে	মিষ্টি

৪. বুলবুলি, পানকৌড়ি দোয়েল পাখি সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লিখি।

৫. পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল শিক্ষক যাচাই করার ক্ষেত্রে উপরের একটিভিটিগুলো ব্যবহার করবেন।

৬. শিক্ষক অনুরূপ কাজ নিজে তৈরি করবেন এবং ক্লাসে ব্যবহার করবেন।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

সেদিন হতে দিদিকে আর কেনই-বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?

খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি, – তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা, দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে –
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস না তারে উড়িয়ে মা গো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবে কী মা বল!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই
এমন সময়, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না- তাইতো জেগে রই;
রাত হলো যে, মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

ছোট্ট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে, তা সে জানে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। সে কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। মা উত্তর দিতে পারেন না। মুখ লুকিয়ে কাঁদেন।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

শোলক　　জোনাই　　দিদি　　নেবু　　ভুঁইচাঁপা　　মাড়াস নে

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই।

দিন	–	রাত
ঘুম	–	জাগরণ
ঢাকা	–	খোলা
নতুন	–	পুরনো
জ্বলা	–	নেভা

৪. ডান দিক থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিই ও খাতায় লিখি।

ক. কোথায় জোনাকি জ্বলে?	নেবুর তলে / বাঁশবাগানে/ শিউলিতলে / তাল তলায়
খ. বুলবুলি কোথায় লুকিয়ে থাকে?	শিউলির ডালে / ভুঁইচাঁপার ডালে/ আমের ডালে / ডালিমের ডালে
গ. কে শোলক বলতেন?	মা / দিদি / দাদু / বাবা
ঘ. ঝিঁঝি কোথায় ডাকে?	ঝোপ–ঝাড়ে / গাছের ডালে/ আঁধার রাতে / ঘরের মাঝে
ঙ. ঘুম আসে না কেন?	নেবুর গন্ধে / ঝিঁঝির ডাকে/ চাঁদের আলোতে / ফুলের গন্ধে

৫. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

খ. কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

গ. কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

ঘ. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

ঙ. আমিও নাই, দিদিও নাই, কেমন মজা হবে– এ কথা বলে কী বোঝানো হয়েছে?

চ. খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছেন?

ছ. কেন খুকি মাকে ডালিম গাছের ফল ছিঁড়তে বারণ করেছে?

৬. নিচের শব্দগুলো ঠিকভাবে সাজাই (যেমন– বাঁশবাগান)।

পুতুল	তলে
থোকায়	ধারে
পুকুর	বিয়ে
নেবুর	ঘরে
শোলক	থোকায়
কাজলা	বাগান
বাঁশ	বলা
নতুন	দিদি

৭. কবিতাটি বিরামচিহ্ন দেখে ও ভাব বজায় রেখে পড়ি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবি-পরিচিতি

১৮৭৮ সালের ২৭ এ নভেম্বর যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতা রচনা ছাড়াও 'মানসী' ও 'পূর্বাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পল্লিপ্রীতি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'লেখা', 'কেয়া', 'বন্ধুর দান' ইত্যাদি। 'কাজলা দিদি' কবিতাটি 'কাব্যমালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

কাজলা দিদি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পৃষ্ঠা (৬৭–৭০)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতেও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠ-বহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠ-বহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে। ২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।
২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

কবিতাটি দিদি বা বড় বোনকে নিয়ে লেখা। এই কবিতার কথক (যে কথাগুলো বলছে) হচ্ছে ছোট বোন, শ্রোতা হচ্ছেন মা। এখানে দিদির অনুপস্থিতির কথা নানাভাবে বলা হচ্ছে। দিদি ছিল এই বোনটির সারাক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু সে চিরদিনের জন্য সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে। পেছনে রয়ে গেছে অনেক স্মৃতি। বিশেষ করে দিদির সঙ্গে মিলে এই ছোট বোনটি কত খেলাধুলা করছে। অথচ আজ সে নেই, ছোট বোনটি কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। তার পুতুল বিয়ের সময় দিদি থাকবে না। গাছের তলাও ভুঁইচাপা ফুলে ভরে গেছে। ডালিম গাছে লুকিয়ে আছে বুলবুলি পাখি। সন্ধ্যার সময় ঝিঁঝি ডাকছে। রাতে বাঁশবাগানের উপর চাঁদ উঠেছে। অথচ এই মুহূর্তে দিদি নেই। ছোট বোনটি দিদির অভাব কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না, বার বার সে মাকে দিদির কথা জিজ্ঞেস করছে। কেন দিদি নেই, কেন আসছে না – এই হলো তার প্রশ্ন। ছোট একটি মেয়ের জিজ্ঞাসা, আর্তি ও কষ্টের অনুভূতির কথা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়।

পাঠ বিভাজন : ৫

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৬৭-৬৮ বাঁশবাগানের মাথার উপর... কেমন মজা হবে, অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের ছবিটি দেখিয়ে জানতে চাইবেন।
- এটি কীসের ছবি? শিক্ষার্থীরা বলতে না পারলে শিক্ষক বলবেন, এটি মিছিল বা আন্দোলনের ছবি।
  - ক্লাসে কারো কি দিদি আছে?
  - ছবি দেখে কী মনে হচ্ছে?
  - কেউ কি কখনো বাঁশবাগান দেখেছ?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন আজ 'কাজলা দিদি' কবিতাটি পড়ব। প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার কবিতা ও কবির নাম উচ্চারণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সমস্বরে বলতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার অংশ (বাঁশবাগানের মাথার উপর.......................কেমন মজা হবে) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৭ খুলতে বলবেন। শুরুতে কী কী ছবি আছে তা জানতে চাইবেন।
- এরপর শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন এবং বলবেন কবিতাটি লিখেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
- শিক্ষক বইয়ের ৬৭ - ৬৮ পৃষ্ঠার কবি পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত পঙক্তি প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও পঙক্তির নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ৬৭-৬৮ বাঁশবাগানের মাথার উপর... কেমন মজা হবে	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - কোথায় চাঁদ উঠেছে?
  - কোথায় জোনাই জ্বলে?

- কেন ঘুম আসে না? উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।

- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'কাজলা দিদি' কবিতার (বাঁশবাগানের মাথার উপর.........................কেমন মজা হবে) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৭ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীর কবিতার অংশটুকু মুখস্থ শুনবেন এবং সবাইকে কবিতার অংশটুকু না দেখে খাতায় লিখতে বলবেন।
- এ সময় শিক্ষক বোর্ডে নির্দিষ্ট পাঠের উপর ছোট উত্তরের প্রশ্ন লিখবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় উত্তর লিখবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- কোথায় চাঁদ উঠেছে? কোথায় জোনাই জ্বলে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ থেকে নতুন শব্দের অর্থ লিখে নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৬৮-৬৯** ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে...কাজলা দিদি কই, অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা, অনুশীলনী	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.৩.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৬.২, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - মা দিদির কথা শুনলে আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকে?
  - দিদি কোথায় গেছে?
  - খুকি কোথায় গিয়ে লুকোতে চায়?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন আজও আমরা 'কাজলা দিদি' কবিতার (ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে...........কাজলা দিদি কই?) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণ পড়াবেন।

- শিক্ষক পঠিত অংশটুকুর বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায়,আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
  এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৩ নং প্রশ্ন করাবেন। এখানে বিপরীত শব্দের বিভিন্ন উদাহারণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৯ খুলতে বলবেন। প্রথমে শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং অনুশীলনীর ৪ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ঠিক জায়গায় বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের শব্দের সাথে মিলাতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- শিউলি গাছে তল কীসে ভরে গেছে? কোথায় বুলবুলি লুকিয়ে থাকে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।
- শিক্ষক আগামী ক্লাসে অনুশীলনী ৬ বাড়ি থেকে চর্চা করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৬৮,৭০ ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে...কাজলা দিদি কই, অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা, অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.৩.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৬.২, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - শিউলি গাছে তল কিসে ভরে গেছে?
  - কোথায় বুলবুলি লুকিয়ে থাকে?
  - কোথায় ঝিঁঝিঁ ডাকে?
- আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও 'কাজলা দিদি' কবিতার (ভুঁইচাঁপাতে ভরে গেছে............কাজলা দিদি কই?) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।

- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৬৮ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণ (৬-৮) পড়াবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি, কবিতা থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং কবিতাটির অংশ বিশেষ যতিচিহ্ন ব্যবহার করে লেখা শিখেছি।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭০ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলোকে মিলাতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং অনুশীলনী ৮ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে স্ব রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠে উৎসাহিত এবং প্রশংসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৫

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটির সঠিক স্থানে, দাঁড়ি এবং প্রশ্নবোধক কমা বসাই।

আমার নাম আলী,আমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি আমরা চার ভাই বোন আমি বড় তারপর আমার বোন অঙ্কন তার আমার ভাই রাতুল এবং তারপর আমার আরেকটি ছোট বোন আনিকা আমার স্কুলে যেতে ভালো লাগে আমার বন্ধুরা হলো মিতা রীতু অনিক সুজন আর অলি

২. বাক্য রচনা কর।

ক. দিদি ....

খ. চাঁদ ....

গ. পুতুল ....

ঘ. বাঁশবাগান ....

৩. কাজলা দিদি কবিতাটির কোন জায়গাটি তোমার ভালো লেগেছে? তিনটি বাক্যে লিখ।

৪. পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল শিক্ষক যাচাই করার ক্ষেত্রে উপরের একটিভিটিগুলো ব্যবহার করবেন।

৫. শিক্ষক অনুরূপ একটিভিটি নিজে তৈরি করবেন এবং ক্লাসে ব্যবহার করবেন।

পাঠান মুলুকে

সৈয়দ মুজতবা আলী

সর্দারজি চুল বাঁধতে, দাড়ি সাজাতে আর পাগড়ি পাকাতে আরম্ভ করলেন। তখনই বুঝতে পারলুম যে পেশাওয়ার পৌঁছতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি। গরমে, ধুলো, কয়লার গুঁড়োয়, কাবাব-রুটিতে আর স্নানাভাবে আমার গায়ে একরত্তি শক্তি নেই। বিছানা গুটিয়ে হোল্ডল বন্ধ করতেও পারছিলাম না। কিন্তু পাঠানের সঙ্গে ভ্রমণ করাতে সুখ আছে। আমাদের কাছে যেটা কঠিন বলে বোধ হয়, পাঠান সেটা গায়ে পড়ে করে দেয়।

ইতোমধ্যে গল্পে গল্পে জেনে গেছি পাঠান মুলুকের প্রবাদ। দিনের বেলা পেশাওয়ার ইংরেজের, রাত্রে পাঠানের। গাড়ি পেশাওয়ার পৌঁছবে রাত নয়টায়। তখন যে কার রাজত্বে পৌঁছব, তাই নিয়ে মনে মনে নানা ভাবনা ভাবছি, এমন সময় দেখি গাড়ি এসে পেশাওয়ারেই দাঁড়াল। বাইরে ঠা-ঠা আলো, নয়টা বাজল কী করে, আর পেশাওয়ারে পৌঁছুলাম বা কী করে? এখন চেয়ে দেখি সত্যি নয়টা বেজেছে।

প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই। জিনিসপত্র নামাবার ফাঁকে লক্ষ করলুম। ছয় ফুটি পাঠানের চেয়েও একমাথা উঁচু এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে উত্তম উর্দুতে আমাকে বললেন, তাঁর নাম শেখ আহমদ আলী। আমি নিজের নাম বলে একহাত এগিয়ে দিলাম। তিনি তাঁর দুহাতে সেটি লুফে নিয়ে দিলেন এক চাপ পরম উৎসাহে, গরম সংবর্ধনায়! হঠাৎ আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে খাস পাঠানি কায়দায় আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দু পশ্‌তুতে মিলিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। তার অনুবাদ –'ভালো আছেন তো, মঙ্গল তো, সব ঠিক তো, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েনি তো?' আমি 'জি হাঁ, জি না' করেই যাচ্ছি। আর ভাবছি গাড়িতে পাঠানদের কাছ থেকে তাদের আদবকায়দা কিছুটা শিখে নিলে ভালো করতাম। খানিকটা কোলে-পিঠে, খানিকটা টেনে-হিঁচড়ে তিনি আমাকে স্টেশনের বাইরে এনে একটা টাঙ্গায় বসলেন। আমি তখন শুধু ভাবছি ভদ্রলোক আমাকে চেনেন না জানেন না। আমি বাঙালি তিনি পাঠান। তবে যে এত সংবর্ধনা করছেন তার মানে কী? এর কতটা আন্তরিক, আর কতটা লৌকিকতা?

আজ বলতে পারি পাঠানের অভ্যর্থনা সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক। অতিথিকে বাড়িতে ডেকে নেওয়ার মতো আনন্দ পাঠান অন্য কোনো জিনিসে পায় না। আর সে অতিথি যদি বিদেশি হয়,তাহলে তো আর কথাই নেই।

টাঙ্গা তো চলছে পাঠানি কায়দায়। আমাদের দেশে সাধারণত লোকজন রাস্তা সাফ করে দেয় – গাড়ি সোজা চলে। পাঠান মুলুকে লোকজন যার যে রকম খুশি চলে। গাড়ি এঁকে-বেঁকে রাস্তা করে নেয়। ঘণ্টা বাজানো, চিৎকার বৃথা। খাস পাঠান কখনো কারো জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেয় না। সে স্বাধীন, রাস্তা ছেড়ে দিতে হলে তার স্বাধীনতা রইল কোথায়? কিন্তু ওই স্বাধীনতার দাম দিতেও সে কসুর করে না। ধরা যাক, ঘোড়ার নালের চাট লেগে তার পায়ের এক খাবলা মাংস উড়ে গেল এতে সে রেগে গালাগালি, মারামারি বা পুলিশে ডাকাডাকি করে না। পরম শ্রদ্ধায় ও বিরক্তি সহকারে ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করে, দেখতে পাস না? গাড়োয়ানও স্বাধীন পাঠান – ততোধিক অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলে, 'তোর চোখ নেই?' ব্যস্। যে যার পথে চলল।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

স্নানাভাবে একরত্তি হোল্ডল ঠা-ঠা আলো আলিঙ্গান করা পশ্‌তু অভ্যর্থনা নির্জলা বৃথা খাস ঘোড়ার নালের চাট অবজ্ঞা টাঙ্গা কসুর প্লাটফরম

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

বৃথা	আলিঙ্গান	অভ্যর্থনা	একরত্তি	ঠা-ঠা আলো

ক. আমার চোখে .... ঘুম নেই।

খ. এত .... চোখ মেলে তাকানো যায় না।

গ. ঈদের সময় আমরা সবাই .... করে থাকি।

ঘ. তাদের .... অনেক ভালো ছিল।

ঙ. যে কথা শুনে না,তাকে বোঝানোই ....।

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সর্দারজি চেনা যায় কী দেখে?
খ. দিনের বেলায় ও রাত্রে পেশাওয়ার শহরে কী হয়?
গ. পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন হয়ে থাকে এবং কেন?
ঘ. পাঠানেরা কীভাবে টাঙ্গা চালায়?

৪. ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন – মূল ক্রিয়াপদ – যাওয়া। এই ক্রিয়াপদটি থেকে অনেকগুলো শব্দ হতে পারে। যেমন–

যাই – আমি বাড়ি যাই।
যাব – আমি বিকেলে খেলা দেখতে যাব।
গিয়েছি – আমি ওখানে গতকালও গিয়েছি।
যেতাম – ছোটবেলায় আমি প্রায়ই মামাবাড়ি যেতাম।

এখন নিচের ক্রিয়াপদগুলো দিয়ে একইরকম ভাবে শব্দ ও বাক্য লিখি।

আসা, খাওয়া, করা

৫. বাক্য রচনা করি ।

ভ্রমণ   পেশাওয়ার   ঠা–ঠা আলো   সংবর্ধনা   ডাকাডাকি   অবজ্ঞা

৬. বিপরীত শব্দ লিখি এবং তা দিয়ে একটি করে বাক্য লিখি।

আরম্ভ	শেষ	আজ আমার পরীক্ষা শেষ হলো ।
গরম	ঠান্ডা	শীতকালে প্রচুর ঠান্ডা লাগে।
কঠিন	....	....
ভেতর	....	....
দিন	....	....
দাঁড়ানো	....	....
আলো	....	....
উঁচু	....	....

৭. কর্ম-অনুশীলন।

নিজে বেড়িয়ে এসেছি এ রকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

লেখক-পরিচিতি

১৯০৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর সৈয়দ মুজতবা আলী আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বভারতী থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগের অধীনে কাবুল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কাবুল প্রবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর ‘দেশে বিদেশে’ গ্রন্থে। ১৯৭৪ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠান মুলুকে
(পৃষ্ঠা ৭১–৭৪)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে।
	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে।
	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
	২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
	১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে।
	২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে।
	১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
	১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে।
	২.৪.২ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.১ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।	৩.১.২ পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে লিখতে পারবে। ৩.১.৩ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি একটি ভ্রমণকাহিনীমূলক পাঠ। পেশোয়ার ভ্রমণে গিয়ে লেখক পাঠানদের জীবনযাত্রায় যে বৈচিত্র্য লক্ষ করেছেন - তা এই ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠানদের সংবর্ধনা, অতিথিদের জন্য পাঠানদের আন্তরিক অভ্যর্থনা সম্পর্কে লেখকের কিছু অভিজ্ঞতা এই পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনচেতা পাঠানদের চলাফেরার কিছু মজার ঘটনাও এই পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে।

পাঠ বিভাজন : ৮

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৭১ সর্দারজি যখন চুল বাঁধতে... সত্যি নয়টা বাজে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবইয়ের ৭১ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - কখনও ট্রেনে করে ভ্রমণ করেছে কি না জিজ্ঞেস করুন?
  - যদি করে থাকে তাদের মধ্যে মজার অভিজ্ঞতার কথাগুলো জানতে চান।
  - শিক্ষক কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীর কাছে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন– এটি একটি ভ্রমণকাহিনীমূলক পাঠ। পেশোয়ার গিয়ে লেখক পাঠানদের জীবনযাত্রায় যে বৈচিত্র্য লক্ষ করেছেন- তা এই ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠানদের

সংবর্ধনা, অতিথিদের জন্য পাঠানদের আন্তরিক অভ্যর্থনা সম্পর্কে লেখকের কিছু অভিজ্ঞতা এই পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনচেতা পাঠানদের চলাফেরার কিছু মজার ঘটনাও এই পাঠে উপস্থিত রয়েছে।

- শিক্ষক ভ্রমণের ছবি বোর্ডে বা শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানিয়ে দেবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা কী দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে বলতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। তাদের প্রশংসা করবেন। আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও লেখকের নাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক বইয়ের ৭৪ পৃষ্ঠার লেখক পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাঠান মুলুকে' গল্পেটির নির্ধারিত অংশ (সর্দারজি যখন চুল বাঁধতে..................সত্যি নয়টা বাজে) পড়ব ও আলোচনা করব।
- এবার শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন স্নানাভাবে, একরত্তি, হোল্ডল।
- শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
- ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে এমন ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন, অন্যরা শুনবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া ছোট উত্তরের প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- ভ্রমণের শেষ মুহূর্তে লেখকের কেমন লাগছিল? লেখক যখন পেশোয়ার পৌঁছালেন তখন কয়টা বাজে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- নতুন নতুন শব্দের অর্থ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৭২** প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই... আর কতটা লৌকিকতা।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - লেখক যখন পেশোয়ার পৌঁছালেন, তখন কয়টা বাজে?
  - লেখক পাঠান মুলুকের কোন প্রবাদ জানতে পেরেছিলেন?
  - ভ্রমণের শেষ মুহূর্তে লেখকের কেমন লাগছিল?
- শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাঠান মুলুকে' গল্পটির নির্ধারিত (প্ল্যাটফরমে বেশি ভিড় নেই------------------- আর কতটা লৌকিকতা।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।

- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: সংবর্ধনা, খাস, আলিঙ্গন, পশ্‌তু। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? একইভাবে আরো প্রশ্ন-উত্তর করবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- পাঠান লোকটি লেখককে দেখার পর কী করলেন? স্টেশনের বাইরে তারা কিসে করে যাত্রা শুরু করলেন? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৭২ আজ বলতে পারি... যে যার পথ চলল।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - লেখক এক হাত এগিয়ে দিতেই পাঠান লোকটি কী করেছিল?
  - পাঠান লোকটি উর্দু-পশতুতে মিলিয়ে লেখককে কী বলেছিল?
  - লেখক পাঠান লোকটির সংবর্ধনা কীভাবে নিয়েছিলেন?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাঠান মুলুকে' গল্পটির নির্ধারিত (আজ বলতে পারি...........যে যার পথ চলল।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর করবেন। যেমন- পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন? টাঙ্গা কেমন কায়দায় চলছিল? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা:** ৭২ আজ বলতে পারি... যে যার পথ চলল।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - পাঠানদের অভ্যর্থনা কেমন?
  - টাঙ্গা কেমন কায়দায় চলছিল?
  - স্বাধীন গাড়োয়ান অবজ্ঞা প্রকাশে কী বলেছিল?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাঠান মুলুকে' গল্পটির নির্ধারিত (আজ বলতে পারি................যে যার পথ চলল ।)অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: অভ্যর্থনা, নির্জলা, বৃথা, খাস, ঘোড়ার নালের চাট। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? একইভাবে আরো প্রশ্ন-উত্তর করবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৭৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী দশটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে একটি করে গল্পের সাথে জড়িত এ রকম কোন ছবি দেবেন, যেমন- ট্রেন, স্টেশন, ঘোড়ার গাড়ি, পাগড়ি পড়া পাঠানের ছবি, গাড়োয়ান ইত্যাদি। ছবিটি কীসের তা চিহ্নিত করে দলের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এখানে ২-৩ মিনিট সময় দেবেন।
- এরপর একে একে প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবেন, তারা কী আলোচনা করেছে। প্রত্যেক দলের বলার পর যদি আরো অনেক কিছু অন্য দল জানে, সেটাও অন্যদলকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক. আমার চোখে.............. ঘুম নেই। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- শিক্ষক শব্দগুলো বলবেন, শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে নেবে। শব্দগুলো দিয়ে বইয়ের বাইরে আরেকটি করে বাক্য লিখতে বলবেন।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৭৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** অনুশীলনী	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে গল্পটি পড়ে কেমন লেগেছে তা জিজ্ঞেস করবেন। তারা এই গল্পের মতো অন্য কোনো গল্প জানে কি না তা জিজ্ঞাসা করবেন। ২/৩ শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- পাঠ্যাংশ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭৩ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলন ৩ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন করাবেন। এখানে মূল ক্রিয়াপদের বিভিন্ন উদাহারণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।

- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৭ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৭৪ অনুশীলনী	উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক পাঠের আলোচ্য বিষয়: অনুশীলনী	শিখনফল শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২ লেখা : ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৭.১, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। প্রথমে শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন অনুশীলনী এবং ৫নং প্রশ্ন করাবেন বাক্য রচনা করি। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনীর ৬ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বিপরীত শব্দ লিখে তা দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনীর ৭ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- নিজে বেড়িয়ে এসেছি এ রকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলি। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে গল্পটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৮

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. দাগ টেনে মেলাই।

সর্দারজি	রাত্রে পাঠানের
শেখ আহমদ আলী	সম্পূর্ণ নির্জলা আন্তরিক
দিনের বেলা পেশওয়ার ইংরেজের	পাঠানি কায়দায়
পাঠানের অভ্যর্থনা	দাড়ি সাজান আর পাগড়ি পাকান
টাঙ্গা চলছে	উত্তম উর্দুতে কথা বলেন

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই :

ভদ্র	দেশি
স্বাধীন	আঁকা-বাঁকা
বিদেশি	অভদ্র
সোজা	পরাধীন

৩. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ তৈরি করে বাক্য লিখি :

স্ট	ন্দ

৪. তুমি যদি ট্রেনে ভ্রমণ করতে, তাহলে কী কী করতে? তিনটি বাক্যে লিখ।

৫. পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল শিক্ষক যাচাই করার ক্ষেত্রে উপরের অনুশীলনীগুলো ব্যবহার করবেন।

৬. শিক্ষক অনুরূপ অনুশীলনী নিজে তৈরি করবেন এবং ক্লাসে ব্যবহার করবেন।

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সে তো
আর কোনোখানে কেহ পাইবে না ভাই।
হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে
সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিনু
কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাহি জানিতাম কোনো কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক–
মুখে নাহি ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা–র পিছু পিছু!

পাঠশালা হতে যবে
ঘরে ফিরি যাব সবে,
কত না আদরে কোলে তুলি নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে
শুধাবেন কত সুখে
'কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা?'
পড়া লেখা ভালো হলে
দেখেছ সে কত ছলে

ঘরে ঘরে মা আমার কত নাম করে!
বলে, 'মোর খোকামণি।
হীরা–মানিকের খনি,
এমনটি নাই কারো!' শুনে বুক ভরে!

দিবানিশি ভাবনা
কিসের ক্লেশ পাব না,
কিসে সে মানুষ হব, বড় হব কিসে;
বুক ভরে ওঠে মা–র
ছেলেরি গরবে তার
সব দুখ সুখ হয় মায়ের আশিসে।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

আমাদের সবার জীবনে 'মা' কথাটি একটি মধুমাখা নাম। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়। শৈশবে মা আমাদের গভীর মমতায় লালন করেন। ভালোভাবে লেখাপড়া করলে, জীবনে সফল হলে মা খুশি হন। অন্যদিকে মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ ঘুচে যায়।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

মতন সুধা হেরিলে পরান যাতনা নিনু ছিনু বাক শুধাবেন সোহাগ

৩. কবিতার একটি চরণ দেওয়া আছে, পরবর্তী চরণ লিখি।

হেরিলে মায়ের মুখ,

....

মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,

....

সকল যাতনা ভোলে

....

৪. কবিতাটি আবৃত্তি করি।

৫. কবিতার প্রথম আটটি চরণ মুখস্থ লিখি।

৬. কবিতাটিতে কবি কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বলি ও লিখি।

৭. আমার 'মা' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখি।

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ এ মে কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুরস্রষ্টা, গীতিকার ও সংগীতশিল্পী। তিনি 'নবযুগ' ও 'ধূমকেতু' সহ আরও অনেক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "মা" কবিতাটি 'ঝিঙেফুল' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ এ আগস্ট ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মা

কাজী নজরুল ইসলাম

পৃষ্ঠা (৭৫–৭৭)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে।
	১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে।
	২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
	১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠবহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
	২.১.৪ পাঠবহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে।
	২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে।
	১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।
	১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে।
	২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।

২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে। **লেখা** ১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে। ১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে। **লেখা** ১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে। ১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে। ২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে। ২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি মা-বিষয়ক একটি পাঠ। কবি এখানে তার মা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন। ছন্দে ছন্দে শিক্ষার্থীদের মনে তাদের মায়ের জন্য যে ভালোবাসা, তা বের করে গুরুজনদের প্রতি সচেতন ও যত্নবান করে তোলার প্রয়াস এ কবিতাটি। শিক্ষক কবিতাটি পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের আবেগ ব্যবহার করে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ৪

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৭৫ যেখানেতে দেখি যাহা... পিছু পিছু	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - ছবি দেখে কী মনে হচ্ছে?
  - মা আমদের কেন দরকার?
  - মাকে কেন আমরা ভালোবাসি?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা 'মা' কবিতাটি পড়ব। কবিতাটি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক বইয়ের ৭৭ পৃষ্ঠার কবি-পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭৫ খুলতে বলবেন। শুরুতে কী কী ছবি আছে তা জানতে চাইবেন।

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার (যেখানেতে দেখি যাহা ---------------- শুধু মা-র পিছু পিছু) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত পঙক্তিগুলো প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: সুধা, হেরিলে, যাতনা, জনম, চাহনি। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এছাড়া পাঠের উপর প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- যখন জন্মেছিলাম তখন কেন অসহায় ছিলাম? কাঁদা ছাড়া আর কেন কিছু জানতাম না তখন? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য চর্চা করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ৭৬ পাঠশালা হতে যবে... সুখ হয় মায়ের আশিসে, অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ,২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, , ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৬.২, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - যখন জন্মেছিলাম,তখন কেন অসহায় ছিলাম?
  - কাঁদা ছাড়া আর কেন কিছু জানতাম না তখন?
  - আমরা সবসময় ছোটবেলায় মার পিছু পিছু কেন থাকি?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'মা' কবিতার (পাঠশালাতে হতে যবে.........সুখ হয় মায়ের আশিসে) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণ পড়াবেন।
- শিক্ষক পঠিত অংশটুকুর বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।

- এবার শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন এবং বাক্য লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন।
- পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন-
  পাঠশালা থেকে ফিরে এলে মা কী করেন? মা কত নামে ডাকেন? এবং কেন? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পৃষ্ঠা ৭ নং অনুশীলনীর আলোকে 'মা' কবিতার অনুকরণে বাড়ি থেকে অনুচ্ছেদ চর্চা করে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৭৬ পাঠশালা হতে যবে... সুখ হয় মায়ের আশিসে, অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ,২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, , ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন। যেমন:
  - পাঠশালা থেকে ফিরে এলে মা কী করেন?
  - মা কত নামে ডাকেন? এবং কেন?
  - মায়ের আশিস কেন দরকার?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও 'মা' কবিতার (পাঠশালা হতে যবে........ সুখ হয় মায়ের আশিসে) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭৬ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণ (৬-৮) পড়াবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি, কবিতা থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্যরচনা এবং কবিতাটির অংশবিশেষে যতিচিহ্ন ব্যবহার করে লেখা শিখেছি।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৭৭ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৩ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে

কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।

- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের কবিতার মূলভাব বলতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দিবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের প্রথমে অনুচ্ছেদটি বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে স্ব রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠে উৎসাহিত এবং প্রশংসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৪

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. নিচের ঘর থেকে সঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

সুধা, সোহাগ, পরান, যাতনা, বাক

ক কষ্ট: ....

খ. মধু: ....

গ. কথা: ....

ঘ. আদর: ....

ঙ. প্রাণ: ....

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

জানিতাম, বাক, মায়ের, মাতা

ক.. মতন এত আদর সোহাগ।

খ. কাঁদা ছাড়া নাহি .... কোন কিছু।

গ মুখে নাহি ছিল .... ।

ঘ. কত না আদরে কোলে তুলি নেবে .... ।

৩. মা সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

৪. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই।

জীবন	ছেলে
মা	মৃত্যু
ছেলে	ভারি
হালকা	বাবা

৭৮
ঘুরে আসি সোনারগাঁও

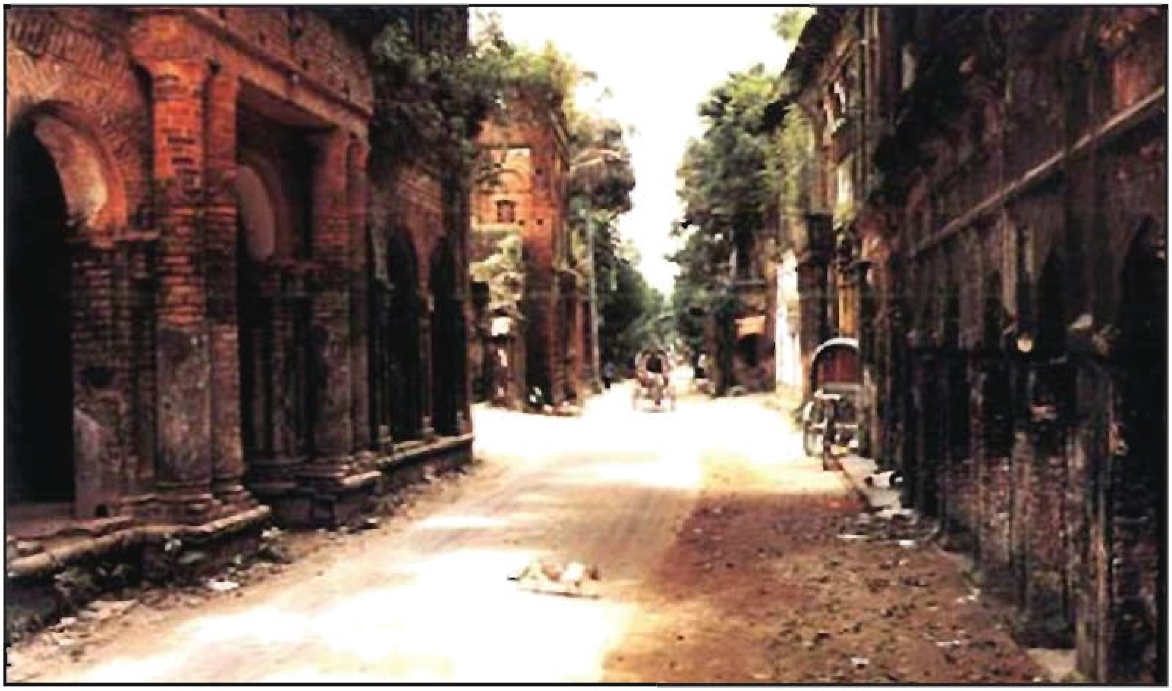

পানাম নগর, সোনারগাঁও

জানুয়ারির মাঝামাঝি। শীতের সকাল। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্য কেবল উঁকি দিচ্ছে আকাশে। এর মধ্যে সবাই পৌঁছে গেছে স্কুলে। সাবিহা, নমিতা, কবির, সুবীর সবাই। হাসান স্যার তো আগেই এসে গেছেন।

সবাই যাবে শিক্ষাসফরে। ঐতিহাসিক সোনারগাঁও যাবে তারা। কী আনন্দ, কী উল্লাস সবার মনে।

সাবিহা ভাবছিল সোনারগাঁও আসলে দেখতে কেমন? এটা কি সোনা দিয়ে মোড়া কোনো গ্রাম? হঠাৎ তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। হাসান স্যার সবাইকে বাসে ওঠার জন্য তাড়া দিলেন। সবাই সুশৃঙ্খল হয়ে বাসে বসল। হাসান স্যার এবার ঢাকার একটি ম্যাপ ঝুলিয়ে দেখালেন, বললেন—এই দেখ, সোঁনারগাঁও। ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। এটা নারায়ণগঞ্জ জেলায়। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে এ প্রাচীন নগরী সোনারগাঁওয়ের অবস্থান।

সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছিল হাসান স্যারের কথা। তিনি জানালেন, আমরা গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি ফেলে এসেছি। এবার আমাদের বাস চলছে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কপথে। কাচপুর ব্রিজ পার হয়ে একটু গেলেই সোনারগাঁও।

দেখতে দেখতে বাস এসে পৌঁছাল সোনারগাঁও। সোনারগাঁওয়ের মাটিতে পা দিয়েই সাবিহার মন খুশিতে ভরে উঠল। চারদিকে সবুজ গাছপালা আর শীতের সকালের মিষ্টি রোদ্দুর। প্রথমেই তাদের চোখে পড়ল একগম্বুজ-বিশিষ্ট একটা প্রাচীন মসজিদ। স্যার বললেন, এটা হচ্ছে গোয়ালদি মসজিদ। মোগল স্থাপত্য শৈলীর অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে এ মসজিদে। তবে এটা তৈরি হয়েছিল মোগলরা বঙ্গদেশে আসারও আগে।

হাসান স্যার আরও জানালেন, প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ নগর সুবর্ণগ্রাম। পরে এর নাম হয় সোনারগাঁও। ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী। ঈশা খাঁ ছিলেন এই অঞ্চলের শাসক।

সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর। এ যেন নগরের মধ্যে আরেক নগর! সাবিহার ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।

এর একটামাত্র রাস্তা। তার দুই পাশে সারি সারি অনেকগুলো প্রাচীন দালান। দালানগুলো খুব উঁচু নয়। সবগুলোই দোতলা। প্রায় একশো বছরেরও আগের তৈরি। এখানেই ধনী ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন। সোনারগাঁও তখন ছিল মসলিন কাপড় তৈরির প্রসিদ্ধ স্থান। সোনারগাঁওয়ে তৈরি মসলিনের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও কদর ছিল। পরে সুতি কাপড়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে এটি। কিন্তু এদেশে ইংরেজরা আসার পর দেশি কাপড়ের কদর যায় কমে।

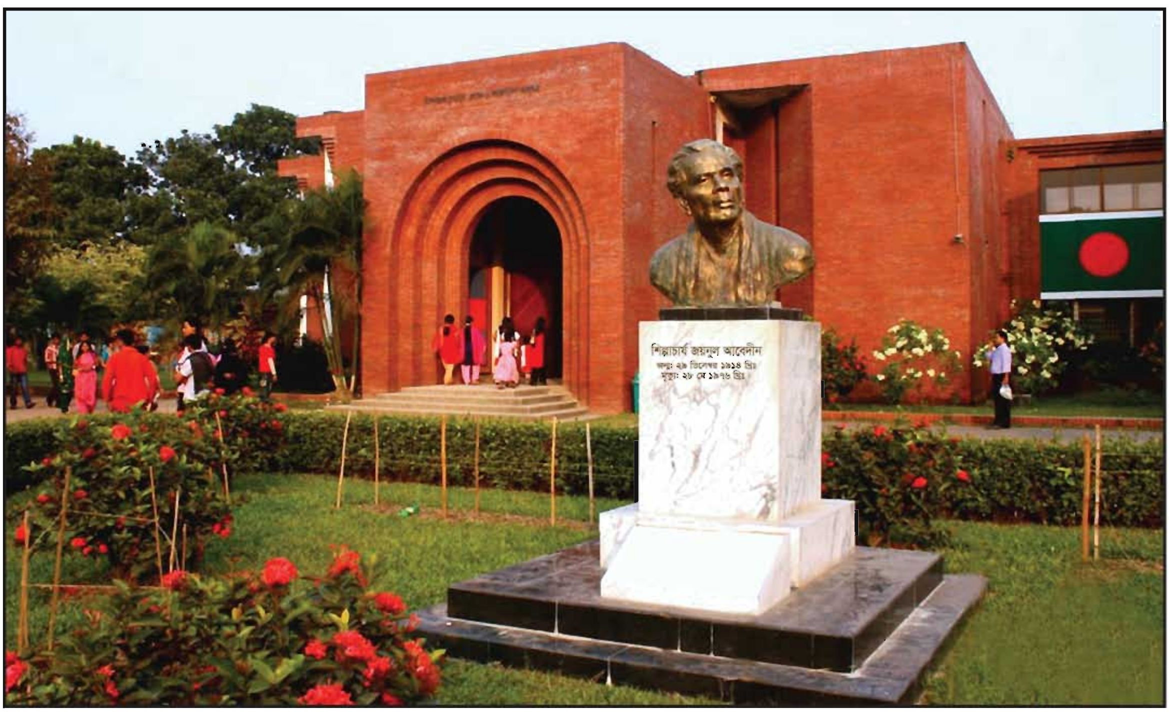

লোকশিল্প জাদুঘর, সোনারগাঁও

তখন বিলিতি কাপড় আসা শুরু করে এ দেশে। বন্ধ হয়ে যায় এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য। এ শহরের পুরনো দালান বাংলার অভূতপূর্ব স্থাপত্যশৈলী। আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসেবে যেন সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমাদের শেষ গন্তব্য সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর দেখার পালা।

একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে। সোনারগাঁওয়ের জাদুঘরে ঢুকতে ঢুকতে সবুজের স্নিগ্ধ স্পর্শে সাবিহার মনটা ভরে গেল। কী চমৎকার একটা লেক, শান্ত পুকুর আর গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।

প্রথমেই সবাই ঢুকে পড়ল লোকশিল্প জাদুঘরে। জাদুঘরটা সাধারণ জাদুঘর নয়, লোকশিল্পের জাদুঘর। আমাদের গ্রামীণ মানুষের তৈরি জিনিসপত্রকে বলে লোকশিল্প। হাসান স্যারই কথাটা বুঝিয়ে দিলেন। যে বাড়িতে জাদুঘরটা করা হয়েছে,তার আদি নাম বড় সর্দারবাড়ি। দারুণ কারুকাজ করা এর প্রবেশপথ। কত্তো জিনিস যে আছে দেখবার, শিখবার। কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্মিত। কী সুন্দর জামদানি শাড়ি আর কী বাহার ওই নকশি কাঁথার।

সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদিন। তাঁর সংগ্রহশালায় গিয়ে আরও মুগ্ধ সবাই। তিনি ছিলেন অনেক বড় শিল্পী।

শখের হাঁড়ি

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। এবার ঐতিহাসিক সোনারগাঁও থেকে আমাদের ফেরার পালা। বাসের জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের ছবি দেখতে দেখতে ফিরে এলাম ঢাকা। এ স্মৃতি আমাদের মনে গাঁথা থাকবে অনেক দিন।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

ঐতিহাসিক গম্বুজ বঙ্গদেশ স্থাপত্য নিদর্শন শাসনকর্তা অঞ্চল সমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ মসলিন বিলিতি অভূতপূর্ব অস্তগামী স্মৃতি লোকশিল্প বিস্মিত বাহার ম্যাপ কদর খ্যাত

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. সোনারগাঁও কোথায় অবস্থিত?

খ. গোয়ালদি মসজিদ কী জন্যে বিখ্যাত?

গ. পানাম নগর কী জন্য প্রসিদ্ধ?

ঘ. লোকশিল্প কাকে বলে?

ঙ. লোকশিল্প জাদুঘর কেন দরকার?

চ. জাদুঘর বলতে কী বুঝি?

ছ. সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. ঘুরে আসি সোনারগাঁও গল্পে শিক্ষাসফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল –

১. যাত্রাবাড়ি ২. সোনারগাঁও

৩. পাহাড়পুর ৪. চট্টগ্রাম

খ. লোকশিল্প জাদুঘরের প্রবেশ পথটি কেমন –

১. দারুণ কারুকাজ করা ২. সাধারণ

৩. অনেক পুরানা ৪. নতুন

গ. মসলিন কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান –

১. নারায়ণগঞ্জ　　২. সোনারগাঁও

৩. গুলিস্তান　　৪. নওগাঁ

ঘ. ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল –

১. পূর্ব বাংলার রাজধানী　　২. দক্ষিণ বাংলার রাজধানী

৩. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজধানী　　৪. উত্তর বাংলার রাজধানী

ঙ. দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন –

১. ঈশা খাঁ　　২. তিতুমীর

৩. আলীবর্দি খাঁ　　৪. নবাব আহসানউল্লাহ

চ. ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব –

১. ২৭ কি মি　　২. ২২ কি মি

৩. ২৫ কি মি　　৪. ২৮ কি মি

৪. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ি ও লিখি।

সমৃদ্ধ এলাকা	গোয়ালদি
প্রাচীন মসজিদ	লোকশিল্পের প্রতিষ্ঠাতা
মসলিন কাপড়	সোনারগাঁওয়ের এর শাসনকর্তা
জয়নুল আবেদিন	জগৎ জোড়া খ্যাত
ঈশা খাঁ ছিলেন	পানাম নগর

৫. আমার নিজের গ্রাম বা শহরের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

৬. একই অর্থ বোঝায় এরকম কয়েকটি শব্দ শিখি।

ফুল – পুষ্প, কুসুম, মঞ্জরি, প্রসূন, পুষ্পক

পানি – জল, বারি, সলিল, নীর, অম্বু

পৃথিবী – জগৎ, ধরণী, ধরিত্রী, ভুবন, বসুন্ধরা

নদী – তটিনী, গাং, প্রবাহিণী, কল্লোলিনী

পতাকা – কেতন, ঝাণ্ডা, নিশান, বৈজয়ন্তী, ধ্বজা

৭. বিপরীত শব্দ লিখি।

সকাল	বিকাল
যাওয়া	....
আনন্দ	....
মিষ্টি	....
রোদ	....
প্রথম	....

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. মনে কর, একজন বিদেশির সাথে তোমার পরিচয় হয়েছে। যিনি আগে কখনো বাংলাদেশে আসেননি। তিনি বাংলাদেশের আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য কোথায় যাবেন, তা তোমার কাছে জানতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কোথায় যাওয়ার পরামর্শ দেবে এবং কেন?

খ. নিচের যেকোনো একটি বিষয় নিয়ে ৮টি বাক্য লিখি।

সোনারগাঁও

জাদুঘর

স্মৃতিসৌধ

শহিদ মিনার

ঘুরে আসি সোনারগাঁও
(পৃষ্ঠা ৭৮–৮৩)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.২ আদেশ শুনে পালন করবে। ১.৩.৩ অনুরোধ শুনে পালন করবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে। ৩.১.২ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
৩.২ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথ বলতে পারবে।	৩.২.১ সম্মান প্রদর্শন করে বিনয়ের সঙ্গে প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে পারবে।
৪.১ দেখা ঘটনার বিষয়ে অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ দেখা ঘটনার বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।

২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।
২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে। ২.৫.৪ বর্ণনা পড়ে ভাব বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.১ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।	৩.১.৩ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি একটি ভ্রমণবিষয়ক পাঠ। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পকথায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য স্থান সোনারগাঁও সম্পর্কে জানতে পারে এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠে সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস, এর অবস্থান, এর বিখ্যাত হবার কারণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এসব তথ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ১২

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৭৮ জানুয়ারির মাঝামাঝি... একটু গেলেই সোনারগাঁও।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, সোনারগাঁওয়ের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - শিক্ষার্থীরা সোনারগাঁওয়ের নাম শুনেছে কি না জিজ্ঞেস করবেন।
  - কেউ গিয়েছে কি না জিজ্ঞেস করবেন।
  - শিক্ষক কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন–
  এই পাঠটি একটি ভ্রমণবিষয়ক পাঠ। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পকথায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য স্থান সোনারগাঁও সম্পর্কে জানতে পারে, এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠে সোনারগাঁওয়ের ইতিহাস, অবস্থা বিখ্যাত হবার কারণ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া আছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় এসব তথ্যের উপর গুরুত্ব দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।
- শিক্ষক সোনারগাঁও বিভিন্ন ধরনের ছবি বোর্ডে বা শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টানিয়ে দেবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা কী কী দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে বলতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। তাদের প্রশংসা করবেন। আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৭৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শুরুতেই কিসের ছবি রয়েছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (জানুয়ারির মাঝামাঝি..........একটু গেলেই সোনারগাঁও) পড়ব ও আলোচনা করব।
- এবার শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: স্কুল – স্ক = স + ক, উল্লাস – ল্ল = ল + ল, চিন্তা – ন্ত = ন + ত ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে গল্পের নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা:** ৭৮ জানুয়ারির মাঝামাঝি... একটু গেলেই সোনারগাঁও।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, সোনারগাঁওয়ের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - সবাই বাসে করে কোথায় যাচ্ছে?
  - হাসান স্যার বাসে উঠে কী ঝুলিয়ে দিলেন?
  - সাবিহার কেন মনে হচ্ছিল যে সোনা দিয়ে মোড়ানো গ্রাম?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (জানুয়ারির মাঝামাঝি............একটু গেলেই সোনারগাঁও) পড়ব ও আলোচনা করব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৭৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন এবং জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দিবেন। যেমন- প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ২ লাইন পড়বে, অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। ঠিক একইভাবে জোড়ার আরেকজন ২য় লাইন পড়বে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন এবং দলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্ত বর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখে নিতে বলবেন। পাশাপাশি আরেকটি যুক্তবর্ণ যোগে নতুন শব্দ লিখতে বলবেন। যেমন: সাম্য।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: ঐতিহাসিক, তাড়া, সুশৃঙ্খল, সড়ক। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
- শিক্ষক ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে তাদের দেখা পাখি সম্পর্কে বলতে বলবেন, অন্যেরা শুনবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব কত? ঢাকার কোন দিকে সোনারগাঁও অবস্থিত? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৭৯** দেখতে দেখতে বাস এসে... ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - ঢাকা থেকে সোনারগাঁওয়ের দূরত্ব কত?
  - ঢাকার কোন দিকে সোনারগাঁও অবস্থিত?
  - সোনারগাঁও যাওয়ার সময় বাস চলছিল কোন সড়কে?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (দেখতে দেখতে বাস এসে.........ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: মিষ্টি– ষ্ট = ষ + ট , রোদ্দুর– দ্দ = দ + দ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- গম্বুজ-বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদটির নাম কি? গোয়ালদি মসজিদটি কবে তৈরি করা হয়েছিল? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ৭৯** দেখতে দেখতে বাস এসে... ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - গম্বুজ-বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদটির নাম কী?
  - গোয়ালদি মসজিদটি কবে তৈরি করা হয়েছিল?
  - সমৃদ্ধ নগর কোনটি?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (দেখতে দেখতে বাস এসে------------------ ভাবতে আর বেড়াতে বেশ ভালোই লাগছে।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।

শিক্ষার্থীদের সোনারগাঁও সম্পর্কে ৫টি বাক্যে বর্ণনা লিখতে বলবেন। লেখা শেষ হলে খাতা দেখে দিবেন।

- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- ঈশা খাঁ কে ছিলেন? দুটি সমৃদ্ধ নগরীর নাম বলো? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা: ৭৯** একটা মাত্র রাস্তা... ভরা চারপাশ।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - ঈশা খাঁ কে ছিলেন?
  - দুটি সমৃদ্ধ নগরীর নাম বলো?
  - সোনারগাঁও সম্পর্কে কী কী জানতে পেরেছ? কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করবেন।
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পেটির নির্ধারিত অংশ (একটামাত্র রাস্তা-------------------------- গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশ-উত্তর করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- মসলিন কাপড় কোথায় পাওয়া যেত? কেন মসলিন কাপড়ের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা: ৭৯ একটামাত্র রাস্তা... ভরা চারপাশ।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - মসলিন কাপড় কোথায় পাওয়া যেত?
  - কেন মসলিন কাপড়ের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (একটা মাত্র রাস্তা--------------------------- গাছগাছালিতে ভরা চারপাশ।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্তবর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। পাশাপাশি যুক্তবর্ণ যোগে আরেকটি নতুন শব্দ লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: চমৎকার,পরিবেশ। শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৮০-৮১ প্রথমে সবাই ঢুকে পড়ল... গাঁথা থাকবে অনেক দিন।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - মসলিন কাপড় কোথায় পাওয়া যেত?
  - কেন মসলিন কাপড়ের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (প্রথমে সবাই ঢুকে পড়ল..........গাথা থাকবে অনেক দিন।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৮০-৮১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্তগুলোর চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। পাশাপাশি যুক্তবর্ণ যোগে আরেকটি নতুন শব্দ লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: বঙ্গদেশ, স্থাপত্য, নিদর্শন। শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৮০-৮১ প্রথমে সবাই ঢুকে পড়ল... গাঁথা থাকবে অনেক দিন।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - সোনারগাঁও এ কোন জাদুঘর আছে?
  - জাদুঘরে কী কী সংরক্ষিত থাকে?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'ঘুরে আসি সোনারগাঁও' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (প্রথমে সবাই ঢুকে পড়ল............)গাঁথা থাকবে অনেক দিন।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৮০-৮১ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।

- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। পাশাপাশি যুক্তবর্ণযোগে আরেকটি নতুন শব্দ লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: শাসনকর্তা, অঞ্চল, সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন। আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৯ পৃষ্ঠা: ৮১-৮২ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া ও লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৫, ২.২.১, ২.২.২, ১.৩.৬, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী দশটি দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে একটি করে সোনারগাঁওয়ের যে কোনো একটি জায়গার নাম লিখে দেবেন। কাগজে কী লেখা আছে তা দলের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন। এখানে ২-৩ মিনিট সময় দেবেন। এরপর একে একে প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবেন তারা কী সম্পর্কে আলোচনা করেছে। প্রত্যেক দলের বলার পর যদি আরো অনেক কিছু অন্য দল জানে, সেটাও অন্য দলকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর প্রশ্ন-উত্তরের কাজ করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। প্রশ্ন ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন তৈরি করে বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক) শিক্ষা সফরে সবাই কোথায় যাচ্ছিল -
  ১. শিক্ষার্থী পার্ক   ২. সোনারগাঁও
  ৩. পাহাড়পুর   ৪. নারায়ণগঞ্জ
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন, তার উত্তর বলবে।
- শিক্ষক এভাবে ৩নং অনুশীলনীর ক - চ প্রশ্নগুলো করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে মুখে মুখে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দেবেন।

- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ১০ **পৃষ্ঠা: ৮২-৮৩** **অনুশীলনী**	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, প্রশ্নের উত্তর লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৫, ২.২.১, ২.২.২, ১.৩.৬, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.৪.২, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮২ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন-উত্তরের কাজ করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের শব্দাংশ মিলাতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫ নং প্রশ্ন-উত্তরের কাজ করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন এবং নিজের গ্রাম বা শহরের কথা নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষক অনুশীলনীর একই অর্থ বোঝায় এ রকম শব্দগুলো শিখাবেন।
- শিক্ষক প্রথমে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা গল্প থেকে কিছু শব্দের অর্থ এবং এবং গল্পটি নিজের ভাষায় বলতে শিখেছি। টুনটুনি ও দোয়েল পাখি দেখতে কেমন ও তাদের আচরণ শিক্ষার্থীদের লিখতে বলবেন। লেখা শেষে খাতা দেখে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৮ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ১১ পৃষ্ঠা: ৮৩ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, প্রশ্নের উত্তর লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৭.১, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন: শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত কোন কোন জায়গা সম্পর্কে জেনেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - ঢাকার কোন দিকে সোনারগাঁও অবস্থিত?
  - গোয়ালদি মসজিদটি কবে তৈরি করা হয়েছিল?
  - ঈশা খাঁ কে ছিলেন?
  - কেন মসলিন কাপড়ের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়?
- সব বলা হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৩ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন-উত্তরের কাজ করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- এখানে বিপরীত শব্দের একটি উদাহরণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। কে কে উত্তর বলবে,তাদের হাত তুলতে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে উত্তর জানবেন।
- শিক্ষার্থীদের ঠিক জায়গায় বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ছবির সাথে মিলাতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে,তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক ৮ নং-এর কর্ম-অনুশীলনীর ক করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষক এভাবে ৮ নং অনুশীলনীর খ প্রশ্নটি করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ ভালোভাবে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ-১২

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. ছবিটি দেখে দুইটি বাক্য লিখি :

২. বিপরীত শব্দ দাগ টেনে মিলাই :

সুন্দর	গ্রীষ্ম
সোনা	বিলিতি
শীত	অসুন্দর
দেশি	রুপা

৩. বাক্যগুলো পড়ি। অবস্থান বোঝানো শব্দগুলো লিখি।

ক. বাসে করে আমরা সবাই সোনারগাঁও যাচ্ছি। ....

খ. সমৃদ্ধ এলাকা পানাম নগর ঘুরে খুব ভালো লাগল। ....

গ. সোনারগাঁওয়ের লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদীন। ....

ঘ. আমরা সবাই ঘরে গেলাম। ....

৪. নিচের অনুচ্ছেদটির ঠিকস্থানে, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক এবং কমা বসাই।

সোনারগাঁও এর লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী জয়নুল আবেদিন এখানে অনেক জিনিস আছে দেখবার কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ, লোহা, কাঁসা, তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্মিত

৫. পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল শিক্ষক যাচাই করার ক্ষেত্রে উপরের কাজগুলো ব্যবহার করবেন।

৬. শিক্ষক অনুরূপ একটি কাজ নিজে তৈরি করবেন এবং ক্লাসে ব্যবহার করবেন।

বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

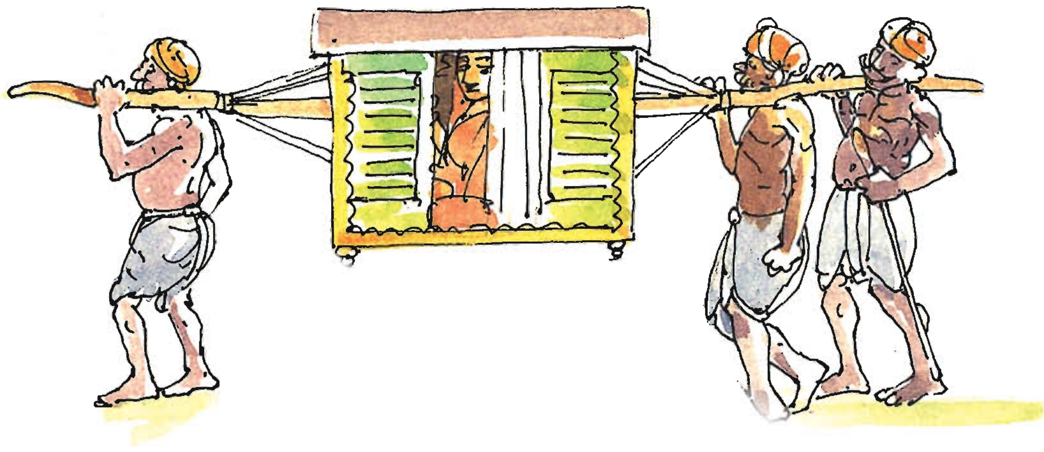

মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে, মা, চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে

টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।।

সন্ধে হলো, সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যে দিক-পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ–ভাবছ, 'এলেম কোথা।'
আমি বলছি, 'ভয় করো না মা গো,
ওই দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।'

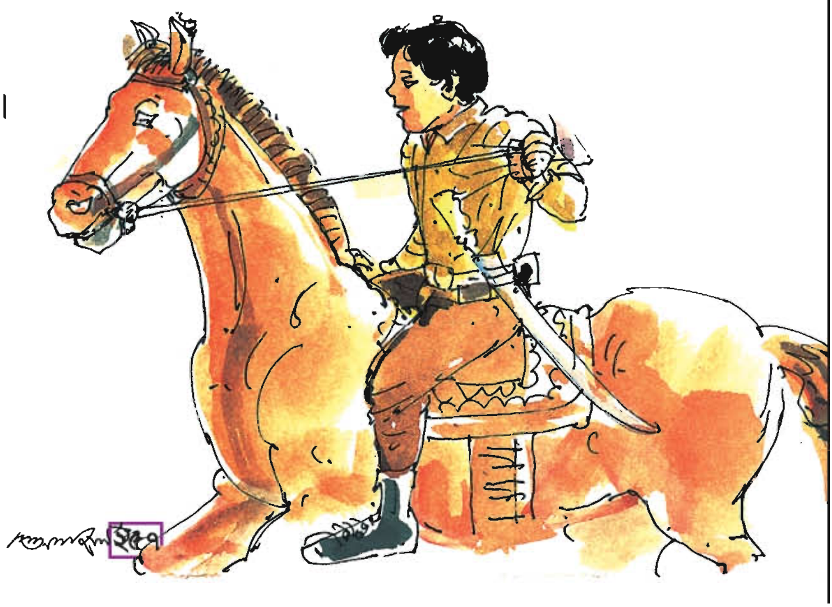

আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে–
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
'দিঘির ধারে ওই–যে কিসের আলো!'
এমন সময় 'হাঁরে রে রে রে রে রে'
ওই–যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে?
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর–দেবতা স্মরণ করছ মনে,

বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে
পালকি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো!'

তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে',
আমি বলি, 'দেখো–না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝনঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।

আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, 'লড়াই গেছে থেমে',
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে
বলছ, 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হতো তা না হলে!'

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

শিক্ষার্থীরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটিও তেমনি এক ছোট্ট শিক্ষার্থীর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূরদেশে যায়। পথে সে ডাকাতদের মোকাবেলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি, অর্থ বলি এবং নতুন বাক্য লিখি।

টগ্‌বগিয়ে রাঙা পাট জোড়াদিঘি স্মরণ বেয়ারা (বেহারা) থরোথরো
ঝনঝনিয়ে দুর্দশা সোঁতা

৩. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?
খ. মা ও খোকা কীভাবে যাচ্ছে?
গ. তারা কখন জোড়াদিঘির ঘাটে পৌঁছাল? এমন সময় কী ঘটল?
ঘ. বেয়ারারা কোথায় পালাল?
ঙ. 'ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল' — মা এ কথা বললেন কেন?
চ. বীরপুরুষ কে? সে কাদের হারিয়ে বীরপুরুষ হলো?

৪. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে অর্থের পার্থক্য জেনে নিই ও শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ি।

কাটা — অঘ্রাণ মাসে ধান কাটা শেষ হয়েছে।
কাঁটা — চোরাকাঁটায় মাঠ ভরে আছে।
কোন — তুমি কোন কাজ করবে?
কোণ — ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবে না, কাজে নেমে পড়ো।

৫. বিপরীত শব্দ জেনে নিই ও বাক্য তৈরি করি।

ভয়	–	সাহস,	সাহসের কাছে সবাই পরাজিত হয়।
বিদেশ	–	স্বদেশ,	....
দূরে	–	কাছে,	....
সকাল	–	সন্ধ্যা,	....
আলো	–	আঁধার, অন্ধকার,	....

৬. 'বীরপুরুষ' কবিতায় 'ধূধূ' শব্দ আছে, এ রকম আরও শব্দের ব্যবহার জেনে নিই।

ধূধূ	–	চারদিকে মানুষজন নেই, গ্রামটা যেন ধূ–ধূ করছে।
হু–হু	–	হু–হু করে হাওয়া বইছে।
শোঁ–শোঁ	–	শোঁ–শোঁ করে বাতাস ছুটছে।
ঝনঝন	–	কাচের আয়নাটা ঝনঝন করে ভেঙে গেল।
ভনভন	–	ময়লা জায়গাটায় ভনভন করে মাছি উড়ছে।

৭. কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

আমি যদি বীরপুরুষ হতাম তাহলে কী করতাম তা লিখে জানাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি-পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, গীতিকার, সুরস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচনা ভাণ্ডার বিশাল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি বহু চিঠিপত্র লিখেছেন। 'বীরপুরুষ' কবিতাটি 'শিক্ষার্থী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা (৮৪–৮৭)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ ছড়া ও কবিতা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.১.৩ কবিতা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.১.৪ কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.১ পাঠ্য ও পাঠবহির্ভূত ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্য কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে। ২.১.৪ পাঠবহির্ভূত কবিতা সঠিক ছন্দে আবৃত্তি করতে পারবে।
২.২ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর এবং কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।	২.২.১ কবিতা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত পারবে। ২.২.২ কবিতার মূলভাব বলতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.১ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক পড়তে পারবে।
২.১ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবে ও মূলভাব বুঝতে পারবে।	২.১.২ ছন্দ ঠিক রেখে প্রমিত উচ্চারণে ও স্বাভাবিক গতিতে কবিতা পড়তে পারবে। ২.১.৪ কবিতা পড়ে মূলভাব বুঝতে পারবে।

২.২ বই দেখে ছড়া ও কবিতা সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে পারবে।	২.২.২ বই দেখে সঠিক ছন্দে, স্বরভঙ্গিতে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ছড়া আবৃত্তি করতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারবে।
২.১ পাঠ্যপুস্তকের ছড়া ও কবিতা লিখতে পারবে।	২.১.২ পাঠ্যপুস্তকের কবিতা লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.২ পঠিত কবিতার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি শিক্ষার্থীদের কল্পনার উদ্রেককারী একটি পাঠ। শিক্ষার্থীরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। এই কবিতাটি তেমনি এ কজন শিক্ষার্থীর কল্পনা। কল্পনায় সে মায়ের সঙ্গে দূর দেশে যায়। পথে সে ডাকাতের মোকাবেলা করে, বীরের মতো লড়াই করে মাকে রক্ষা করে। শিক্ষক কবিতাটি পড়ানোর সময় এই কথাগুলোর উপর নানাভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দিবেন।

পাঠ বিভাজন : ৬

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৮৪ মনে করো... মরা নদীর সোঁতা	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, কবিতাটির সাথে দেওয়া পাঠ্যপুস্তকের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** শোনা : ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ বলা : ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ পড়া : ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - ছবি দেখে কী মনে হচ্ছে?
  - পালকির ভেতরে কী দেখা যাচ্ছে?
  - ছেলেটি কী করছে?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন,আজ 'বীরপুরুষ' কবিতাটি পড়ব। কবিতাটি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষক কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক বইয়ের ৮৭ পৃষ্ঠার কবি-পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৪ খুলতে বলবেন। শুরুতে কী কী ছবি আছে তা জানতে চাইবেন।

- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা কবিতার অংশ (মনে করো----------------- মরা নদীর সোঁতা) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- শিক্ষক প্রথমে সম্পূর্ণ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এরপর কবিতাটির নির্ধারিত লাইনগুলো প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়বেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা লক্ষ করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু/ মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এরপর কবিতার যে শব্দগুলো শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না তা চিহ্নিত করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত করতে না পারলে শিক্ষক নিজেই তা বোর্ডে লিখে দেবেন এবং বুঝিয়ে দেবেন।
- শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখে নিতে বলবেন এবং কবিতার অংশটুকু দেখে দেখে লিখতে বলবেন। এই সময় শিক্ষক যেসব শিক্ষার্থী পাঠে পিছিয়ে আছে,তাদের কাছে গিয়ে কবিতার অংশটুকু একবার করে পড়াবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম, সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ৮৫ আমরা কোথায় যাচ্ছি... ভয় কেন, মা, করো!	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** কবিতা পড়া, শব্দের অর্থ, যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ, বাক্য এবং পঠিত অংশের মূলভাব।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.১.৩ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ২.১.২, ২.২.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - খোকা মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে?
  - খোকা কীসে করে যাচ্ছে?
  - কেন কোথাও জনমানব ছিল না?
  - হঠাৎ করে মা ভয় কেন পেল? উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ও কবির নাম বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজও আমরা 'বীরপুরুষ' কবিতার (আমরা কোথায় যাচ্ছি----------------- ভয় কেন, মা, করো!) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটি পড়াবেন।
- এরপর কয়েকজন শিক্ষার্থীর কবিতার অংশটুকু মুখস্থ শুনবেন এবং সবাইকে কবিতার অংশটুকু না দেখে খাতায় লিখতে বলবেন।
- এ সময় শিক্ষক বোর্ডে নির্দিষ্ট পাঠের উপর সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন লিখবেন। শিক্ষার্থীরা খাতায় উত্তর লিখবে।

- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? কবিতাটি কাকে নিয়ে লেখা? এছাড়া প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- হাঁরে রে রে বলে কে এগিয়ে আসছিল ? মা পালকিতে বসে কাকে স্মরণ করছিলেন?
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটির নির্ধারিত অংশ বাড়ি থেকে আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৩ **পৃষ্ঠা: ৮৫** তুমি বললে... হতো তা না হলে	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ,২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, , ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৩, ১.৫.১, ১.৬.১, ১.৬.২, ২.১.২, ২.৩.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - হঠাৎ মা কিসের আলো দেখতে পেল?
  - হাঁরে রে রে বলে কে এগিয়ে আসছিল?
  - মা পালকিতে বসে কাকে স্মরণ করছিল?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন,আজও আমরা ‘বীরপুরুষ কবিতার (তুমি বললে,......................হতো তা না হলে) অংশটুকু পড়ব এবং আবৃত্তি করা শিখব।
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণ পড়াবেন।
- শিক্ষক পঠিত অংশের বিষয়বস্তু/মূলভাব আলোচনা করবেন।
- এবার শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে কবিতাটি পড়লাম সে কবিতাটির নাম কী? কবিতাটি কে লিখেছেন? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- মা খোকা কেন যেতে মানা করেছিল? খোকা তলোয়ার নিয়ে কোথায় গেল? কত লোকের অবস্থা হলো? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে কবিতার নির্ধারিত অংশ আবৃত্তি করতে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে কবিতাটি আবৃত্তির জন্য পড়ে আসতে বলবেন।
- নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৮৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ,২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, , ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- প্রথমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - মা খোকাকে কেন যেতে মানা করেছিল?
  - খোকা তলোয়ার নিয়ে কোথায় গেল?
  - কত লোকের অবস্থা হলো?
  - মা খোকাকে চুমু খাওয়ার পর কী করল?
- এরপর সবাইকে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৫ খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে কবিতাটির চরণগুলো পড়াবেন।
- শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। প্রথমে শিক্ষার্থীদের কাছে শুনবেন, তারপর নিজে বলবেন। যেমন- আজ আমরা কবিতাটির নির্ধারিত অংশটুকু পড়েছি, কবিতা থেকে শব্দগুলোর অর্থ, বাক্য এবং কবিতাটির অংশবিশেষ যতিচিহ্ন ব্যবহার করে লেখা শিখেছি।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৬ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ১ নং করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। আলোচনা শেষে ২/৩ জনের কাছে প্রশ্ন-উত্তর করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। এবং বাক্য লিখতে বলবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- এরপর অনুশীলনী ৩ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে,তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা: ৮৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, কবিতার নির্দিষ্ট অংশ দেখে লেখা, প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৩.৩, ১.৩.৪, ১.৩.৫, ২.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.১.২, ,২.১.৪, ২.২.১, ২.২.২ **পড়া :** ১.৩.১, , ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.২.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ২.১.২, ২.৩.২, ২.৩.৬, ৩.২.১

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-অভিজ্ঞতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যেমন-
  - খোকা মাকে ডেকে কী বলল?
  - মা কী ভাবলো খোকার কী হয়েছে?
  - খোকাকে দেখে মা কী করল?
- এছাড়া আগের দিনের পরিকল্পিত কাজ যাচাই করবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৮৭ খুলতে বলবেন। প্রথমে ৫ নং অনুশীলনী করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। এখানে বিপরীত শব্দের উদাহারণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবে। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষক অনুশীলনীর একই অর্থ বোঝায় এ রকম শব্দগুলো শেখাবেন। শিক্ষক প্রথমে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৭ নং প্রশ্ন-উত্তর করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। কবিতাটি স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে স্বাভাবিক গতিতে আবৃত্তি করতে বলবেন।
- এরপর শিক্ষক ৮ নং-এর কর্ম অনুশীলনী করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- এরপর প্রতি বেঞ্চে একটি দল হিসেবে প্রতি দলের শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে স্ব রচিত কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে বলবেন।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সামনে এসে স্ব রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠে উৎসাহিত এবং প্রশংসা করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক পুরো কবিতাটি অনুশীলনীসহ পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–৬

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১.'বীরপুরুষ'কবিতাটি পড়ে তোমার কেমন লেগেছে, লেখ।

২.'বীরপুরুষ'কবিতাটিতে মা এবং খোকা-এদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি ভালো লেগেছে, কেন? চারটি বাক্যে লেখ।

৩. নিচের ঘর থেকে ঠিক অর্থটি নিয়ে শব্দের পাশে লিখি।

পাট, রাঙা, দুর্দশা, স্মরণ, সোঁতা

ক. খারাপ অবস্থা: ....

খ. মনে করা:...

গ. প্রবাহ: ....

ঘ. রঙিন: ....

ঙ. যেখানে সূর্য ডোবে: ....

৪. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ লিখি।

ক. চ্ছ.. ....

খ. স্ম ....

গ. ক্ত.. ....

পাহাড়পুর

চারদিকে কোনো পাহাড় নেই, কিন্তু জায়গার নাম পাহাড়পুর। এটি বাংলাদেশের এমনকি দুনিয়ার একটি বিখ্যাত জায়গা। কিন্তু এর সম্পর্কে সবাই খুব ভালো জানে না। তোমরা কি জান যে, পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার?

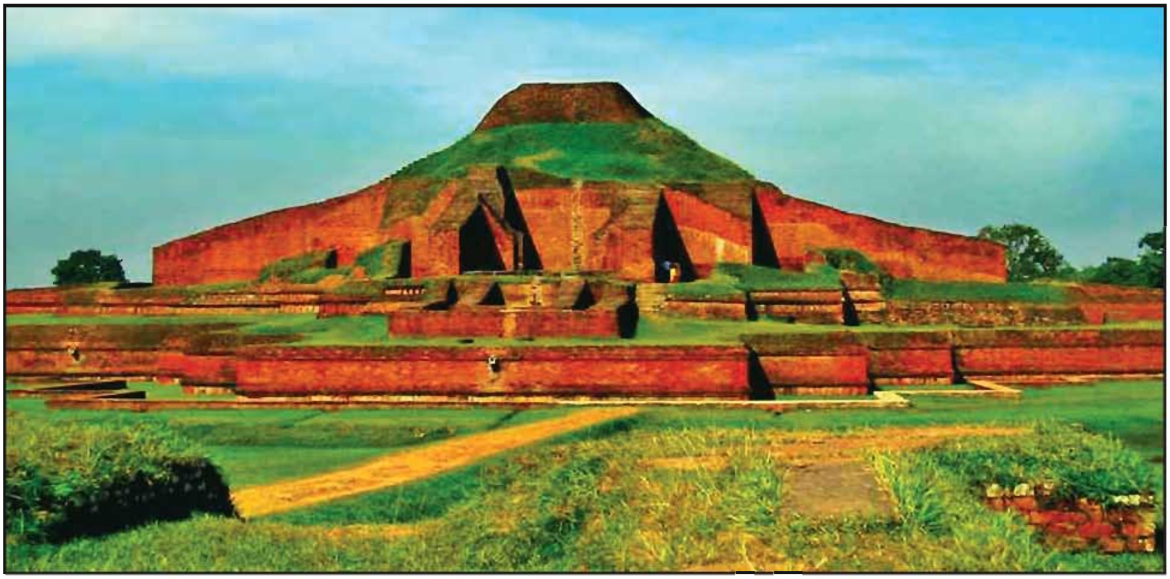

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

প্রায় ১৪শ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ কোনো বিশেষ একটা জায়গায় থাকতেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের ধর্মচর্চা করতেন আর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। এ রকম জায়গার নাম বিহার। বাংলাদেশের ভিতরে আরও বিহার আছে, যেমন কুমিল্লার ময়নামতির শালবন বিহার। কিন্তু পাহাড়পুরের মতো বড় বিহার আর নেই। প্রাচীন এ বিহার একসময় খালি পড়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যুগযুগ ধরে উড়ে আসা ধুলাবালি ও মাটি এটির চারদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তুপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিশাল পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। এটির আরেক নাম সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার।

এই বিহারটি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভুমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির উপর এর বিশাল দালান। উত্তর–দক্ষিণে এটি ৯২২ ফুট আর পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল প্রায় ১২শ বছর আগে এটি নির্মাণ করান।

একদম নিচে মাটির অংশে এটি চারকোনা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানান রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তারপরেই বড় হলঘর। পাশে দুটি ছোট হলঘর। চারদিকে দেয়ালের ভিতরে সুন্দর সার বাঁধা ১৭৭টি ছোট ঘর। সামনে দিয়ে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আছে পুকুর, কূপ, স্নানঘাট, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবারঘর ও টয়লেট। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়পুর ছিল উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।

পাহাড়পুর বিহারের পোড়া মাটির ফলক

ভেতরটায় বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে মন্দিরটা বসানো হয়েছে। এখানেও পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটছোট মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। এটাকে বলা হয় সন্ধ্যাবতীর ঘাট।

পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে বিহার থেকে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র।

অনুশীলনী

১. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

বিহার সুপ্রাচীন ভিক্ষু স্তূপ বিশাল প্রাণকেন্দ্র দুর্লভ মানত স্নানঘাট ধর্মচর্চা

২. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

প্রাণকেন্দ্র	স্তূপ	দুর্লভ	বিশাল	বিহার	সুপ্রাচীন

ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও .... রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে .... মঠ রয়েছে।

গ. টেবিলের উপর ধুলোবালি পড়ে ময়লার .... হয়ে আছে।

ঘ. আকাশ অনেক .... ।

ঙ. ঢাকা বাংলাদেশের .... ।

চ. জাদুঘরে অনেক .... জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

৩. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিই।

ক. বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ভিক্ষুগণ থাকতেন –

১. বৌদ্ধ বিহারে ২. পাহাড়পুরে

৩. বদলগাছিতে ৪. জামালপুরে

খ. আলেকজান্ডার কানিংহাম এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন –

১. ১৭৭৯ সালে ২. ১৮৭৯ সালে

৩. ১৯৭৯ সালে ৪. ১৬৭৯ সালে

গ. বিহার এলাকাটি বিস্তৃত –

১. ৫০ একর জুড়ে ২. ৪০ একর জুড়ে

৩. ৬০ একর জুড়ে ৪. ৩০ একর জুড়ে

৪. প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি ও লিখি।

ক. পাহাড়পুর নামটা কীভাবে হলো?

খ. এখানে কত বছর আগে কারা থাকত ?

গ. বিহারটির মাঝখানে কী কী আছে?

ঘ. বৌদ্ধবিহারটির মাটি ও দেয়াল কোন রঙের এবং কী দিয়ে তৈরি?

৫. বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলিয়ে বাক্য পড়ি ও লিখি।

পাহাড়পুর একটি সুপ্রাচীন	১৭৭টি ছোট ঘর।
ভিক্ষুগণ সেখানে	সোমপুর মহাবিহার।
মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে	বৌদ্ধবিহার।
পাহাড়পুরের আরেক নাম	সন্ধ্যাবতীর ঘাট।
ভিতরে সুন্দর সার বাঁধা	পাহাড় হয়ে যায়।
বিহারের দক্ষিণ কোণে রয়েছে	ধর্মচর্চা করতেন।

৬. বাক্য রচনা করি।

ভিক্ষু ধর্মচর্চা আবিষ্কার প্রাণকেন্দ্র স্নানঘাট

৭. কথাগুলো বুঝে নিই।

উড়ে আসা – বাতাসের সঙ্গে যা কিছু উড়ে আসতে পারে তাকে বলে উড়ে-আসা, যেমন উড়ে–আসা গাছের পাতা, উড়ে–আসা পাখি ইত্যাদি।

পাড়ি দেওয়া – এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছানো বা পার হওয়াকে বলা হয় পাড়ি দেওয়া। যেমন–সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সবার কাজ নয়।

দুর্লভ জিনিসপত্র – যেসকল জিনিস সহজে লভ্য বা পাওয়া যায় না,তাকেই দুর্লভ জিনিসপত্র বলে।

৮. কর্ম-অনুশীলন।

ক. পাহাড়পুর পাঠে যেসব স্থান ও ব্যক্তির নাম আছে,সেসব নামের একটি তালিকা তৈরি করি। আমার তালিকাটি পাশের বন্ধুর সাথে মিলিয়ে নিই।

খ. ময়নামতির ‘শালবন বিহার’ দিয়ে ৫টি বাক্য লিখি।

পাহাড়পুর
(পৃষ্ঠা ৮৮–৯১)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.১ গল্প শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.২ গল্প শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
৩.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।	৩.১.১ প্রমিত উচ্চারণে জানা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলতে পারবে।
৪.১ দেখা ঘটনার বিষয়ে অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।	৪.১.১ দেখা ঘটনার বিষয় বর্ণনা করতে পারবে। ৪.১.২ দেখা ঘটনার বিষয় অভিব্যক্তিসহ মত প্রকাশ করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।

২.৫ কথোপকথন ও বর্ণনা পড়ে বুঝতে পারবে।	২.৫.২ বর্ণনা পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।
লেখা	**লেখা**
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
১.৭ সংক্ষিপ্ত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।	১.৭.১ সংক্ষিপ্ত শ্রুতলিপি লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.১ পরিচিত পরিবেশ ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।	৩.১.১ ছবি দেখে দুইটি বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে। ৩.১.৩ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।
৪.১ সহজ ভাষায় চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারবে।	৪.১.১ সহজ ভাষায় চিঠি লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

পাহাড়পুর শীর্ষক বর্ণনামূলক লেখাটিতে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত পুরাকীর্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুপ্রাচীন এই পুরাকীর্তিটির অবস্থান, চারপাশের পরিবেশ, খননকাল, খননের পর প্রাপ্ত বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী এবং এগুলোর নির্মাণের ইতিহাস, নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব পুরাকীর্তির প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধরা তাদের সময়ে কীভাবে ধর্মচর্চা করতেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন - তাও সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য বৌদ্ধবিহার ও সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে এখানে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ : ১ **পৃষ্ঠা:** ৮৮ চারদিকে কোনো পাহাড় নেই... সোমপুর বিহার।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৮৮ পৃষ্ঠার পাহাড়পুরের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনাভিজ্ঞতা-যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - শিক্ষার্থীরা পুরাকীর্তি চেনে কিনা জিজ্ঞেস করবেন।
  - কোনো পুরাকীর্তির নাম শুনেছে কি না জিজ্ঞেস করবেন।
  - শিক্ষক কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীর কাছে জিজ্ঞেস করবেন।
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন–
  এখানে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহড়পুর গ্রামে অবস্থিত পুরাকীর্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুপ্রাচীন পুরাকীর্তির অবস্থান, চারপাশের পরিবেশ, খননকাল, খননের পর প্রাপ্ত বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী এবং এগুলোর নির্মাণের ইতিহাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে কী ছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব পুরাকীর্তির প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধরা তাদের সময় কীভাবে ধর্মচর্চা করতেন এবং শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন - তাও সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য বৌদ্ধবিহার ও সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে - আজ আমরা সেই কথা শুনব।
- শিক্ষক ৮৮ পৃষ্ঠার ছবি দেখাবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে কিছু বলতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। তাদের প্রশংসা করবেন। আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (চারদিকে কোনো পাহাড় নেই..........সোমপুর বিহার) পড়ব ও আলোচনা করব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শুরুতেই কোন পাখির ছবি রয়েছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এবার শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: বৌদ্ধ – দ্ধ = দ+ ধ, সম্পর্ক – ম্প = ম + প, কুমিল্লা– ল্ল= ল + ল ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে গল্পের নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ পৃষ্ঠা: ৮৮ চারদিকে কোনো পাহাড় নেই... সোমপুর বিহার।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৮৮ পৃষ্ঠার পাহাড়পুরের ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - কত বছর আগে ভিক্ষুগণ বৌদ্ধবিহারে ধর্মচর্চা করতেন?
  - বিহার কাকে বলে?
  - আরেকটি বিহারের নাম বল?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (চারদিকে কোনো পাহাড় নেই..................সোমপুর বিহার) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন এবং জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ২ লাইন পড়বে। অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। ঠিক একইভাবে জোড়ার আরেকজন ২য় লাইন পড়বে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন এবং দলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্ত বর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখে নিতে বলবেন। পাশাপাশি আরেকটি যুক্তবর্ণ যোগে নতুন শব্দ লিখতে বলবেন। যেমন: স্তূপ।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: বিহার, সুপ্রাচীন, ভিক্ষু, স্তূপ। শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
  শিক্ষক ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে তাদের দেখা পাখি সম্পর্কে বলতে বলবেন, অন্যেরা শুনবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- এই বিহারের নামটি পাহাড়পুর কেন হয়েছিল? কত সালে এবং কে এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯ এই বিহারিটি নওগাঁ... উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - এই বিহারের নামটি পাহাড়পুর কেন হয়েছিল?
  - কত সালে এবং কে এই পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন?
  - এই পুরাকীর্তির আরেক নাম কী?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (এই বিহারিটি নওগাঁ------------------ উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ - ৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: বিস্তৃত − স্তৃ = স + ত , দ্বিতীয় − দ্ব = দ + ব ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লেখাবেন। ভিক্ষুদের কে কে দেখেছ? কোথায় দেখেছ? তা জানতে চাইবেন। যারা দেখেনি, সুযোগ থাকলে তাদের দেখার সুযোগ করে দেবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- বিহারটি কোথায় অবস্থিত? কত জায়গা জুড়ে বিহারটি বিস্তৃত? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ পৃষ্ঠা: ৮৮-৮৯ এই বিহারিটি নওগাঁ... উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বিহারটি কোথায় অবস্থিত?
  - কত জায়গা জুড়ে বিহারটি বিস্তৃত?
  - বিহারটির মাটি কেমন?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (এই বিহারিটি নওগাঁ..................উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৮ - ৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝলো তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- বিহারটির মূল দরজা কোন দিকে? বিহারটিতে কয়টি হলঘর আছে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৫ পৃষ্ঠা: ৮৯ ভেতরটায় বিশাল উঠানের... দুর্লভ জিনিসপত্র।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বিহারটির মূল দরজা কোনদিকে?
  - বিহারটিতে কয়টি হলঘর আছে?
  - বিহারটিতে সার বাঁধা কয়টি ছোট ছোট ঘর আছে?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (ভেতরটায় বিশাল উঠানের..................দুর্লভ জিনিসপত্র।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- বিহারটির উঠানের মাঝখানে কী ছিল? মন্দিরের বাইরে কত ফলক আছে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনবোধে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৬ **পৃষ্ঠা:** ৮৯ ভেতরটায় বিশাল উঠানের... দুর্লভ জিনিসপত্র।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, ৩.১.২ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১ ২.৫.১, ২.৫.২, ৩.১.১, ৩.২.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৪.৪, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ২.৫.৩, ২.৫.৪ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বিহারটির উঠানের মাঝখানে কী ছিল?
  - মন্দিরের বাইরে কত ফলক আছে?
  - বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে যে ঘাট রয়েছে তার নাম কী?
  - কারো জীবনে বিহারে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কোনো ঘটনা থাকলে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।

- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'পাহাড়পুর' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (ভেতরটায় বিশাল উঠানের.........দুর্লভ জিনিসপত্র।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- গতদিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্তবর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। পাশাপাশি যুক্তবর্ণ যোগে আরেকটি নতুন শব্দ লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: বিশাল, প্রাণকেন্দ্র, দুর্লভ। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লিখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম তার নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৯০ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ পড়া ও লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বিহারটির উঠানের মাঝখানে কী ছিল?
  - মন্দিরের বাইরে কত ফলক আছে?
  - বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে যে ঘাট রয়েছে তার নাম কী?
  - কারো জীবনে বিহারে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কোনো ঘটনা থাকলে তা বলতে উৎসাহিত করবেন।
- এরপর একে একে প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবেন পাখিটি সম্পর্কে তারা কী আলোচনা করেছে। প্রত্যেক দলের বলার পর যদি আরও অনেক কিছু অন্য দল জানে সেটাও অন্যদলকে বলতে বলবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ১ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।'
- প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক. পাহাড়পুর ছাড়াও আমাদের দেশে আরও.............. রয়েছে। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন।

- এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৯০-৯১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ পড়া ও লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯০ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৩ নং প্রশ্ন-উত্তর করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন তৈরি করে বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক) বৌদ্ধধর্মের অনুসারি ভিক্ষুগণ থাকতেন -
  ১. বৌদ্ধবিহার ২. পাহাড়পুর
  ৩. বদলগাছিতে ৪. জামালপুরে
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন তারা উত্তর বলবে।
- শিক্ষক এভাবে ৩ নং অনুশীলনীর ক - গ প্রশ্নগুলো করাবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর বাছাই করে প্রথমে বলবে। তারপর খাতায় লিখতে দিবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন করাবেন। শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে তাদের,হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষার্থীরা বোর্ড দেখে খাতায় লিখবে।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫ নং প্রশ্ন-উত্তর করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন- বাম পাশের শব্দাংশের সাথে ডান পাশের ঠিক শব্দাংশ মিলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৮ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৯ পৃষ্ঠা: ৯১ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ পড়া ও লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত কোন কোন পাখি সম্পর্কে জেনেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - এই বিহারের নামটি পাহাড়পুর কেন হয়েছিল?
  - কত জায়গা জুড়ে বিহারটি বিস্তৃত?
  - বিহারটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে যে ঘাট রয়েছে তার নাম কী?
- সব বলা হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন।
- প্রথমে শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন-উত্তর করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন - বাক্য রচনা করি। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর কাজ বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক প্রথমে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৮ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১০
পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১. পাহাড়পুর গল্পটি পড়ে তোমার কেমন লেগেছে, তিনটি বাক্যে লেখ।

২. যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাই ও শব্দ তৈরি করে বাক্য লিখি :

২. ঘরের ভেতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি :

ক) .... আবিষ্কার করেন আলেকজান্ডার কানিংহাম।

খ) পাহাড়পুর ছিল উচ্চ .... প্রাণকেন্দ্র।

গ) কুমিল্লার ময়নামতির শালবন.. ।

ঘ) পাহাড়পুরের পাশে আছে একটা .... ।

৩. দাগ টেনে অর্থ মিলাই।

বিহার	ঢিবি
ধর্মচর্চা	বৌদ্ধ মঠ
স্তূপ	ধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা

৪. পাঠ থেকে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখনফল শিক্ষক যাচাই করার ক্ষেত্রে উপরের একটিভিটিগুলো ব্যবহার করবেন।

৫. শিক্ষক অনুরূপ একটিভিটি নিজে তৈরি করবেন এবং ক্লাসে ব্যবহার করবেন।

লিপির গল্প

শিক্ষক : আমি আজ একটি গল্প বলব। গল্প হলেও এর কিছুটা সত্য, কিছুটা অনুমান, আর কিছুটা বানানো।

মনজুলা : স্যার, আমারও গল্প বানাতে ভালো লাগে।

শিক্ষক : খুব ভালো। গল্প বানাতে হলে কিন্তু গল্প শুনতে হবে, গল্প পড়তে হবে, গল্প লিখতেও হবে।

রাজা গণেশের আমলে মুদ্রার বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের আমলের পাথরে খোদিত বাংলা লেখা

আলো : আচ্ছা, এখন আমরা গল্প শুনব। কিন্তু কোন গল্প? রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, বেঙ্গামা-বেঙ্গামীর গল্প, নাকি সুয়োরানি-দুয়োরানির গল্প?

শিক্ষক : তোমরা অনেক গল্প জান। আজ একটা গল্প বলব। লিপির গল্প।

অনজু : লিপির গল্প! শুনিনি তো কোনো দিন!

শিক্ষক : লিপি মানে লেখা। কোনো শব্দ শুনে লেখা, জিনিস দেখে লেখা। চিন্তা করে মনের কথা লেখা। এই লেখা কেমন করে মানুষ পেল, কেমন করে আবিষ্কার করল, কেমন করে অভ্যাস করল তাই বলব। লিপির গল্প মানে লেখার ইতিহাস।

হাসান : মজা তো!

শিক্ষক : অনেক দিন আগের কথা। একশো, দু শো বছর নয়। এক হাজার দুই হাজার বছর নয়। প্রায় ছয়-সাত হাজার বছর আগে পৃথিবীতে লোকজন লিখতে ও পড়তে জানত না। জানবে কী করে? তখন তো বর্ণ বা অক্ষর কিছুই ছিল না।

আদিত্য : অ্যাঁ, বর্ণমালা ছিল না? অক্ষরও ছিল না, মানে অ আ ক খ কিছুই ছিল না।

শিক্ষক : সত্যিই কোনো ভাষার কোনো বর্ণমালা, অর্থাৎ অক্ষর বা হরফ কিছুই ছিল না। তখন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না, সাক্ষর লোক ছিল না।

আমিনা : তাহলে তারা চিঠি লিখত কী করে?

শিক্ষক : তখন চিঠিপত্র ছিল না, বইপত্র ছিল না, কালি-কলম ছিল না। আমাদের বাবা, মা, দাদি ছোটদের জন্য গল্প বানাতেন আর পাহাড়ের গুহায় বসে রাতে চাঁদের আলোতে গল্প বানিয়ে বানিয়ে শিক্ষার্থীদের ঘুম পাড়াতেন। বড়রা গল্প করতেন আর ছোটরা গল্প শুনত। গল্প শুনে শুনে বড় হয়ে নিজেরা আবার ছোটদের গল্প শোনাত।

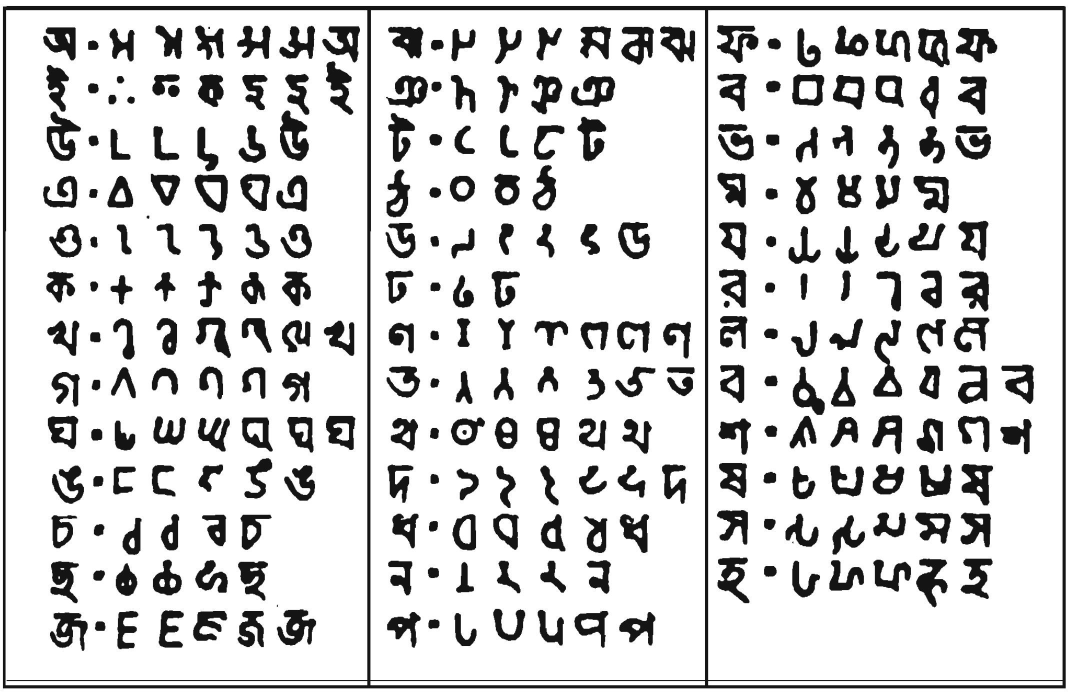

বাংলা বর্ণের ক্রমবিকাশ

সুজিত : আচ্ছা , ভুলে গেলে কী করত?

শিক্ষক : খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছ। ভুলে গেলে তখন আর গল্প বলতে পারত না। আবার নতুন করে নতুন গল্প বানাতে হতো। সে জন্যই ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য লিপি তৈরির চিন্তা মাথায় এল। শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

নাহিদ : এখন যেমন কথাবার্তা, গানবাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ক্যাসেটে ধরে রাখা হয় সে রকম?

শিক্ষক : ঠিক বলেছ, অনেকটা তাই। এখন যন্ত্রের বাক্সে কথাকে বন্দি করে রাখা হয়। তখন হাতে আঁকা রেখায় কথাকে বন্দি করে রাখা হতো। কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করে রাখার জন্যই তৈরি হলো লিপি। লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি। কেউ বলেন বর্ণমালা। কেউ বলেন হরফ। কেউ বলেন অক্ষর। কেউ বলেন অ্যালফাবেট। মানুষ একদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল। আর সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

হাসান : লিপি আবিষ্কার করলেন কে?

শিক্ষক : প্রাগৈতিহাসিক কালে কে কখন কীভাবে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন তা কেউ ঠিকভাবে বলতে পারবে না। আধুনিক কালে যাঁরা এ ধরনের কাজ করেছেন, তাঁদের কারও কারও নাম জানা যায়। যেমন, কোরিয়ার রাজা সে জং এবং ইউরোপের এক ধর্মযাজক সন্ত সিরিল।

টমাস : বাংলা লিপি কীভাবে এল?

শিক্ষক : বাংলা লিপি কে প্রচলন করেছেন তা জানা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে অশোক লিপি, অশোক লিপি থেকে কুটিল লিপি এবং কুটিল লিপি থেকে বঙ্গালিপি। তবে লিপির নানা ধাপ পেরিয়ে বঙ্গালিপি থেকেই বাংলা লিপি এসেছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

শিউলি : স্যার, পৃথিবীতে কত লিপি ছিল?

শিক্ষক : কত লিপি ছিল তা সঠিক কেউ জানে না। তবে অনেক লিপি কালে কালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক লিপির নমুনা পাওয়া গেছে, যেমন: মহেঞ্জোদারোর লিপি, মিশরীয় লিপি। তবে এগুলোর পাঠ উদ্ধারের জন্য এখনও ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা আরও গবেষণা করছেন। তোমরা বড় হয়ে প্রাচীন লিপি সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

অনুশীলনী

১. জেনে নিই।

লিপির গল্পটি ভাষার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে বর্ণমালা কীভাবে আস্তে আস্তে একটি রূপ পায় তার একটি ধারণা কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে লিপিমালা আবিষ্কারের তথ্য জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

২. শব্দগুলো পাঠ থেকে খুঁজে বের করি। অর্থ বলি।

অভ্যাস সাক্ষর বন্ধন বঙ্গালিপি রূপান্তর

৩. ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।

অভ্যাস	বন্ধন	সাক্ষর	রূপান্তর	বঙ্গালিপি

ক. .... লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

খ. চা খাওয়ার সময় বাবার পত্রিকা পড়ার ....।

গ. বাক্যটি সাধু থেকে চলিত ভাষায় .... কর।

ঘ. বাংলা লিপির পুরনো নাম ....।

ঙ. মানুষের সাথে মানুষের .... দৃঢ় হোক।

৪. শূণ্যস্থান পূরণ করি।

তুমি খুব .... প্রশ্ন করেছ।

আবার নতুন করে নতুন .... বানাতে হতো।

লিপিকে কেউ বলেন ....।

বঙ্গালিপি থেকেই ....এসেছে।

৫. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বিপরীত শব্দ লিখি ও বাক্য রচনা করি।

বিলুপ্ত – ....

শিক্ষক – ....

আনন্দ – ....

চিন্তা – ....

আবিষ্কার – ....

সাক্ষর – ....

প্রাচীন – ....

৬. মুখে মুখে উত্তর বলি ও লিখি।

ক. লিপি বলতে কী বুঝি?

খ. লিপি তৈরির চিন্তা এলো কীভাবে?

গ. লিপি আবিষ্কারকদের নাম লিখি।

ঘ. বাংলা লিপি কীভাবে এলো?

ঙ. কখন থেকে মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো?

৭. বুঝিয়ে বলি।

শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া কথাকে রেখার বন্ধনে বন্দি করার ফন্দি হলো লিপি।

৮. কর্ম–অনুশীলন।

নাটিকাটি শিক্ষকের সহায়তায় অভিনয় করি।

লিপির গল্প
(পৃষ্ঠা ৯২–৯৬)

অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল
শোনা	**শোনা**
১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।	১.১.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত শব্দ শুনে বুঝতে পারবে।
১.২ সহজ বাক্য শুনে বুঝতে পারবে।	১.২.১ উচ্চারিত পঠিত বাক্য শুনে বলতে পারবে।
১.৩ নির্দেশনা, প্রশ্ন, অনুরোধ ইত্যাদি শুনে বুঝতে পারবে।	১.৩.১ নির্দেশনা শুনে বুঝতে পারবে। ১.৩.৫ প্রশ্ন শুনে পালন করবে। ১.৩.৬ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.২ গল্প ও রূপকথা শুনে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.২.৩ রূপকথা শুনে মূল বিষয় বুঝতে পারবে। ২.২.৪ রূপকথা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে।
৩.১ নির্ধারিত বিষয়ে কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	৩.১.১ নির্ধারিত বিষয়ে বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।
বলা	**বলা**
১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ ও শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।	১.২.১ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে। ১.১.২ যুক্তব্যঞ্জন সহযোগে তৈরি শব্দযুক্ত বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে বলতে পারবে।
১.৩ অনুরোধ, প্রশ্ন ও ঘোষণা করতে পারবে।	১.৩.২ শুদ্ধ উচ্চারণে প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথার মূল বিষয় ও ভাব বলতে পারবে।	২.৪.১ গল্পের মূল বিষয় বলতে পারবে। ২.৪.২ গল্পের মূল ভাব বলতে পারবে।
২.৫ কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে ও বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	২.৫.২ বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।
পড়া	**পড়া**
১.৩ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ ও বাক্য পড়তে পারবে।	১.৩.১ যুক্তব্যঞ্জন-সংবলিত শব্দ পড়তে পারবে। ১.৩.২ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত শব্দ-সংবলিত বাক্য পড়তে পারবে।
১.৪ পাঠ্যপুস্তক ও সমমানের বইয়ের শব্দ ও বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।	১.৪.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। ১.৪.২ পাঠে ব্যবহৃত বাক্য শ্রবণযোগ্য স্পষ্ট স্বরে ও প্রমিত উচ্চারণে সাবলীলভাবে পড়তে পারবে।
১.৫ বিরামচিহ্ন দেখে স্তবক ও অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।	১.৫.২ বিরামচিহ্ন দেখে সাবলীলভাবে অনুচ্ছেদ পড়তে পারবে।
২.৪ গল্প ও রূপকথা পড়ে মূল বিষয় ও ভাব বুঝতে পারবে।	২.৪.১ গল্প পড়তে পারবে। ২.৪.২ গল্প পড়ে বিষয় বুঝতে পারবে।

লেখা	লেখা
১.৪ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ করতে পারবে।	১.৪.১ যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে লিখতে পারবে। ১.৪.২ যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ লিখতে পারবে।
১.৫ পাঠ ও পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।	১.৫.১ পাঠে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে। ১.৫.২ পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখতে পারবে।
১.৬ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।	১.৬.১ পাঠে ব্যবহৃত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।
২.৩ ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, কথোপকথন, বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	২.৩.৬ পঠিত ও বর্ণিত বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
৩.২ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।	৩.২.১ সহজ বিষয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে পারবে।

পাঠের বিষয়

এই পাঠটি বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব-সংক্রান্ত তথ্যবহুল একটি পাঠ। সম্পূর্ণ পাঠটি একটি কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে গল্পকথায় লেখার ইতিহাস ও বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারে,এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় সংলাপের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসা তথ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ : ১ পৃষ্ঠা: ৯২ শিক্ষক: আমি আজ একটি... অক্ষর কিছুই ছিল না।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৯২ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১, ২.৫.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের জীবনাভিজ্ঞতা-যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - আদিম মানুষেরা কী করত?
  - কী খেত?
  - কোথায় থাকত?
- শিক্ষক গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন–
  এই পাঠটি বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব-সংক্রান্ত তথ্যবহুল এক পাঠ। সম্পূর্ণ পাঠটি একটি কথোপকথনের মাধ্যমে উপস্থাপিত

হয়েছে। গল্পকথায় লেখার ইতিহাস ও বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এজন্য গল্পটি পাঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষক পাঠটি পড়ানোর সময় সংলাপের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসা তথ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠটি পড়াবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখনের উপর গুরুত্ব দেবেন। শিক্ষক ৯২ পৃষ্ঠার ছবি দেখাবেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা কী দেখতে পাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে কিছু বলতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন। তাদের প্রশংসা করবেন। আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'লিপির গল্প' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (শিক্ষক: আমি আজ একটি...................অক্ষর কিছুই ছিল না।) পড়ব ও আলোচনা করব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৯২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শুরুতেই কী কী ছবি রয়েছে তা জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন, আদেশ ইত্যাদি বুঝতে পারছে কি না তা লক্ষ করবেন।
- এবার শিক্ষক নির্ধারিত অংশ প্রমিত উচ্চারণে, শুদ্ধ, স্পষ্ট ও শ্রবণযোগ্য স্বরে কয়েকবার পড়ে শোনাবেন। এই সময় শিক্ষার্থীদেরকে নির্দিষ্ট শব্দের ও লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা লাইনের নিচে আঙুল রেখে মেলাতে এবং পড়তে পারছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পড়বেন শিক্ষার্থীরা সাথে সাথে সমস্বরে পড়বে।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সরবে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন দেবেন।
- শিক্ষার্থীদের ৬-৮ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন: প্রত্যেকে ২ লাইন করে পড়বে, অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথা নিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৫টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- দলের কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের আগের মতো বসতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কী কী যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ বের করেছে তা জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: গল্প – ল্প = ল + প, আবিষ্কার – ষ্ক = ষ + ক ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এরপর কয়েকজনকে গল্পের নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ২ **পৃষ্ঠা: ৯২** শিক্ষক: আমি আজ একটি... অক্ষর কিছুই ছিল না।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, ৯২ পৃষ্ঠার ছবি। **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১, ২.৫.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - আলো কোন গল্প শুনতে চেয়েছিল?
  - লিপি মানে কী?
  - ছয়-সাত হাজার বছরের আগে মানুষ কেন লিখতেও জানত না?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'লিপির গল্প' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (শিক্ষক: আমি আজ একটি..........................অক্ষর কিছুই ছিল না।) অংশটুকু পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯২ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় মুখোমুখি ঘুরে বসতে বলবেন এবং জোড়ায় কী করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রথমে একজন শিক্ষার্থী ২ লাইন পড়বে, অন্যজন শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। ঠিক একইভাবে জোড়ার আরেকজন ২য় লাইন পড়বে। এভাবে সবাই কমপক্ষে ২/৩ বার পড়বে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের পড়তে সহায়তা করবেন এবং দলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- গত দিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্ত বর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়তে বলবেন ও খাতায় লিখে নিতে বলবেন। পাশাপাশি আরেকটি যুক্তবর্ণ যোগে নতুন শব্দ লিখতে বলবেন। যেমন: অক্ষর।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: আবিষ্কার, অভ্যাস। শিক্ষার্থীদেরকে শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম সে গল্পটির নাম কী? গল্পটি কী নিয়ে লেখা? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- লিপির গল্প মানে কী? ছয়-সাত হাজার বছর মানুষ কেন লিখতে জানত না? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৩ পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৪ আদিত্য: আঁ্যা... ধরে রাখা হয় সে রকম?	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, যুক্তবর্ণযুক্ত ভেঙে পড়া, প্রশ্ন তৈরি করা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১, ২.৫.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - লিপির গল্প মানে কী?
  - ছয়-সাত হাজার বছর মানুষ কেন লিখতে জানত না?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'লিপির গল্প' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (আদিত্য: আঁ্যা, -------------------- ধরে রাখা হয় সে রকম?) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৯৩ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু /মূলভাব আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের ৪-৫ জনের দলে মুখোমুখি বসতে বলবেন। দলে শিক্ষার্থীরা কী কাজ করবে তা বুঝিয়ে দেবেন। যেমন- প্রত্যেকে ২/৩ লাইন করে পড়বে, অন্যরা শুনবে ও আঙুল রেখে মেলাবে। ভুল হলে ঠিক করে দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের যথা নিয়মে পড়তে সহায়তা করবেন। শিক্ষক দলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পড়াবেন। পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে। এরপর পাঠ্যাংশ থেকে নিজেরা ৩টি প্রশ্ন তৈরি করবে ও উত্তর বলবে।
- শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো জিজ্ঞেস করবেন এবং বোর্ডে লিখবেন ও ভেঙে দেখাবেন। যেমন: পত্র– ত্র = ত + র , বন্ধন – ন্ধ = ন + ধ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো পড়াবেন ও লেখাবেন।
- ভিক্ষুদের কে কে দেখেছে? কোথায় দেখেছে তা জানতে চাইবেন। যারা দেখেনি সুযোগ থাকলে তাদের দেখার সুযোগ করে দিবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- কেন আগে বর্ণমালা, অক্ষর বা হরফ কিছুই ছিল না? তারা কীভাবে চিঠি লিখত? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটির নির্ধারিত অংশ পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৪ **পৃষ্ঠা: ৯৪** শিক্ষক: ঠিক বলেছ ... আরও জানতে পারবে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১, ২.৫.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - গল্প ভুলে গেলে তখন মানুষ কী করত?
  - লিপি কী?

- কথাবার্তা, গানবাজনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা কেন ধরে রাখা হতো?

- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'লিপির গল্প' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (শিক্ষক: ঠিক বলেছ,.........আরও জানতে পারবে।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ৯৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- পাঠটি পড়ে বুঝেছে কি না তা জানার জন্য প্রশ্ন-উত্তর করবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন। যেমন- লিপি কেন তৈরি করা হলো? লিপি আবিষ্কার করলেন কে? ইত্যাদি।
- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৫ **পৃষ্ঠা:** ৯৪ শিক্ষক: ঠিক বলেছ ... আরও জানতে পারবে।	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১ ১.৩.৫, ১.৩.৬, ২.২.১ ২.২.২, ৩.১.১, **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ৩.১.১, ২.৫.২ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২, ২.৪.১, ২.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - লিপি কেন তৈরি করা হলো?
  - লিপি আবিষ্কার করলেন কে?
- আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলবেন, আজ আমরা পাঠ্যপুস্তকের 'লিপির গল্প' গল্পটির নির্ধারিত অংশ (শিক্ষক: ঠিক বলেছ,...........................আরও জানতে পারবে।) পড়ব।
- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের ৯৪ নম্বর পৃষ্ঠা খুলতে বলবেন। শিক্ষক আগের পাঠের মতো ছবির বর্ণনা এবং পড়ানোর ধাপ অনুসরণ করে পড়াবেন।
- পড়া শেষ হলে পাঠ্যাংশের যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ খুঁজে বের করে খাতায় লিখবে।
- গতদিনে শিক্ষার্থীদের বের করা যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ তৈরি যুক্ত বর্ণের চার্ট বোর্ডে ঝুলিয়ে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের চার্ট দেখে খাতায় লিখতে বলবেন। পাশাপাশি যুক্তবর্ণ যোগে আরেকটি নতুন শব্দ লিখতে বলবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে নতুন বা অপরিচিত শব্দ লিখবেন এবং এর অর্থ লিখে দেবেন। যেমন: সাক্ষর, বন্ধন, বঙ্গলিপি। শিক্ষার্থীদের শব্দ ও শব্দের অর্থ পড়াবেন ও লেখাবেন।
- আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝল তা জানার জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করবেন, আজ আমরা যে গল্পটি পড়লাম, সে গল্পটির নাম কী? এছাড়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর জানতে চাইবেন।

- এরপর কয়েকজনকে গল্পটি পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে নির্ধারিত পাঠটি বাড়ি থেকে ভালো করে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৬ পৃষ্ঠা: ৯৫ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, চার্ট থেকে যুক্তবর্ণযুক্ত পড়া ও লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি, প্রশ্নের উত্তর লেখা।	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ২.৩.৬

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:
  - বাংলা লিপি কীভাবে এল?
  - পৃথিবীতে কত লিপি ছিল?
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৫ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ১ নং করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন - এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবেন লিপি সম্পর্কে। আলোচনা শেষে ২/৩ জনের কাছে প্রশ্ন করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ২ নং অনুশীলনীর শব্দগুলো পাঠের মধ্যে কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করে নিচে দাগ দিতে বলবেন। এ সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং সহায়তা করবেন।
- এরপর শিক্ষক ২ নং অনুশীলনীর প্রতিটি শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক শব্দের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের লিখতে দেবেন।
- এরপর শিক্ষক ৩ নং অনুশীলনীর কাজ করাবেন- 'ঘরের ভিতরের শব্দগুলো খালি জায়গায় বসিয়ে বাক্য তৈরি করি।' প্রথমে শিক্ষক একটি বাক্য বোর্ডে লিখবেন। যেমন: ক. মানুষ কালে কালে অনেক কিছু............... করেছে। খালি জায়গায় কোন সঠিক শব্দটি হবে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করবেন এবং খালি জায়গায় শব্দটি লিখবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বাক্যের খালি জায়গায় সঠিক শব্দ ব্যবহার করে খাতায় লিখবে।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক ১ নং অনুশীলনীর শব্দ দিয়ে নতুন নতুন বাক্য লিখে আনতে বলবেন।
- যুক্তব্যঞ্জনযুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন নতুন শব্দ লিখে আনতে বলবেন।

পাঠ : ৭ পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** পড়া, প্রশ্নের উত্তর লেখা, নতুন বা অপরিচিত শব্দের অর্থ ও বাক্য তৈরি	**শিখনফল** **শোনা :** ১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ২.৩.৬

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯৫ খুলতে বলবেন। প্রথমে অনুশীলনী ৪ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক প্রথমে নিজে একটি প্রশ্ন তৈরি করে বোর্ডে লিখবেন। যেমন: তুমি খুব............... প্রশ্ন............... ।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে পাঠের উপর প্রশ্ন তৈরি করাবেন।
- এরপর শিক্ষক অনুশীলনী ৫ নং প্রশ্ন করাবেন এবং শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন - বাক্য রচনা করি। শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলতে সহায়তা করবেন। শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা যেন মুখস্থ না বলে।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- ৭ নং অনুশীলনীর উপর নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পাঠ : ৮ পৃষ্ঠা: ৯৬ অনুশীলনী	**উপকরণ:** পাঠ্যপুস্তক, **পাঠের আলোচ্য বিষয়:** প্রশ্নের উত্তর লেখা	**শিখনফল** **শোনা :** ১.২.১, ১.৩.১, ১.৩.৫, ১.৩.৬, ৩.১.১ **বলা :** ১.১.১, ১.১.২, ১.৩.২, ২.৪.১, ২.৪.২, ২.৫.২, ৩.১.১ **পড়া :** ১.৩.১, ১.৩.২, ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.২ **লেখা :** ১.৪.১, ১.৪.২, ১.৫.১, ১.৫.২, ১.৬.১, ১.৭.১, ৩.২.১

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের কৌশল হিসেবে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন: শিক্ষার্থীরা এ পর্যন্ত কী কী জেনেছে তা জিজ্ঞেস করবেন।
  - লিপি মানে কী?
  - পৃথিবীতে কত লিপি ছিল?
- সব বলা হলে ধন্যবাদ দিয়ে বসতে বলবেন।
- আজকের পাঠ সম্পর্কে ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ৯১ খুলতে বলবেন।
- প্রথমে শিক্ষক অনুশীলনী ৬ নং প্রশ্ন করাবেন শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন। উত্তর জানার জন্য কে কে উত্তর বলবে, তাদের হাত তুলতে বলবেন। উত্তর ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় শিক্ষক আপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পড়াবেন।
- শিক্ষক ৭ নং অনুশীলনীর বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক প্রথমে মুখে মুখে বলবেন। ২/৩ জনের কাছ থেকে জানবেন।
- শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে সহায়তা করবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠের সারসংক্ষেপ বুঝিয়ে বলবেন।

পরিকল্পিত কাজ

- শিক্ষক আগামী ক্লাসে পুরো গল্পটি অনুশীলনীসহ বাড়ি থেকে পড়ে আসতে বলবেন।

পাঠ–১০

পাঠশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন

১ নিচের অনুচ্ছেদটির সঠিক স্থানে, দাঁড়ি, প্রশ্নবোধক এবং কমা বসাই।

লিপিকে কেউ বলেন লিখন পদ্ধতি কেউ বলেন বর্ণমালা কেউ বলেন হরফ কেউ বলেন অক্ষর কেউ বলেন অ্যালফাবেট মানুষ যেদিন লিপি দিয়ে কথাকে বন্দি করে রাখতে শিখল সেদিন থেকেই মানুষের সভ্যতার পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো

২. বাক্য রচনা কর।

ক. লিপি ....

খ. প্রশ্ন ....

গ. হরফ ....

ঘ. গল্প ....

৪. লিপি আমাদের কেন দরকার – এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

ক. ....

খ. ....

গ. ....